

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৪২৮

কিলার ভাইরাস

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7428-9

তিরাশি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-428
KILLER VIRUS
Part-1
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস।

এক

জুলাই তিন।

সকাল নয়টা বারো মিনিট।

চুলার আগুন যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে ওদেরকে।

গায়ে ফোস্কা পড়ার মত মরুতাপ।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে যেন সব। গনগনে তপ্ত হাওয়া, যেন নরকের লেলিহান শিখা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের পাতাল লেভেল ছিল শীতল, এক্স-রেল টানেলও ছিল স্বাভাবিক তাপমাত্রার— কিন্তু এই মরুভূমির সত্যিকারের মালিক সূর্যদেব, তার কোনও দয়ামায়া নেই।

বিদঘুটে জলযান নিয়ে পানি-ভরা সরু এক ক্যানিয়নে তীর-গতি তুলেছে রানা। এই স্পিডবোট অত্যন্ত দ্রুতগামী, ঝটপট স্পিড তুলতে পারে।

রানার পাশে খবির, পিছনে একইরকম ওয়াটারক্রাফট নিয়ে আসছে দুই বৈজ্ঞানিক— বার্নি বেনেট ও জুলিয়ো কার্টিস।

ওদের চালিত স্পিডবোটের নাম: পিসিআর-২-প্যাট্রল-ক্রাফট, রিভার। মাত্র দু'জন বসতে পারে। এর আরেকটা নাম: বাইপড। লকহিড শিপবিল্ডিং কোম্পানি নেভির জন্য তৈরি করেছে এই জেট-প্রপেল্ড রিভারক্রাফট। অদ্ভুত ডিজাইন, দেখলে মনে হবে বুলেট আকৃতির দুটো জেট-বোট একসঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। নৌযানের

ক্রসবিম সাত ফুটি, দুই প্রান্তে দুই পড। মাথার উপর ছাত নেই, প্রতিটি পডের সঙ্গে একটা করে দুই শ' হর্সপাওয়ার ইমাহা পাম্প-জেট ইঞ্জিন। তুমুল গতি তুলতে পারে, অস্থির পানিতেও স্থিরভাবে চলে।

রানার বাইপড মরুভূমির ধূসর রঙের, তার ভিতর হলদে সব ছোপ। যেন উড়ে চলেছে, পিছনে দশফুট দূরে ছিটকে পড়ছে পানির দুই ধারা। বামদিকের পডে বসেছে রানা, ড্রাইভ করছে। ডানদিকের পডে খবির, হাত বো-র উপর রাখা ৭.৬২ এমএম মেশিনগানের বাঁটে।

পৃথিবীর বুকে আগুন ঢালছে সূর্য।

ছায়ার ভিতরই তাপমাত্রা প্রায় এক শ' ডিগ্রির কাছাকাছি।

'তোমাদের কী অবস্থা?' কবজির মাইকে বলল রানা। একবার ঘুরে চাইল ফিরে।

পিছনের বাইপড ড্রাইভ করছে মেরিন বার্নি বেনেট, গানারের পডে জুলিয়ো কার্টিস।

'আমি ঠিক আছি, কিন্তু ভয়ে সবুজ হয়ে গেছেন বিজ্ঞানী,' জানাল বার্নি বেনেট।

বিশফুটি সরু ক্যানিয়নের ভিতর ছুটছে ওরা দক্ষিণে। ওদিকে মূল লেক পাওয়েল।

লেকে এসে মিশেছে লোডিং বে থেকে সংকীর্ণ জলপথ। শুরুতে ছিল কালো এক আঁকাবাঁকা গুহা, প্রবেশমুখে অদ্ভুত দক্ষতায় তৈরি ক্যামোফ্লেজ প্লেট-স্টিলের দরজা— যে কেউ ভাববে ওটা মস্ত পাথর। সরিয়ে রাখা হয়েছিল, ওই পথে গেছে পলের কিডন্যাপাররা।

লাফ দিয়ে বাইপডে উঠবার পর ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেছে ওরা। অন্যদেরকে নিয়ে কালো গুহার ভিতর দিয়ে লেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, আর ঠিক তখনই এএফএক্স বিস্ফোরণের

ভয়ঙ্কর আঘাতে পিছনে পাথুরে ছাত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

পানিভরা ক্যানিয়নে ওদের বাইপডের সামনে পড়েছে চওড়া এক বাঁক, দু'এক সেকেণ্ড পর ভেসে এসেছে বিকট আওয়াজ।

একেবারে চুরমার হয়ে গেছে লোডিং বে।

দু'পাশে অনেক উপর পর্যন্ত ক্যানিয়নের প্রাচীর। আকাশ থেকে কেউ দেখলে মনে করবে, নীচে ওটা রেসকারের ট্র্যাক। একের পর এক মোড় নিয়েছে জলপথ। কখনও বেঁকে গেছে প্রায় এক শ' আশি ডিগ্রি।

তাতে ঘাবড়ায়নি ওরা।

কিন্তু এরপর শুরু হয়েছে মূল সমস্যা। সামনে পড়ল লেক পাওয়েলের অসংখ্য জলভরা ক্যানিয়ন। যেন গোলকধাঁধার খেলা শুরু হয়েছে। জড়িয়ে-পেঁচিয়ে রয়েছে একটা আরেকটার সঙ্গে।

প্রথমেই সামনে পড়ল উত্তর-পুব থেকে আসা তিনটি ক্যানিয়ন।

রানা স্থির করতে পারল না, কোন্ পথে যাবে।

এসব খালের দু' পাশে পাথুরে দেয়াল।

কোন্ পথে গেছে বয়েস ইংগিলস?

লোকটার কোনও পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা কী?

তারপর ঢেউগুলো মন দিয়ে লক্ষ করল রানা। পাথুরে দেয়ালের গায়ে লাগছে সব। কিন্তু বামদিকের ক্যানিয়নের দেয়ালে একটু বেশি ছলকে লাগছে পানি। বোধহয় মোটরবোটের ইঞ্জিনের তৈরি ঢেউ।

তখনই বাঁক নিল রানা, ঢুকে পড়ল দক্ষিণের খালে।

কিছু দূর যাওয়ার পর উপরে চাইল। দু' পাশের ক্যানিয়নের দেয়াল উঠেছে কমপক্ষে দুই শ' ফুট উপরে। ওখানে ভাসছে বালির ঘন মেঘ। ঢেকে দিয়েছে জ্বলন্ত সূর্যকে।

মরুভূমির বুকে শুরু হয়েছে বালিঝড়।

আবহাওয়া দপ্তর থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, সকালে বালিঝড় আসবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে বহনকারী মেরিন ওয়ান কপ্টার ওটার ভিতর পড়বে না।

অনেক উপরে মরুভূমির মেঝেতে চলছে মরুঝড়, কিন্তু এত নীচে ক্যানিয়নের ভিতর তার বড় কোনও প্রভাব পড়ছে না।

জলভরা ক্যানিয়ন সামনে মোড় নিয়েছে, ওখানে বাঁক নিল রানা, এরপর চওড়া হয়ে গেল জলপথ।

একটু দূরে আকাশে মাথা তুলেছে বিশাল এক মেসা, উপর অংশ ছাতের মত সমতল। ওখান থেকে পাথুরে দেয়াল সোজা নেমেছে পানির বুকে। আর ওই মেসার কারণে পানি স্পর্শ করতে পারছে না ক্ষুব্ধ ঝড়। অবশ্য পানির উপর ঝরঝর করে পড়ছে বালি। চাদরের মত ঢেকে রাখতে চাইছে চারপাশ।

ঠিক তখনই বালির পর্দা সরতেই তাদেরকে দেখল রানা।

এইমাত্র মেসার ডানদিকে এক ক্যানিয়নে বাঁক নিয়েছে তারা।

পাঁচটা বোট।

সাদা এক পাওয়ারবোট, ওটাকে হাইড্রোফয়েল মনে হলো। অন্য চারটে দ্রুতগামী বাইপড। জলযানগুলো ধূসর রঙের।

গোলচে মেসা চিরে গেছে কমপক্ষে ছয়টা সরু ক্যানিয়ন, তারই ভিতর একটা পছন্দ হলো রানার।

বাতাসে ভাসমান বালির ভিতর দিয়ে পথ করে নিল ও, চলে গেল মেসার দিকে। আশা করছে, এই মেসা পেরুলে সামনে পড়বে দক্ষিণ-আফ্রিকান কমাণ্ডোরা।

যেন পানি ছুঁয়ে উড়ছে ওর বাইপড। গর্জন ছাড়ছে শক্তিশালী মিনিজেট ইঞ্জিন। রানার পাশে চলে এল বার্নি বেনেট ও জুলিয়ো কার্টিসের বাইপড। পিছনে পড়ছে পানির সরু ধারা। ভাসমান বালি এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে ছুটছে, যেন তুমুল বৃষ্টির কণা।

মেসার বামদিক দিয়ে বেরুল রানা, দূরে দেখল দক্ষিণ-

আফ্রিকান কমাণ্ডোদের বোট ছুটছে পশ্চিমদিকের খাড়া এক ক্যানিয়ন লক্ষ্য করে।

নতুন উদ্যম নিয়ে ধাওয়া শুরু করল রানা।

পিছনে ওদেরকে দেখতে পেয়েছে তারা। হাইড্রোফয়েল বোটের পাশ থেকে পিছিয়ে গেল দুটো বাইপড, এক শ' আশি ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ফিরতি পথ ধরল। রানাদের জলযান লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছে ৭.৬২ এমএম মেশিনগান। দপদপ করছে মাযলের মুখের লাল আগুন।

ঠিক তখনই রানাকে হতবাক করে দিয়ে বিস্ফোরিত হলো বামদিকের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

পানি ছেড়ে স্রেফ শূন্যে উড়ে গেল বাইপড হাজার টুকরো হয়ে, ওই জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে শুধু পানির ফোয়ারা। এক সেকেণ্ড আগে ছিল, পরের সেকেণ্ডে ওখানে ছিটকে উঠেছে পানি, আকাশ থেকে বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পড়ল ভাঙা ফাইবারগ্লাস।

এদিকে দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে ডানদিকের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড, হঠাৎ করেই সাহস হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার। ঘুরেই পাঁই পাঁই ছুটল সঙ্গী চার বোটের পিছনে।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা। ভাবছে, হঠাৎ কী...

চিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ!

পর মুহূর্তে দেখা গেল আকাশ চিরে বালিঝড়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল তিনটে কালো হেলিকপ্টার। অদ্ভুত দ্রুত নামছে ক্যানিয়নগুলোর মাঝে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমারু বিমান যেন, ডাইভ দিয়েছে তিন কপ্টার, সামান্যতম গতি না কমিয়েই ধেয়ে আসছে। দেখতে না দেখতে রানা এবং ওর দলের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। পশ্চিমে এক সরু ক্যানিয়নে ঢুকেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটবহর, তাদের পিছু নিল কপ্টারগুলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সরু ক্যানিয়নের মুখে।

দুই চোখ বিস্ফারিত হলো রানার। কাছ থেকে কপ্টারগুলো দেখতে ভয়ঙ্কর কুৎসিত। সরু দেহ, খুব নীচ চেহারা, গতি অস্বাভাবিক বেশি। ওর মনে পড়ল না এ ধরনের কোনও কপ্টার আগে দেখেছে। কুচকুচে কালো শরীর, যেন অ্যাটাক কপ্টার এবং ফাইটার বিমানের মাঝে কোনও সংকর। স্বাভাবিক রোটর, নাক ছুঁচোর মত চোখা, পেটের পাশ দিয়ে দু'দিকে বাঁকা ডানা।

পুরো পাঁচ সেকেণ্ড চেয়ে থাকবার পর রানা চিনল ওগুলোকে।

এএইচ-৭৭ পেনিট্রেটার। মধ্যম আকৃতির অ্যাটাক চপার। হাইব্রিড ফাইটার কপ্টার। এক সেকেণ্ড হয়তো চুপ করে ভাসছে, পর মুহূর্তে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড গতি তুলবে জেট-ফাইটার বিমানের মত। রেইডারকে ফাঁকি দিতে পারে ওই কালো রং, ডানাগুলো পিছন দিকে বাঁকা, নীচে নেমে এসেছে ককপিট— ওগুলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ রানার মনে হলো, হাজির হয়েছে উড়ন্ত একপাল হাঙর।

তীরবেগে চলেছে তিন পেনিট্রেটার, দেখতে না দেখতে ঢুকে পড়ল সরু ক্যানিয়নে। রানা এবং ওর দলের কারও দিকে লক্ষ নেই, ধাওয়া শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান স্পিডবোটগুলোকে।

এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল রানা, অদ্ভুত কয়েকটা চিন্তা এসেছে: এখানে মরুভূমিতে কী করছে এয়ার ফোর্সের লোক? প্রেসিডেন্টের পিছু নেয়নি এরা? পল ছেলেটার কিছু হলে তাদের কী?

যাই হোক, এখন তিন দল তিন উদ্দেশ্য নিয়ে একে অপরকে ধাওয়া করবে।

'স্যর,' মাইক্রোফোনে ভেসে এল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠ, 'এবার আমরা কী করব?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। এখন চট্ করে জরুরি

সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু একগাদা চিন্তা ঘুরছে মনেঃ পল ছেলেটা, বিশ্বাসঘাতক বয়েস ইংগিলস, ইউএস এয়ার ফোর্স, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ওদিকে ফুটবলের কাউন্টডাউন চলছে! একটু আগে হোক বা পরে, ছাড়তেই হবে ইংগিলসের পিছু নেয়া।'

'আমরা পিছুই নেব,' সিদ্ধান্ত নিল রানা।

থ্রটল খুলে দিল। ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল ওর বাইপড, সগর্জনে পিছু নিয়েছে তিন পেনিট্রেটার ও দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটবহরের।

ওর পিছনে আসছে বৈজ্ঞানিকদের বাইপড।

এঁকেবেঁকে সামনে বেড়েছে ক্যানিয়ন। একবার বামে আবার ডানে সরতে হচ্ছে বাঁক নেয়ার সময়। কপাল ভাল যে বালিঝড়ের হামলা এখানে নেই।

মাত্র দেড় শ' গজ দূরে দুটো শাখা ক্যানিয়ন। একটা গেছে বামে, অন্যটা ডানে। লেক পাওয়েলে বেশিরভাগ শাখা ক্যানিয়ন আবারও মিলিত হয়েছে কিছুদূর গিয়েই।

মোড়ের সামনে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এয়ার ফোর্সের কপ্টারগুলো। একটা গেল বামে, অন্য দুটো ডানের ক্যানিয়নে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বোটগুলো বোধহয় আগেই আলাদা দুই ক্যানিয়ন-পথে গেছে।

'বৈজ্ঞানিক!' বলল রানা, 'তুমি বামে যাও! আমরা ডানে! মনে রেখো, ওই ছেলেকে পেতে হবে আমাদের! আর পেয়ে গেলেই লেজ তুলে ভাগব! ...বুঝতে পেরেছ?'

'জী, স্যর।'

পাশাপাশি দুই ক্যানিয়নে ঢুকে আলাদা হয়ে গেল ওরা। রানা চলেছে ডানদিকে, ওদিকে বৈজ্ঞানিক চলেছে বামদিকে।

রানার মনে হলো সামনে তারাবাতির খেলা শুরু হয়েছে। মরুঝড়ের আবছা আলোয় ছুটছে লালচে ট্রেসার বুলেট, মিসাইল আসছে আকাশ থেকে, পাথরে লেগে বিস্ফোরিত হচ্ছে।

আশি গজ দূরে দুই কালো কপ্টারকে দেখল রানা, পিছু নিয়েছে হাইড্রোফয়েল ও এক বাইপডের। উপরে চলছে বালিঝড়, হঠাৎ করেই তুমুল গতি তুলল দুই কপ্টার, ক্যানিয়নের কিনারা থেকে অনেক নীচেই রইল। থামল গিয়ে দূর-বাঁকে, তারপর মোড় নিয়ে আবারও গতি তুলল বোটগুলোকে ধরতে। বিকট ধুব-ধুব আওয়াজ তুলল রোটরগুলো। চারপাশে জোরালো প্রতিধ্বনি।

সামনের বাঁকে পৌঁছে ওদিকটা আবারও দেখতে পেল রানা। কপ্টারের তাড়া খেয়ে থেমে গেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান কমাণ্ডোদের বাইপড, বোধ হয় ঠিক করেছে পাল্টা হামলা করবে— এদিকে এগুবে তাদের হাইড্রোফয়েল।

বাইপডের দুই কমাণ্ডোর কাছে স্টিংগার মিসাইল লঞ্চার। একজন বাইপড নিয়ে ধীর গতিতে চলেছে, অন্যজন কাঁধে তুলে নিয়েছে স্টিংগার মিসাইল লঞ্চার। এক সেকেণ্ড পর ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ল সে। আকাশ থেকে ফেলে দেবে পেনিট্রেটার দুটোকে।

কিন্তু পেনিট্রেটারগুলোর কাছে এয়ার বেস যিরো নাইনের ওই অ্যাওয়্যাক্স বিমানের আলট্রাপাওয়ারফুল ইলেকট্রনিক কাউণ্টার-মেযারের মত জিনিস আছে। লক্ষ্যের দিকে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ করেই পাগল হয়ে উঠল স্টিংগার মিসাইলগুলো, নানাদিকে ছুটতে চাইছে। শেষে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালে গিয়ে বিঁধল। মিসাইলের ওয়ারহেড ডেটোনেট হতেই নীচের খালে এসে পড়ল আস্ত গাড়ি আকারের একের পর এক বোল্ডার। প্রস্তর-বর্ষণের ধুম দেখে আগেই বাইপডের গতি কমিয়ে দিয়েছে রানা।

হঠাৎ খেয়াল করল, কালো এক কপ্টারের পেটের হ্যাচ খুলে গেছে, ওখান থেকে খসে পড়েছে সাদা কী যেন, সঙ্গে রয়েছে ছোট প্যারাশুট। ছলাৎ আওয়াজ তুলে পানিতে নামল ওটা।

এক সেকেণ্ড পর কপ্টারের পিছনের পানিতে তৈরি হলো ফেনা, তারই ভিতর দেখা গেল বুদ্বুদ উঠছে ওখানে। বুদ্বুদগুলো ধাওয়া

শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডকে।

রানার বুঝতে দেরি হলো না, ওটা হাইটেক টর্পেডো!

মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পেরুল, তারপর উড়াল দিল দ্রুতগামী বাইপড। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও নেমে এল পানিতে— শান্ত পুকুরে পোড়া মাটির চ্যাপ্টা চারা ছুঁড়লে যেভাবে ছিটকে সামনে বাড়ে, ঠিক সেভাবে ছুটল— লাগল গিয়ে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালের পাশে। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ল সব। কোথাও দেখা গেল না দুই রেকণ্ডোর মৃতদেহ। বোধহয় হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে প্রথম বিস্ফোরণেই।

পঞ্চাশ গজ দূরে বিস্ফোরিত হয়েছে খুদে বোট, কিন্তু পুরো থ্রটল খুলে দিল রানা, উড়ে চলেছে ওর বাইপড। আর কোনও উপায়ও নেই, অনেক দূরে চলে গেছে হাইড্রোফয়েল।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর সংকীর্ণ এক বাঁক নিয়ে হঠাৎ করেই রানা দেখল, সামনে দুই ক্যানিয়নের মুখ। বামদিকের ক্যানিয়নে বড়সড় প্রশস্ত জায়গা, ওখানে X-এর মত পরস্পরকে ভেদ করেছে আরও দুটো শাখা ক্যানিয়ন, সেখানে দুই আফ্রিকান বাইপডের পিছু নিয়েছে মেরিন সৈনিক ও বিজ্ঞানী কার্টিস।

ঠিক তখনই X-এর ডানদিকের উপরের বাহু দিয়ে ছুটে এল দক্ষিণ-আফ্রিকানদের হাইড্রোফয়েল। এদিকে X-এর ডানদিকের নীচের বাহু ধরে ভিতরে ঢুকল তাদের আরেকটা বাইপড।

দ্রুত গতি তুলে নানাদিকে ছুটছে প্রতিটি রিভারক্রাফট।

মুখোমুখি সংঘর্ষ ঠেকাতে বাঁক নিতে শুরু করেছে হাইড্রো-ফয়েল ও বাইপড। নিজের বোট নিয়ে উন্মাদের মত একপাশে সরল বয়েস ইংগিলস, প্রায় একই জায়গায় থেমে গেল প্রচুর পানি ছিটিয়ে।

এদিকে বৈজ্ঞানিকের ক্যানিয়নের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড থামবার কোনও সুযোগ পেল না। বুলেটের গতি তুলেছে, সরাসরি

ঢুকে পড়ল X আকৃতির জাংশনে। ততক্ষণে থেমে গেছে অন্য দুই বোট, কয়েক মুহূর্ত পর আবারও গতি তুলল ওগুলো, এবার ঢুকে পড়বে পশ্চিমের ক্যানিয়নে।

রানার ক্যানিয়নের দুই পেনিট্রেটার এবং পাশের ক্যানিয়নের অ্যাটাক কপ্টার জাংশনের মাঝে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে— গতি কমেনি একটারও। হঠাৎ করেই বাতাসে স্থির হলো ওগুলোর একটা, অন্য দুটো কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। পানির ভিতর অনেক পিছনে পড়ে রইল বোটগুলো।

এই সুযোগটা ছাড়ল না রানা। গতি আরও তুলল বাইপডের। পৌঁছতে হবে দক্ষিণ-আফ্রিকানদের কাছাকাছি।

দুই

X আকৃতির জাংশন থেকে এখনও আশি গজ দূরে মেরিন বৈজ্ঞানিকের বাইপড। সে দেখল, নতুন করে রওনা দিয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকানদের হাইড্রোফয়েল বোট ও বাইপড।

বৈজ্ঞানিকের চোখ পড়ে রইল হাইড্রোফয়েলের উপর, বাঁক নিয়েছে ওটা, রওনা হয়ে গেছে X-এর বামদিকের বাহু ধরে।

নতুন উদ্যমে ওটার পিছু নিল বৈজ্ঞানিক।

এইমাত্র জাংশনে পৌঁছে রানা দেখল, সরু এক ক্যানিয়নের ভিতর ঢুকেছে হাইড্রোফয়েল, এবং পিছু নিয়েছে বৈজ্ঞানিকের বাইপড।

'আমি হাইড্রোফয়েলের পিছনে গেলাম, স্যর!' গলা ফাটিয়ে

বলল সে।

'যাও!' অনুমতি দিল রানা, নিজেও পিছু নেবে ভেবেছে, ঠিক তখনই ডানদিকে চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল। ঝট্ করে ঘুরল ও, উঁচু প্রাচীরওয়ালা এক ক্যানিয়ন চলে গেছে পশ্চিমে। ওই পথে চলেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান একাকী এক বাইপড।

ওটা ইন্টারসেকশনের ডানদিকে নীচের বাহু ধরে বেরিয়ে এসেছিল।

ওটা হাইড্রোফয়েলের সঙ্গে গেল না কেন?

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

দেখতে না দেখতে চোখের আড়াল হয়ে গেল বাইপড। দীর্ঘ, সরু ক্যানিয়ন পেরিয়ে চলে গেছে চওড়া এক ক্যানিয়নের ভিতর।

এক সেকেণ্ড পর বুঝল রানা।

হাইড্রোফয়েলের ভিতর ছেলেটা নেই!

সে আছে বাইপডের ভিতর!

যে বাইপড এইমাত্র চোখের আড়াল হয়েছে!

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা, দূরের এক বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে বৈজ্ঞানিকের দ্রুতগামী বাইপড, ধাওয়া করছে হাইড্রোফয়েলকে।

'বৈজ্ঞানিক...' ডাকল রানা।

তীব্র গতি তুলেছে মেরিন সৈনিকের বালিরঙা বাইপড। কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল হাইড্রোফয়েলের পাশে। সরু ক্যানিয়ন ধরে তুমুল গতি তুলছে দুই জলযান। দু'পাশে পাথরের প্রাচীর।

পিছন থেকে ধেয়ে আসছে দুই পেনিট্রেটার, গুলি করছে বোটগুলোর দিকে।

'বৈজ্ঞানিক... তুমি... কি... শুনতে পাচ্ছ?'

কানের ভিতর আবছা কণ্ঠ শুনল বৈজ্ঞানিক। চারপাশে গুলির

আওয়াজ। তার উপর ইঞ্জিনের কান ফাটানো শব্দ ও কপ্টারের গর্জন। স্পষ্ট কিছু শুনল না বৈজ্ঞানিক।

পডের কন্ট্রোল নিতে ইশারা করল সত্যিকারের বিজ্ঞানীকে। সে বাইপড বুঝে নিতেই তৈরি হয়ে নিল বার্নি বেনেট। উঠে দাঁড়াল, একবার দেখে নিল, পাশাপাশি চলেছে হাইড্রোফয়েল। ওটার বো-র সামনে তীর গতিতে পানি কাটছে দুটো স্কিড। বড় স্পিডবোটের ভিতর অংশ দেখা গেল না জানালার ধোঁয়াটে কাঁচের কারণে।

বড় করে একবার দম নিল বৈজ্ঞানিক, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটন্ত হাইড্রোফয়েলের ডেক লক্ষ্য করে।

'...নিক... ওখান থেকে... জলদি!'

অস্পষ্ট শুনল, কী যেন বলছে মাসুদ রানা।

হাইড্রোফয়েলের ডেক থেকে উঠে দাঁড়াল বৈজ্ঞানিক, শক্ত করে ধরল ছাতের হ্যাণ্ডরেইল। কী ঘটবে এখনও বুঝতে পারছে না। হয়তো হাইড্রোফয়েলের একপাশের দরজা খুলেই গুলি শুরু করবে কেউ।

কিন্তু না, কেউ গুলি করছে না।

আর দেরি করল না সে, ছাতে উঠে দুই লাফে নেমে গেল সামনের ডেকে। ওর অস্ত্রের একপশলা গুলি চুরচুর করে দিল উইণ্ডশিল্ড। ঝরঝর করে ঝরে পড়ল কাঁচ। গুলির ধোঁয়া সরে যেতেই বোটের কেবিনের ভিতর চোখ রাখল।

ভুরু কুঁচকে গেল বার্নি বেনেটের।

হাইড্রোফয়েলের কেবিন ফাঁকা।

ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে শরীর গড়িয়ে কেবিনে ঢুকল সে। স্টিয়ারিং কন্ট্রোল আপনাআপনি নড়ছে। বোধহয় কন্ট্রোল্ড ন্যাভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করছে কমপিউটার। অ্যান্টি ইমপেড্যান্স সিস্টেমের কারণে সামনের সব বাধা এড়িয়ে চলেছে।

এবার কেবিনের ভিতর পরিষ্কার শুনল মাসুদ রানার কণ্ঠ। কানের ভিতর যেন গর্জে উঠেছে বাঙালি অফিসার।

'বৈজ্ঞানিক! জলদি সরে যাও! ওখান থেকে বেরিয়ে এসো! হাইড্রোফয়েল আসলে ডিকয়! সরে যাও ওটা থেকে!'

আর ঠিক তখনই ভীষণ চমকে গেল বার্নি বেনেট। শুনতে পেল তীক্ষ্ণ বিপ্ শব্দ। ওটাই ছিল তার শেষ চিন্তা।

পর মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গোটা হাইড্রোফয়েল। চারপাশে ছিটিয়ে গেল ভাঙা টুকরোগুলো। প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডলী তৈরি হলো আকাশে।

শকওয়েভের প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিসের বাইপড। ছ্যাড়-ছ্যাড় আওয়াজ তুলে পানির উপর দিয়ে ছেঁচড়ে চলে গেল ওটা ক্যানেলের আরেক প্রান্তে। ঠাস্ করে বাড়ি খেল ক্যানিয়নের দেয়ালে। ওখানেই থেমে গেল, ভাসছে উপুড় হয়ে। ওটার উপর বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পড়ছে লেকের পানি।

এদিকে X জাংশনে ওর বাইপডের গতি আরও তুলছে রানা, পিছনে ফেলছে যুদ্ধ-এলাকা। সামনে কোথাও দেখা গেল না বয়েস ইংগিলসের বাইপড।

কয়েক সেকেণ্ড পর ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল রানার বাইপডের চারপাশের পানি। গিযার তৈরি হচ্ছে বুলেটের আঘাতে।

চালু হয়েছে চতুর্থ দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের মেশিনগান।

নতুন উদ্যমে পুব লক্ষ্য করে চলেছে ওই বোট। ওখানে ক্যানিয়ন গিয়ে মিশেছে প্রকাণ্ড মেসার সঙ্গে। জায়গাটা বেশ চওড়া।

রানা পাল্টা গুলি করবার আগেই ওর বাইপডের দু'পাশে তৈরি হলো দুই সারি বড় গিযার। এত কাছ দিয়ে বুলেট যাচ্ছে যে বাতাসের গরম হলকা লাগছে হাতে-মুখে।

জাংশনের আকাশে ভাসছে তৃতীয় পেনিট্রেটার, ওখান থেকে আসছে ট্রেসার বুলেট। পল ছেলেটাকে খুঁজছে এয়ার ফোর্সের লোকগুলো। কালো কপ্টারের ছয় ব্যারেলের ভালকান ক্যানন চালু করেছে। বিকট গর্জন চলছে, মাযলগুলো থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে উজ্জ্বল হলদে আগুনের জিভ।

বাইপডের ইঞ্জিনের পুরো শক্তি ব্যবহার করতে চাইল রানা। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল বোট, বাঁক নিতে শুরু করেছে বামে। সরে যেতে হবে প্রেনিট্রেটারের গুলি-স্রোত থেকে!

নিজের কপালকে দোষ দিচ্ছে রানা। সরে যেতে হচ্ছে ওকে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের পিছু নিতে পারবে না। ওকে যেতে হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ রেকণ্ডোদের পিছনে, পুবের মেসার দিকে।

রানার পিছু নিয়েছে পেনিট্রেটার, নীচের দিকে তাক করেছে নাক, জ্বলজ্বল করে উঠল থ্রাস্টারগুলো।

ওই কপ্টার যেন ধেয়ে আসা আদিমকালের কোনও টি-রেক্স।

পানির ভিতর উড়ে চলেছে রানার বাইপড, প্রায় স্পর্শই করছে না ঢেউগুলোকে। দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডের পিছনে আঁকাবাঁকা ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল রানা। দুই পাশে পাথরের খাড়া দেয়াল। পিছনের আকাশ জুড়ে ধেয়ে আসছে হাঙর আকৃতির পেনিট্রেটার।

'কোনও বুদ্ধি বেরুল?' গানারের পড থেকে জানতে চাইল খবির।

'হ্যাঁ,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'আর যাই করো, ভুলেও মরতে যেয়ো না!'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির।

নতুন করে গুলি শুরু করেছে পেনিট্রেটার, ওদের বাইপডের দু'পাশের পানিতে তৈরি হলো উঁচু গিযার।

এতই দ্রুত বামে সরতে শুরু করেছে রানা, পানি থেকে ভেসে উঠল বামদিকের পড। পাশের পানিতে লাগল কমপক্ষে এক শ'টা

গুলি।

এসব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তার উপর এবার পেনিট্রেটার থেকে ফেলা হলো দুটো টর্পেডো!

ওগুলো পড়তে দেখল রানা, বিস্ফারিত হলো ওর দুই চোখ। বিড়বিড় করে বলল, 'শালারা কাউকে বাঁচতে দেবে না!'

একে একে দুই টর্পেডো নেমে এল পানির ভিতর। পরের সেকেণ্ডে তৈরি করল দুটো বুদ্বুদ। সরু, ক্যানিয়নে দুই বাইপডের পিছু নিয়েছে টর্পেডোগুলো।

এক সেকেণ্ড পর দুই টর্পেডোর একটা তার নিজ লক্ষ্যস্থির করল। রানার বাইপড পছন্দ হয়েছে ওটার।

দ্রুতবেগে ডানে সরছে রানা, এক চোখ রেখেছে টর্পেডোর উপর। সামনে অদ্ভুত এক বোল্ডার লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে নিজে। ক্যানিয়নের ডানদিকের দেয়াল থেকে বেরিয়েছে ওই পাথরের খণ্ড, দেখলে মনে হবে স্রষ্টার তৈরি র‍্যাম্প।

রানার বাইপডের খুব কাছে পৌঁছে গেছে প্রথম টর্পেডো।

সরু খালের ভিতর তীর-গতি পেয়েছে বাইপড। কিন্তু ওটার ইঞ্জিনদুটোর পিছনে হাজির হয়েছে টর্পেডো। ঠিক তখনই পানি ছাড়ল রানার বাইপড, পাথুরে র‍্যাম্পের উপর দিয়ে ভয়ানক বিশ্রী কর্কশ আওয়াজ তুলে হেঁচড়ে চলল।

এক সেকেণ্ড পর র‍্যাম্পের মুখে বিস্ফোরিত হলো টর্পেডো। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল হাজারো পাথরের টুকরো। বেশিরভাগ গেল আকাশে, তৈরি করল পাথরের বড় এক গোলাপ ফুল।

লণ্ডভণ্ড এলাকা পিছনে ফেলেছে রানার বাইপড। আবারও লেকে ঝপাস্ করে নামল দুই খোলওয়ালা বোট, গতি এখনও তুমুল। ঝাঁকি সামলে নিয়ে রানা দেখল, বামে সরতে শুরু করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড। ওখানে ক্যানিয়নের বামদিকের দেয়ালে প্রায় গোলাকার এক সুড়ঙ্গ, সেদিকেই চলেছে।

থ্রটল আরও খুলে দিল রানা। পিছনে পানির ভিতর ধেয়ে আসছে দ্বিতীয় টর্পেডো। ভঙ্গি দেখে মনে হলো ওটা কোনও ক্ষুধার্ত কুমির।

বিদ্যুদ্বেগে গোলচে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

তিন সেকেণ্ড পর রানাও ঢুকল আঁধার টানেলের ভিতর।

ওদের পিছু নিয়ে আসছে টর্পেডো!

হেডল্যাম্প জ্বেলে নিয়েছে দুই বাইপডের ড্রাইভারই। সরু সুড়ঙ্গের ভিতর প্রায় এক শ' মাইল গতি তুলছে। পাশের ভেজা ও আঁধার দেয়াল সাঁৎ-সাঁৎ পিছনে পড়ছে। দুই বাইপড যেন ইনডোর কোনও রোলার-কোস্টার।

পুরো মনোযোগ দিয়েছে রানা ড্রাইভিং-এ।

বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠেছে উষ্ণ রক্ত।

ওদের গতি প্রচণ্ড।

একবার দেয়ালে আছড়ে পড়লে...

সুড়ঙ্গ বড়জোর বিশ ফুট চওড়া। প্রায় সিলিণ্ডারের মত গোল। দেয়ালের কাছে অগভীর পানি।

আন্দাজ দুই শ' গজ দূরে ছোট গোল এক আলো। ওদিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

'একদম কাছে চলে এসেছে!' হঠাৎ চেঁচাল খবির।

'কী?'

'দ্বিতীয় টর্পেডো!'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা।

ওদের চেয়ে অনেক বেশি গতি তুলে আসছে টর্পেডো!

মাঝের দূরত্ব খুব দ্রুত কমছে!

আবারও সামনে চাইল রানা। ওদের মাত্র পাঁচ গজ দূরে অন্য বাইপড। জোরালো স্রোত পিছনে ফেলছে ওটার জেট ইঞ্জিন।

চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল রানার।

বাইপডগুলো চওড়ায় তেরো ফুট, চাইলেও সামনের বোটকে পাশ কাটাতে পারবে না ও!

বামে সরতে শুরু করেছে রানা। কিন্তু সামনের পথ আটকে দিল দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড। ডানদিক দিয়ে এগুতে চাইল রানা, এ পথেও বাধা দিচ্ছে সামনের লোকটা।

'এবার?' জানতে চাইল হতাশ খবির।

'জানি না... কিন্তু...' চুপ হয়ে গেল রানা। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'শক্ত করে ধরো!'

'কী ধরব?'

'শক্ত করে কিছু!'

অগভীর পানির ভিতর তীব্র গতি তুলে সাপের মত মোচড়াতে মোচড়াতে আসছে টর্পেডো। কয়েক ফুট সামনে রানার বোটের স্টার্ন।

থ্রাস্টার আরও খুলে দিল রানা। ওর বাইপড চলে গেল সামনের বোটের খুব কাছে। সুড়ঙ্গ এখানে প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া। দুই সেকেণ্ড পর পাশাপাশি হলো অত্যাধুনিক দুই জলযান, গতি এক শ' মাইলের বেশি। বদ্ধ জায়গায় দুই ওয়াটারক্রাফটের মাঝে বড়জোর এক ফুট দূরত্ব।

রানা দেখল, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে চেয়েছে দক্ষিণ-আফ্রিকান ড্রাইভার।

'দোস্ত, খবর কী?' গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ। পরক্ষণে হাত নেড়ে টা-টা দিল। 'গুডবাই!'

ওর বোটের স্টার্নের নীচে নাক গুঁজতে শুরু করেছে টর্পেডো। ওই একইসময়ে থ্রাস্টারগুলো পুরো সামনে *ঠেলল* রানা, সেই সঙ্গে ডানপাশে জোর টান দিল স্টিয়ারিং ইয়কে।

বাঁক নিতে শুরু করেছে তীব্রগতি বাইপড, পরক্ষণে চড়ে বসল

গোলচে দেয়ালে। জোর ঝাঁকি দিয়ে পানি ছেড়েছে বোট, গতি এখনও এতই বেশি, এক মুহূর্ত মনে হলো ছাত বেয়ে উঠে উপুড় হয়ে আবারও নীচে এসে পড়বে।

চলবার বিরাম নেই টর্পেডোর, কোথাও মাথা গুঁজতে হবে। দেয়াল বেয়ে উপরে উঠেছে তার টার্গেট, কাজেই দ্বিতীয় টার্গেট খুঁজে নিল ওটা।

এক সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড।

বদ্ধ জায়গায় বিস্ফোরণটা হলো ভয়ঙ্কর।

হাজারো টুকরো হলো বাইপড, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল জ্বলন্ত জঞ্জাল। গোলচে সুড়ঙ্গের ভিতর লাফ দিয়ে ছাত চাটল আগুনের মস্ত এক লাল ফুটবল।

গতি কমেনি রানার বাইপডের, দুই সেকেণ্ড পর পিছলে নেমে এল পানিতে। চলেছে জ্বলন্ত আবর্জনার ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে দপ করে নিভে গেল আগুনের কুণ্ডলী। পরক্ষণে সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল রানা দিনের উজ্জ্বল আলোয়।

থ্রটল পুরো পিছিয়ে নিল রানা, একটু পর অনেক কমে এল গতি। তারপর থেমেই গেল বাইপড, সামান্য দুলছে।

রানা ভাবল, এটা বোধ হয় নতুন কোনও ক্যানিয়ন।

ওরা চুপচুপে ভেজা, পরস্পরের দিকে চাইল।

অনেক উঁচু প্রাচীরওয়ালা এক ক্যানিয়নে আছে ওরা।

বুঝবার চেষ্টা করছে কোথায় আছে। কয়েক মুহূর্ত পর রানা টের পেল, এটা নতুন ক্যানিয়ন নয়, পরিচিত শাখা ক্যানিয়ন। এখান থেকেই বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ওরা। একটু দূরেই জাংশন। ওদিকেই থাকবার কথা বৈজ্ঞানিকের।

থ্রটল খুলে বাইপড ঘুরিয়ে নিতে চাইল রানা, নতুন করে ধাওয়া করতে হবে বয়েস ইংগিলসকে। কিন্তু থমকে যেতে হলো ওকে। অদ্ভুত দুপদুপ আওয়াজ আসছে ডানদিক থেকে!

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা।

ওদিকে এক হেলিকপ্টার। ক্যানিয়নের উঁচু দেয়ালের কারণে পুরো দেখা গেল না। পানির পঞ্চাশ ফুট উপরে ভাসছে।

ওখানে দুটো শাখা ক্যানিয়নের সঙ্গম।

কপ্টারটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চিনেছে রানা।

ওটা পেনিট্রেটার নয়। পেটটা অনেক মোটা।

বাতাসে ভাসছে সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার। শক্তিশালী, ওজনবাহী ট্র্যান্সপোর্ট ফড়িং। সবসময় ওগুলোর দুটো থাকে প্রেসিডেন্টের কপ্টারের পাশে। খুবই শক্তপোক্ত জিনিস, প্রচণ্ড শক্তি ইঞ্জিনের, ল্যাণ্ড করলে পিছনের লোডিং র‍্যাম্প মাটি স্পর্শ করে, পেটের ভিতর আঁটে পুরো সশস্ত্র পঞ্চান্নজন সৈনিক। অনেকে বলে এ জিনিস নরকে গেলেও আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে যাত্রীদেরকে।

প্রেনিট্রেটারের ভিতর বসতে পারে মাত্র তিনজন যোদ্ধা। বোধহয় ছেলেটাকে ফিরিয়ে নিতে সুপার স্ট্যালিয়ন এনেছে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা।

দুই ক্যানিয়নের মুখে ভাসছে ওটা, খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে। রানা আঁচ করল: বন্দি নেয়ার জন্য আসেনি, অন্য কোনও মতলব আছে ওটার।

বাইপড ঘুরিয়ে নিল রানা, খুব ধীর গতি তুলে এগুতে শুরু করেছে সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টারের দিকে।

'কী করতে চান?' জানতে চাইল খবির। 'ছেলেটা তো গেছে অন্য দিকে।'

'জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু পানিপথে গেলে ওই ছেলেকে পাব না। আসলে আমাদের দরকার নিজস্ব হেলিকপ্টার!'

তিন

সুপার স্ট্যালিয়নের পেটে হেডসেট কানে পরে বসে আছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের তিন কমাণ্ডো। একজন আকাশে ভাসিয়ে রেখেছে কপ্টার, অন্য দু'জন রোটরের গর্জনের ভিতর মাইক্রোফোনে কথা বলছে।

তাদের আরেকটা কাজ পলায়নরত দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপড খুঁজে বের করা।

'পেনিট্রেটার ওয়ান, বিনকিউলার বলছি,' ডানদিকের জন বলল। 'আপনাদের ডানে একটা ক্যানিয়ন পড়বে। বোধহয় ওই পথেই ছেলেটাকে...'

দ্বিতীয় রেডিয়ো অপারেটার বলল, 'পেনিট্রেটার টু। উত্তর দিকে ফিরতে হবে। ওদিকের সরু ক্যানিয়নগুলো ভালভাবে দেখা দরকার। বামে পড়বে...'

এদের সামনের কমপিউটার স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করছে ক্যানিয়ন সিস্টেমের সবুজ মানচিত্র: মানচিত্রের বামদিকে তিনটে জ্বলজ্বলে বিন্দু: পি-১, পি-২ ও পি-৩ অক্ষর ও সংখ্যা বুঝিয়ে চলেছে তিন পেনিট্রেটার হন্যে হয়ে ক্যানিয়নগুলোর ভিতর খুঁজছে ইংগিলসের বাইপড।

মেসার কাছে "এল-জি" বিন্দু বলছে, ওটা বিনকিউলার বা সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার। কালো লাইনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ইতিমধ্যে সেসব ক্যানিয়নে খোঁজ নেয়া হয়েছে।

দুই রেডিয়ো অপারেটার একের পর এক নির্দেশ পৌঁছে দিচ্ছে,

এদিকে কপ্টারের বালবের মত ক্যানোপির ভিতর থেকে নীচের ক্যানিয়নের দিকে চেয়ে আছে পাইলট।

বিকট আওয়াজ তুলছে কপ্টারের রোটরগুলো, লোকগুলোর কানে ভারী হেডসেট, আর সে কারণেই ক্রুরা কেউ ভোঁতা ধুপ্ আওয়াজ শোনেনি। তাদের প্রকাণ্ড কপ্টারের তলপেটে লেগেছে একটা ম্যাগহুক।

সুপার স্ট্যালিয়নের ঠিক নীচে এসে থেমেছে একটা বাইপড। রোটরের তুমুল বাতাস নাচাতে শুরু করেছে ছোট বোট। ওটা থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে গেছে সরু সুতলির মত দড়ি। ওটা রানার ম্যাগহুকের কালো রঙের কেভলার ফাইবার রোপ।

এইমাত্র বাইপড থেকে বেশ দ্রুতগতিতে আকাশ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা। ম্যাগহুকের ইন্টারনাল স্পুলার ওকে টেনে তুলছে কপ্টারের দিকে।

গম্ভীর চোখে উপরে চেয়ে আছে মাসুদ রানা।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সুপার স্ট্যালিয়নের পেটের কাছে। পঞ্চাশ ফুট নীচে ক্যানিয়নের পানি, ওখানে টলমল করছে বাইপড। কপ্টারের ইমার্জেন্সি অ্যাক্সেস হ্যাচের পাশে থেমেছে ও। মেঝে থেকে নীচের দিকে খোলে ওই গোল দরজা। ম্যাগহুকের বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড ওকে ঝুলিয়ে রেখেছে আকাশে।

কপ্টারের আওয়াজ এতই বেশি, কানে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। সে-সঙ্গে তুমুল ঝড়ের মত বাতাস আসছে উপর থেকে। রানার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো, ভেজা পোশাক সেঁটে গেছে গায়ে। ওয়েবিং থেকে ঝুলছে প্রেসিডেন্টের ফুটবল, একবার এদিক আরেকবার ওদিক সরতে চাইছে।

সুপার স্ট্যালিয়নের রয়েছে রিট্র্যাক্টেবল ল্যাণ্ডিং গিয়ার, ওই পুরু কেবলের আইহোল শক্ত করে ধরল রানা। এবার ম্যাগহুকের নির্দিষ্ট বাটন টিপল। এবার উঠে আসবে খবির।

পঁচিশ সেকেণ্ড পর রানার পাশে উঠে এল তরুণ সার্জেন্ট।

এবার অ্যাক্সেস হ্যাচের প্রেশার-রিলিজ হ্যাণ্ডেল ধরল রানা। গলা ফাটিয়ে জানতে চাইল, 'তুমি তৈরি?'

আস্তে করে মাথা দোলাল খবির।

গায়ের জোরে হ্যাণ্ডেল মুচড়াল রানা, স্লট থেকে নীচের দিকে খুলে এল ইমার্জেন্সি হ্যাচ।

সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর ঝড়ো বাতাস টের পেল লোকগুলো। পিছনের কেবিনে হু-হু করছে তপ্ত হাওয়া। পরের সেকেণ্ডে মেঝের খোলা হ্যাচ গলে উঠে এল রানা। তিন সেকেণ্ড পর উঠল সার্জেন্ট খবির।

ওরা আছে কপ্টারের পিছনে, ট্রুপ কমপার্টমেন্টে। সামনে চওড়া কার্গো হোল্ড, ওদিকের ইস্পাতের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লে সামনে পড়বে ককপিট।

ঝট্ করে ঘুরে চেয়েছে দুই রেডিয়ো অপারেটার।

হঠাৎ কী হলো হোল্ডের ভিতর?

একইসঙ্গে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল দু'জন।

কিন্তু হোল্ডের দরজায় হাজির হয়েছে রানা ও খবির, হাতে উদ্যত অস্ত্র, প্রতিটি নড়াচড়া মাপা। রানার প্রথম গুলি ফুটো করে দিল ডানদিকের রেডিয়ো অপারেটারের হৃৎপিণ্ড। ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল লোকটা। এক সেকেণ্ড পর খবিরের গুলি ইতিহাসের চরিত্র করে দিল দ্বিতীয় লোকটাকে।

ঘাড় ফিরিয়ে সবই দেখল পাইলট, বুঝতে দেরি হলো না গোলাগুলি শুরু হলে পরিস্থিতি তার পক্ষে যাবে না।

সুপার স্ট্যালিয়নের কন্ট্রোল স্টিক সামনের দিকে ঠেলে দিল সে, প্রকাণ্ড কপ্টার সামনের দিকে নাটকীয়ভাবে হোঁচট খেল।

ভারসাম্য রাখতে পারল না খবির, পা পিছলে ধড়াস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ততক্ষণে ককপিটের দরজার কাছে চলে এসেছে রানা, সামনে ডাইভ দিল ও— মেঝে ঘষ্টে এগুলো ওর বুক, দুই হাত দিয়ে খুলে রাখতে চাইল ককপিটের দরজাটা।

লাথি দিয়ে কবাট বন্ধ করতে চাইল পাইলট, যে ভাবে হোক ককপিট সিল করে দেবে।

কিন্তু অনেক বেশি চালু তার শত্রু।

দরজা দিয়ে কাঁধ ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা, পিছলে থেমেছে ককপিটের মেঝেতে। হাতে .88 ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল। ওটার মাযল তাক করেছে পাইলটের নাকের উপর।

'বাধ্য কোরো না,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

ট্রিগারের উপর চেপে বসেছে আঙুল।

হতবাক হয়ে গেছে পাইলট, ঝুলে পড়ল নীচের চোয়াল। মেঝেতে শুয়ে থাকা রানার দিকে চেয়ে তার মনে হলো— আসমানের কোথা থেকে এল এই লোক?

'মাথার উপর হাত তোলো,' বলল রানা।

এবার শোল্ডার হোলস্টারের দিকে ঝট্ করে হাত বাড়াল পাইলট।

বুম! করে উঠল ডেযার্ট ঈগল।

মগজের ভিতর বুলেট নিয়ে ধুপ্ করে পড়ল লোকটা।

'বাধ্য করলে,' বিড়বিড় করল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে পাইলট সিট থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল লাশ।

চার

রানা ও খবিরের সুপার স্ট্যালিয়ন সগর্জনে চলেছে সরু সব ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করেই সংকীর্ণ সব বাঁক পেরিয়ে যাচ্ছে রানা। ওরা চলেছে X ইন্টারসেকশন লক্ষ্য করে। ভাল করেই মনে আছে রানার, একাকী বাইপড গিয়ে ঢুকেছিল পশ্চিমের এক ক্যানিয়নে। কিছুদূর যাওয়ার পর আবারও ডানদিকে বাঁক নিয়েছিল। ওটা সরু ক্যানিয়ন ছিল।

সুপার স্ট্যালিয়নের কমপিউটার ইমেজের সাহায্যে পরিষ্কার ভাবে ক্যানিয়ন সিস্টেম দেখছে রানা। এখন চলেছে ওই সরু ক্যানিয়ন লক্ষ্য করে। ওটা এঁকেবেঁকে গেছে উত্তরে। ওদিকে রয়েছে চওড়া লেক, মাঝে ছোট এক মেসা।

ওদিকেই গেছে ইংগিলসের বাইপড।

কিন্তু পৌঁছে কী দেখবে, ভাবছে রানা।

ঠিক ওদিকেই কেন যাচ্ছিল দক্ষিণ-আফ্রিকানরা?

সরু, আঁকাবাঁকা সব ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে বজ্রপাতের আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে সুপার স্ট্যালিয়ন, দু'পাশে পাথুরে খাড়া দেয়াল। বেশ কয়েকটা বাঁক নিয়ে সংকীর্ণ এক মোড় ঘোরার পর সামনে পড়ল সেই এক্স জাংশন। ক্যানিয়নের ভিতর থেকে সুপার স্ট্যালিয়নের পেট-মোটা শরীর বেরুতেই হঠাৎ চমকে গেল রানা।

একেবারে সরাসরি সামনে এয়ার ফোর্সের এক পেনিট্রেটার!

কন্ট্রোল স্টিকে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, মাঝ আকাশে হোঁচট খাওয়ার মত করে থেমে গেল সুপার স্ট্যালিয়ন।

এক্স ইন্টারসেকশনের মুখে ভাসছে পেনিট্রেটার, খুব ধীরে ঘুরছে মাঝ আকাশে। নজর রেখেছে পাথুরে চার ক্যানিয়নের মুখে। অ্যাটাক কপ্টারটাকে প্রকাণ্ড এক ভাসমান হাঙর মনে হলো রানার।

শিকার খুঁজছে ওটা!

দেখেও ফেলেছে সুপার স্ট্যালিয়নকে!

রানার ককপিট ইন্টাকমে বলে উঠল কেউ, 'বিনকিউলার, পেনিট্রেটার থ্রি বলছি। স্যাটালাইট থেকে রিয়ালটাইম ইমেজারি পেলে?'

বরফের মত জমে গেল রানার হৃৎপিণ্ড।

বুঝতে দেরি হয়নি মস্ত বিপদে পড়েছে।

'খবির, জলদি! অস্ত্র কী আছে দেখো!'

চট্ করে শরীর ঘুরিয়ে পেট-মোটা সুপার স্ট্যালিয়নের মুখোমুখি হয়েছে পেনিট্রেটার।

'বিনকিউলার? শুনতে পাচ্ছ না?'

'নাকের কাছে একটা গ্যাটলিং গান,' খবির বলল, 'আর কিছু নেই।'

'আর কিছুই নেই?'

আকাশে মুখোমুখি ভাসছে দুই কপ্টার। নীচে পানির চওড়া জাংশন। দুই আকাশযানের মাঝে বড়জোর এক শ' গজ।

'না, আর কিছুই নেই।'

'বিনকিউলার,' সতর্ক হয়ে উঠেছে ইন্টাকমের কণ্ঠ, 'তোমার অথেনটিকেশন কোড বলো।'

পেনিট্রেটারের নীচের দিকের ডানা খেয়াল করল রানা। ওখান থেকে ঝুলছে বেশ কয়েকটা মিসাইল।

মনে হলো সাইডওয়াইণ্ডার।

সাইডওয়াইণ্ডার... ভাবতে শুরু করেছে রানা।

দুই সেকেণ্ড পর কন্সোলের টক বাটন টিপল। 'পেনিট্রেটার

গানশিপ, মেজর মাসুদ রানা বলছি, ইউনাইটেড স্টেটস্ মেরিন কর্পসের সঙ্গে আছি। প্রেসিডেনশিয়াল ডিটাচমেন্টে। আপাতত এই কপ্টারের কমাণ্ডে আছি। এখন একটা কথাই বলতে পারি তোমাকে।'

'সেটা কী?'

'বুনো পশ্চিমের গান ফাইটারের মত ড্র করো,' চাপা স্বরে বলল রানা।

ওদিক থেকে কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা এল না। তারপর বলল, 'বেশ...'

'এসব কী পাগলামি করছেন আপনি?' ভুরু কুঁচকে রানাকে বলল খবির।

জবাব দিল না রানা, চোখ পেনিট্রেটারের ডানার উপর।

এক মুহূর্ত পর পেনিট্রেটারের বামদিকের ডানা থেকে ঝলসে উঠল অতি উজ্জ্বল সাদা আলো। রওনা হয়েছে এআইএম-৯এম সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল!

'হায় আল্লা...' শ্বাস আটকে ফেলল খবির।

সরাসরি আসছে মিসাইল। ওটার মাথা গম্বুজের মত, রাতের নক্ষত্র আকৃতির স্ট্যাবিলাইযিং ফিন, ঘুরতে ঘুরতে পিছনে আসছে ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী।

স্থির হয়ে বসে রইল রানা, একদম চুপ।

'কী করছেন!' প্রায় ধমকে উঠল খবির। 'এভাবে মরবেন?'

অদ্ভুত একটা কাজ করল রানা, কন্ট্রোল স্টিকের ট্রিগারে চাপ দিল।

আর মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপর গন্তব্যে পৌঁছবে মিসাইল!

হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল সুপার স্ট্যালিয়নের নাকের গ্যাটলিং গান। একসারিতে ছিটকে দিল উজ্জ্বল কমলা ট্রেসার বুলেট।

লেযারের মত বুলেটগুলোকে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে মিসাইলের

দিকে পাঠিয়েছে রানা। কপ্টার থেকে মাত্র বিশগজ দূরে মিসাইল, ঠিক তখনই বুলেট বিঁধল সাইডওয়াইণ্ডারের গম্বুজের মত মাথায়।

বিকট 'বুম!' আওয়াজে ফাটল মিসাইল। ওটা তখনও সুপার স্ট্যালিয়ন থেকে পনেরো গজ দূরে!

'কী হলো?' অবাক হয়ে বলল খবির।

নিজের কাজ শেষ করেনি রানা।

সাইডওয়াইণ্ডারের হুমকি নেই, এবার পেনিট্রেটার লক্ষ্য করে ট্রেসার বুলেট পাঠাল। এক শ' গজ দূর থেকেও দেখতে পেল, ওই কপ্টারের ককপিটে মিসাইল লঞ্চ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দুই পাইলট। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তাদের।

রানার ট্রেসার বুলেটগুলো একের পর এক বিঁধতে শুরু করেছে পেনিট্রেটারের ক্যানোপির ভিতর। মনে হলো ঝড়ের মাঝে পড়েছে অ্যাটাক কপ্টার, পুরোপুরি অসহায় মাঝ আকাশে।

রানার ট্রেসারের স্রোত ঢুকছে পেনিট্রেটারের ককপিটে, দু' সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই জ্বলে উঠল কপ্টারের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক। এক সেকেণ্ডও লাগল না, বিস্ফোরিত হলো গোটা কপ্টার। মস্ত আগুনের গোলক তৈরি হলো আকাশে, তারপর খসে পড়ল সব পানির উপর। ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করে জ্বলন্ত সব জঞ্জাল টুপ করে ডুবে গেল। কিন্তু পানির উপর ভাসতে লাগল জ্বলন্ত তেল।

ওদিকে দ্বিতীয়বার চাইল না রানা, ঘুরিয়ে নিল সুপার স্ট্যালিয়ন, সোজা গিয়ে ঢুকল পশ্চিমের ক্যানিয়নে।

চলেছে ওরা সরু ক্যানিয়নের দিকে। ওদিকেই কোথাও রয়েছে বয়েস ইংগিলস ও সেই ছেলেটা।

'ওখানে চুপ করে বসেছিলেন কেন?' এবার কাঁপা কণ্ঠে জানতে চাইল খবির।

'কী বললে?'

'জানতাম না আপনি ট্রেসার বুলেট দিয়ে মিসাইল ফেলতে

পারেন।'

'অন্য মিসাইল হলে পারতাম না, ওটা পেরেছি কারণ সাইডওয়াইণ্ডার ছিল,' বলল রানা। 'ওটা হিট সিকার, ইনফ্রারেড সিস্টেমে টার্গেট লক করে। আর সেজন্য মিসাইলের গম্বুজ-মাথার ভিতর থাকে ইনফ্রারেড ডিভাইস। ভিতর দিয়ে র‍্যাডিয়েশন চলতে হবে, গম্বুজটা ধাতুর হলে চলবে না। আসলে সাইডওয়াইণ্ডারের গম্বুজ খুব পলকা প্লাস্টিকের। ওটা বড় একটা দুর্বলতা ওই মিসাইলের।'

'আপনি দুর্বলতা লক্ষ্য করে গুলি করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অনেক বেশি ঝুঁকি ছিল।'

'আমি সরাসরি আসতে দেখেছি ওটাকে।'

'ক'জন মুখোমুখি হয় সাইডওয়াইণ্ডারের?'

'তা ঠিক, ঝুঁকি না নিয়েও কোনও উপায় ছিল না।'

'আপনি বোধহয় সবসময় ঝুঁকে নেন?' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল খবির।

তরুণ সার্জেন্টের দিকে ঘুরে চাইল রানা। জবাব দেয়ার আগে আরেকবার ভাবল, তারপর বলল, 'ঝুঁকি নিতে চাই না। কিন্তু অনেক সময় বিপদ এড়ানো যায় না।'

ওরা ঢুকে পড়েছে সরু এক ক্যানিয়নে।

পল ছেলেটাকে নিয়ে এদিকে এসেছে ইংগিলস।

ছায়াঘেরা ক্যানিয়ন, সামনে বাড়তেই দেখা গেল আরও সরু হয়ে উঠছে। দু'পাশের দেয়াল চেপে আসছে। সুপার স্ট্যাণিয়নের রোটর থেকে একটু দূরে দু'পাশের খাড়া দেয়াল।

সরু ক্যানিয়নের ভিতর বিকট গর্জন ছাড়ছে প্রকাণ্ড কপ্টার। ছায়ার ভিতর দিয়ে সামনে বাড়ছে। অবশ্য কিছু দূর যাওয়ার পর বেরিয়ে এল সূর্যালোকে। নীচে চওড়া হয়েছে লেক। তার মাঝে

ছোট এক মেসা। দেখতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত। লেক ও মেসাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে তিন শ' ফুটি পাথুরে দেয়াল।

উপরের মরুভূমিতে চলছে তুমুল বালিঝড়, অন্যান্য প্রশস্ত এলাকার মতই এখানে ঝরঝর করে বালি নামছে পানিতে। যেন প্রবল বৃষ্টি, কাত হয়ে পড়ছে পর্দার মত। কপ্টারের উইণ্ডশিল্ডে এসে জোরালো ঠক-ঠক আওয়াজ তুলছে।

'কিছু দেখলে?' গলা উঁচু করে জানতে চাইল রানা।

'ওই যে! ওদিকে!' বামে মেসার উল্টোদিকের খাড়া দেয়ালে আঙুল তাক করল খবির। ওখানে গোলাকার লেক থেকে চওড়া এক ক্যানিয়ন চলে গেছে পশ্চিমে।

ঠিকই বলেছে তরুণ লেখক। ওখানে পানিতে ভাসছে খুদে রিভারক্রাফট। বালিঝড়ের তৈরি মাঝারি ঢেউয়ের ভিতর দুলছে।

হ্যাঁ, ওটা ওই দক্ষিণ-আফ্রিকান বাইপডই!

আশপাশে অন্য কোনও জলযান নেই।

মরুভূমির মাঝের ওই পানিভরা জ্বালামুখের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। উচ্চতা কমিয়ে এনেছে। বেড়ে গেছে গতি। দুপদুপ আওয়াজ তুলছে রোটরগুলো।

দ্রুত এগিয়ে আসছে বাইপড। ওটার উপর চোখ রাখল রানা।

লেকের কিনারায় নোঙর ফেলেছে বাইপড। জ্বালামুখের খাড়া দেয়াল থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে।

আরও তিরিশ গজ গিয়ে কপ্টার স্থির করল রানা, ঘুরিয়ে নিল। পানি-সমতল থেকে দশফুট উপরে ভাসছে। উইণ্ডশিল্ডের উপর ঝরঝর করে পড়ছে বালি।

সতর্ক চোখে বাইপডের দিকে চাইল রানা।

খুদে জলযান থেকে পানির ভিতর নেমে গেছে একটা দড়ি।

নোঙর ফেলেছে বাইপড।

হঠাৎ করেই নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর।

বাইপডে কেউ!

বালি-বৃষ্টির ভিতর থলথলে চেহারার এক লোক বাইপডে। মাথাভরা টাক। দুই পা ভরে দিয়েছে বামদিকের পডে।

ওটা ড্রাইভারের পড।

বয়েস ইংগিলস!

উবু হয়ে কী যেন করছিল, দেখেনি তুমুল বালিঝড়ের ভিতর দিয়ে হাজির হয়েছে সুপার স্ট্যালিয়ন।

ডানদিকের পডে আরও কেউ।

আকারে ছোট।

গানারের ভয়ঙ্কর মেশিনগানের সামনে ওকে পিচ্চি লাগছে।

পল!

বহুক্ষণ পর স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

ফিরে পাওয়া গেল ছেলেটাকে।

সুপার স্ট্যালিয়নের বাইরের দিকের স্পিকারে গমগম করে উঠল রানার কণ্ঠ: 'ডক্টর বয়েস ইংগিলস, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করছি! ছেলেটাকে আমাদের হাতে তুলে দিন! নিজেও উঠবেন কপ্টারে!'

মনে হলো না শুনতে পেয়েছে লোকটা। বাইপড থেকে কী যেন ফেলে দিল পানিতে। ওটা চারকোনা। ধাতব কিছু, একবার ঝিলিক দিয়েই টুপ করে ডুবে গেল।

লোকটা করছে কী? ভাবল রানা। ঘুরে চাইল খবিরের দিকে। 'খুলে দাও লোডিং র‍্যাম্প। কপ্টার ঘুরিয়ে পিছাবে।' জয়স্টিক দেখাল রানা। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কপ্টার। 'ছেলেটাকে আগে তুলে নেব।'

বাতাসে স্থিরভাবে ভাসছে কপ্টার। ষোলো সেকেণ্ড পর একই জায়গায় ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে লাগল। নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে লোডিং র‍্যাম্প।

বাইপডের কাছে পৌঁছে গেছে প্রকাণ্ড কপ্টার। পানির দশ ফুট উপরে স্থির হলো। খোলা লোডিং র‍্যাম্পের মুখে এসে দাঁড়াল রানা, হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। অন্যহাতে হ্যাণ্ডমাইক। চারপাশ থেকে ছিটকে আসছে বালি-কণা।

মাইক্রোফোন ঠোঁটে তুলল রানা।

'ওই ছেলেকে দাও, ইংগিলস,' মাইকে গমগম করে উঠল ওর জোরালো কণ্ঠ।

মনে হলো না পাত্তা দিল লোকটা।

অবশ্য, নিজের সিটে ঘুরে বসল ছেলেটা। রানাকে দেখতে পেয়েছে। কপ্টারের লোডিং র‍্যাম্পের শেষমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে পরিচিত লোকটা।

ওকে চিনতে পেরেছে পল। খুশি হয়ে হেসে ফেলল। বার কয়েক এদিক-ওদিক নাড়ল দুই হাত।

পাল্টা হাত নাড়ল রানা। অবশ্য ওর মনোযোগ অন্যখানে।

ইংগিলস লোকটা কী করছে?

এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভাইরোলজিস্টকে।

সাদা শার্টের উপর দিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে স্কুবা ট্যাঙ্ক। বড় এক ডাইভিং মাস্ক ছুঁড়ে দিল ছেলেটার দিকে। হাতের ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, এবার কী করতে হবে।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

স্কুবা গিয়ার দিয়ে কী করছে ব্যাটা!

ঘটনা যাই হোক, তাকে ঠেকাতে হবে!

বাইপডের বো-র উপর পিস্তলের নল তাক করল রানা। গুলি করলে যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, বাপ-বাপ করে ইংগিলস...

কিন্তু ঠিক তখনই ওর মাথার একটু উপরে বিকট আওয়াজ হলো। ঝট্ করে মুখ তুলল রানা, মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়েছে সুপার স্ট্যালিয়নের টেইল রোটর!

ওটা যেন ঝড়ে পড়া গাছের ভাঙা ডাল!

কপ্টার থেকে ছিটকে গেল পানির দিকে!

পরক্ষণে পাক খেতে শুরু করল গোটা কপ্টার, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সরে যাচ্ছে বাইপড থেকে!

টেইল রোটর হারিয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সুপার স্ট্যালিয়ন। অস্বাভাবিক দ্রুত নীচে নামল। যে-কোনও সময়ে ধুপ্ করে পড়বে পানির ভিতর।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা।

কপ্টারের কন্ট্রোল স্টিক নিয়ে লড়ছে খবির। কিন্তু ওই জিনিস আর স্থির হওয়ার নয়।

চরকির মত ঘুরতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড কপ্টার। নাক তাক করেছে পানির দিকে।

পিছনের কার্গো বে-তে উল্টোদিকের দেয়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রানা। তারই ভিতর কীভাবে যেন খপ করে ধরেছে এক ক্যানভাস সিটের উপর অংশ।

বিকট ঝপাস্ আওয়াজ তুলে লেকে নামল সুপার স্ট্যালিয়ন। নানাদিকে ছিটকে গেল বিপুল পানি, বাতাসে ভেসে উঠল লক্ষকোটি সাদা কণা।

লেকের ভিতর নাক ডুবিয়েছে প্রকাণ্ড কপ্টার, নামতে শুরু করেছে অতলে। তবে দশ সেকেণ্ড পর আবারও ভারসাম্য ফিরে পেল আকাশযান, পানি-সমতলে হাবুডুবু শুরু করেছে।

আর কোনও উপায় না দেখে কিল সুইচ টিপে দিয়েছে খবির, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে ইঞ্জিনগুলো। গতি কমছে রোটরগুলোর।

প্রকাণ্ড কপ্টার এমনভাবে তৈরি, পানিতে পড়লেও কিছুক্ষণ ভাসবে। কিন্তু কার্গো হোল্ডে হুড়মুড় করে উঠছে লেকের পানি।

এখনও খোলা রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প ভাসছে, এ ধরনের জরুরি ল্যাণ্ডিঙের জন্য ওটা তৈরি— কিন্তু পানি আসছে কপ্টারের ছোট

অ্যাক্সেস হ্যাচ দিয়ে। সুপার স্ট্যালিয়নে উঠবার পর ওই পথ বন্ধ করেনি রানা ও খবির।

তার মানে বেশিক্ষণ ভাসবে না কপ্টার।

দ্রুত ডুবছে।

এক দৌড়ে ককপিটে হাজির হলো রানা। 'কী হলো, খবির? ডুবছে কেন?'

'ওদের কারণে,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল উইণ্ডশিল্ড। 'ওরা এসেছে!'

উইণ্ডশিল্ড দিয়ে উঁকি দিল রানা।

পানির একটু উপরে, সামান্য দূরে, বালি-পর্দার ভিতর দিয়ে দেখা গেল বাইপডের খুবই কাছে এয়ার ফোর্সের অবশিষ্ট দুই পেনিট্রেটার!

অকল্পনীয় দ্রুত ডুবতে শুরু করেছে ওদের সুপার স্ট্যালিয়ন।

অ্যাক্সেস হ্যাচ দিয়ে গলগল আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকছে পানি, ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে। কপ্টারের পিছন অংশ নামতে শুরু করেছে লেকের মেঝের দিকে।

হুড়মুড় করে পানি ঢুকছে, বেশিক্ষণ নেই ওরা ডুবে মরবে।

একমিনিট পেরুবার আগেই তলিয়ে গেল রিয়ার লোডিং র‍্যাম্প। ওদিক দিয়ে আসতে শুরু করেছে আরও অনেক বেশি পরিমাণে পানি।

ককপিটে গোড়ালি পানিতে দাঁড়িয়ে রইল খবির ও রানা। হঠাৎ কপ্টারের সামনের দিক নাক তুলল আকাশের দিকে।

সিটের উপর অংশ ধরে ভারসাম্য রাখল ওরা।

'আর কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বুদ্ধি আসছে, স্যর?' স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে জানতে চাইল খবির।

'আপাতত নয়।'

ক্রমেই ডুবছে সুপার স্ট্যালিয়ন, পিছনদিক পুরোপুরি তলিয়ে

গেছে।

কোমরে ঝুলন্ত ফুটবলের দিকে একবার চাইল রানা; তারপর চোখ রাখল ককপিটের উইণ্ডশিল্ডের ভিতর দিয়ে।

পেনিট্রেটার দুটো চলে গেছে ইংগিলসের বাইপডের সামনে, ওখানেই থামল আকাশে। খুদে রিভারক্রাফটের উপর ওগুলো যেন প্রকাণ্ড কোনও ক্ষুধার্ত শকুন।

নিজ পডে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এয়ার ফোর্সের কালো কপ্টারগুলোর দিকে চেয়ে আছে ইংগিলস। রাগ নিয়ে দুই হাত নাড়তে শুরু করেছে, কী যেন বলছে। লোকটাকে হেরে যাওয়া এক পিশাচ মনে হলো রানার। যেন রাগী পাখিগুলোর কাছে হারতে রাজি নয় সে।

হঠাৎ বামপাশের পেনিট্রেটারের বাম ডানা থেকে ছিটকে বেরুল এক স্টিংগার মিসাইল, পিছনে ফেলছে সাদা ধোঁয়া।

মিসাইল গিয়ে লাগল ইংগিলসের পডে, পানি থেকে ছিটকে গেল চুরচুর হওয়া টুকরোগুলো।

এক সেকেণ্ড আগে বয়েস ইংগিলস ওখানে ছিল, পরের সেকেণ্ডে সে উধাও হয়ে গেছে। ওখানে এখন শুধু সবুজ পানি ও সাদা ফেনা।

টোকাও পড়েনি ছেলেটার পডে, শান্তভাবে ভাসছে ওটা, একটু একটু দুলছে। নড়ছে না দুই পেনিট্রেটার।

ডুবন্ত সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর থেকে চেয়ে রইল রানা। নীরবে একবার ঢোক গিলল।

এরা মিসাইল দিয়ে ইংগিলসকে উড়িয়ে দিয়েছে!

সুপার স্ট্যালিয়নের চার ভাগের তিন ভাগ ডুবে গেছে। ভেসে আছে শুধু গম্বুজের মত কাঁচের উইণ্ডশিল্ড নিয়ে ককপিট ও রোটরগুলো।

উইণ্ডশিল্ডের বাইরে ছল-ছলাৎ শব্দে পানি এসে লাগছে।

একবার পিছনে চাইল রানা। গোটা কার্গো হোল্ডে গাঢ় সবুজ পানি, ধীরে ধীরে উঠে আসছে ককপিটের দিকে।

একটু নড়ে উঠল কপ্টার, আরও ডেবে গেল নীচের দিকে।

উইণ্ডশিল্ডের উপর চাপড় দিল সবুজ রঙের ঢেউ।

চেয়ে রইল রানা। অর্ধেক ধ্বংস হওয়া বাইপডের উপর স্থির হলো এক পেনিট্রেটার। ওখান থেমে নামিয়ে দেয়া হলো রেসকিউ হার্নেস। তুলে নেবে পলকে।

'কিছুই করতে পারলাম না,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

ক্রমেই নীচে চলেছে বিধ্বস্ত কপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা দেখল, গোটা উইণ্ডশিল্ড জুড়ে খেলছে সবুজ ঢেউ। তার ভিতর আবছা দেখা গেল, একটা ছায়া তুলে নেয়া হলো উপরের দিকে।

এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা হার্নেস ব্যবহার করে সরিয়ে নিয়েছে পলকে।

সামনে শুধু সবুজ পানির ঢেউ দেখছে রানা। কিছুই করবার নেই ওদের।

সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর কে আছে ভাল করেই জানে এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটারের কমাণ্ডোরা।

এরা এই কপ্টারকে বিনকিউলার হিসাবে ডাকত। নিশ্চয়ই অন্য কোনও দ্বিতীয় ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করেছে। যখন কোনও জবাব পায়নি, তখনই বুঝে গেছে সব। আসলে সুপার স্ট্যালিয়নের ট্র্যান্সপণ্ডার সব বুঝিয়ে দিয়েছে। লোকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। আর পেয়ে গেছে বয়েস ইংগিলস ও ছেলেটাকে!

পানি থেকে সামান্য উপরে বাতাসে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার। চোখ রাখবে নিমজ্জিত সুপার স্ট্যালিয়নের উপর। কেউ সাঁতার কেটে ভেসে উঠলে...

সামনের পেনিট্রেট্যারের ককপিটে বসেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের

চিফ, ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। নীচের দিকে চেয়ে আছে সে।

এইমাত্র ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল সুপার স্ট্যালিয়ন। দু' সেকেণ্ড পর ডুবে গেল রোটর ব্লেডগুলোও।

পানি থেকে উঠতে শুরু করেছে মস্ত বড় বড় বুদ্বুদ। একেকটা বুদ্বুদ উঠে আসা মানেই ওই কপ্টারের ভিতর পানি ঢুকছে।

অপেক্ষা করছে দুই পেনিট্রেটার।

সবুজ পানির আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছে সুপার স্ট্যালিয়ন। বুদ্বুদ উঠছে ওটা থেকে।

ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট ও তার কমাণ্ডোরা। পানির নীচ থেকে ভেসে ওঠেনি কেউ। আরও কিছুক্ষণ পর থেমে গেল বুদ্বুদ ওঠা।

তারপরও পেনিট্রেটার নিয়ে রওনা হলো না কেউ।

নিশ্চিত হতে হবে নিমজ্জিত কপ্টারের অক্সিজেন ফুরিয়েছে।

কয়েক মিনিট পেরুতেই পানি-সমতল পুরোপুরি শান্ত হলো।

তারপরও অপেক্ষা করল দুই পেনিট্রেটার।

অস্ত্র তৈরি রেখেছে।

ঘড়ির কাঁটা দেখে আরও দশমিনিট পার করল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। নিশ্চিত হলো পানির গভীর থেকে উঠে আসবে না কেউ।

ডুবে যাওয়া সুপার স্ট্যালিয়ন অনেক আগেই লেকের মেঝেতে নেমে গেছে। কেউ উঠে আসেনি, আসবেও না আর কখনও।

কোনও এয়ার পকেট পেয়ে গেলেও এতক্ষণ বাঁচত না কেউ। অক্সিজেন ফুরিয়ে যেত, ওখানে থাকত শুধু কার্বন-ডাইঅক্সাইড।

এবার নিশ্চিত হয়ে নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন হার্ট। আকাশে ঘুরে গেল দুই অ্যাটাক কপ্টার, রওনা হয়ে গেল এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

হ্যাঁ, সুপার স্ট্যালিয়নের ভিতর মাসুদ রানা বা ওর সঙ্গী নিশ্চিত ভাবেই মারা গেছে!

পাঁচ

ইউটা রাজ্যের এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন।

পাতাল লেভেল চার।

চারপাশে আবছা আলো।

অবযার্ভেশন ল্যাবে চুপ করে বসে আছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম, ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং ও ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ঘেঁষে বিড়ালের আদুরে বাচ্চার মত বসেছে মাথা-মোটা চাটা চাক কোসলোস্কি ও ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরো।

'এবার আমাদের রওনা হওয়া উচিত,' নীরবতা ভাঙল তিশা।

'ঠিক কী ভাবছ, তিশা?' জানতে চাইল নিশাত।

'না, আপাতত কোথাও যাওয়া উচিত হবে না,' কড়া স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'যে-কোনও সময়ে এখানে বিপদ হবে,' নিচু কণ্ঠে বলল তিশা।

'তুমি কিছুই বোঝো না, এটা লুকাবার খুবই ভাল জায়গা।'

'চলার পথে থাকাই ভাল। একই জায়গায় বসে থাকলে যে-কোনও সময়ে আমদেরকে খুঁজে নেবে। প্রতি বিশমিনিটে একবার করে সরে যাওয়া উচিত।'

'এই দারুণ তথ্য কোন্ মিলিটারি বইয়ে পেলে?' টিটকারির সুরে বলল কোসলোস্কি।

'আপনি পড়েননি? আপনাদের দেশের মিলিটারি অফিসার

ক্যানডিডেট স্কুলের ট্রেইনিং ম্যানুয়ালে আছে,' বলল তিশা। 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইভেসিভ টেকনিক্স্। ...তা ছাড়া, আরেকটা ব্যাপার পরখ করা উচিত।'

'জুনিয়ার অফিসারের মুখে বেশি কথা পছন্দ নয় আমার,' ত্যক্ত স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'আমরা আমেরিকান মিলিটারি অফিসার নই,' কোসলোস্কির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিশাত। 'আর আপনার কথায় মরতেও চাই না।' তিশার দিকে মাথার ইশারা করল ও। 'আমার ধারণা, আপনার চেয়ে অনেক যোগ্য ওই পিচ্চি মেয়ে। লড়াইয়ের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ওর উপর ভরসা করা যায়। আপনার বিষয়ে অতটা নিশ্চিত নই আমি।'

'ক্যাপ্টেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে...'

'কর্নেল কোসলোস্কি,' উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। 'আজ সকালে দুই-দুইবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে লেফটেন্যান্ট তিশা—একবার ট্রেনে, আরেকবার প্ল্যাটফর্মে। দু'বারই বুদ্ধির ছাপ দেখেছি ওর ভিতর। ওখানে ভুল সিদ্ধান্ত নিলে মারা পড়ত অনেকেই। ওর বিবেচনার উপর আস্থা রাখছি আমি বিনা দ্বিধায়।'

চুপ হয়ে গেছে সবাই।

তিশার দিকে ঘুরে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'লেফটেন্যান্ট, এই পরিস্থিতিতে ঠিক কী করতে চান?'

মৃদু হাসল তিশা। ঝলমল করে উঠল চোখের কালো দুই মণি।

'স্যার, আগে আপনার হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটারের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

ওয়াশিংটন ডি.সি।

পেন্টাগন।

এ ঘরে কোনও জানালা নেই, বদ্ধ পরিবেশ।

ভূ-গর্ভস্থ দ্বিতীয়তলা: এখানে কাজ নিয়ে চুপচাপ ব্যস্ত কেভিন কনলন। ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্সের স্পেশাল এরিয়া এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইনের টেলিফোন বক্তব্যগুলো নিয়ে আবারও বসেছে ও।

গুনগুন করে গান গাইছে কনলন, খুশি। দু' দিকের তিন লোকের আফ্রিকান্স্ ভাষান্তর করা শেষ।

তবুও ইংরেজিতে দুটো বক্তব্যের কারণে মনের ভিতর খচখচ করছে। ওগুলো কেন আফ্রিকান্স্-এর ভিতর?

আবারও পড়ল কনলন দুই মেসেজ:

১৬-জুন ১৯:৫৬:০৭
ইংরেজি:
তৃতীয় কণ্ঠ: সব ঠিকঠাক আছে। ঠিক তৃতীয় দিন।
২২-জুন ১৯:৫০:২৬
ইংরেজি:
তৃতীয় কণ্ঠ: মিশন শুরু হয়ে গেছে।

একটা বিষয়ে নিশ্চিত: এই দুই মেসেজে একই লোক কথা বলেছে।

পুরুষ কণ্ঠ। সুরে বোঝা গেছে, সে চায়নিজ। ধীরে ধীরে কথা বলে, চিবিয়ে চিবিয়ে।

নাকের উপর অংশে চশমা তুলে নিল কনলন, কি-বোর্ডে টাইপ করতে শুরু করেছে।

বের করেছে বিশেষ একটা অ্যানালিসিস প্রোগ্রাম।

ওটার মাধ্যমে টেপ করা কণ্ঠগুলোর ডিজিটাল সিগনেচার বা ভয়েসপ্রিণ্ট তুলে দিল ডিআইএ-র মেইনফ্রেম কমপিউটারে। গত বিশবছরে যত মানুষের কণ্ঠ গোপনে সংগ্রহ করেছে ডিআইএ,

সেগুলোর সঙ্গে এসব স্বর তুলনা করতে শুরু করেছে সুপার কমপিউটার।

স্ক্রিনে বিদ্যুদ্বেগে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য স্পাইক। এজেন্সির বিশাল ডেটাবেস ভয়েসপ্রিন্ট ঘাঁটতে শুরু করেছে কনলনের প্রোগ্রাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ করেই বিপ্ করে উঠল কমপিউটার:

সিক্স ম্যাচ ফাউণ্ড
ডিসপ্লে অল ম্যাচেয?

'নিশ্চয়ই,' বিড়বিড় করল কনলন।

ওয়াই 'কি' টিপে দিল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল ছয়টি এণ্ট্রি:

নং ॥ **ডেট** ॥ ডিভিশন ॥ **সোর্স** ॥
ফাইল ওয়ান:
মে ২৮
স্পেস ডিভ-০১
স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)
টু.
০৭-জুন
স্পেস ডিভ-০১
স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)
থ্রি.
১৭-জুন
স্পেস ডিভ-০২ ইউএসএএফ-এসএ(আর) ০৯ (ফাইল ০০৯-১২ ডি)
ফোর.
স্পেস ডিভ-০২ ইউএসএএফ-এসএ(আর) ০৯ (ফাইল ০০৯-

১২ ডি)

ফাইভ.

০২-জুলাই

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ)

সিক্স.

০৩-জুলাই

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৮এ) .

'বুঝলাম,' মনে মনে বলল কেভিন কনলন।

স্ক্রিন থেকে বাতিল করে দিল তৃতীয় এবং চতুর্থ এণ্ট্রি। ও-দুটো একটু আগে শুনেছে। ডেসিগনেটার তারই ডিভিশন। অর্থাৎ, স্পেস ডিভ-০২।

অন্য চার মেসেজ অবশ্য এসেছে সেকশন ওয়ান থেকে। ওটা স্পেস ডিভিশনের একনম্বর ইউনিট, অ্যাপার্টমেন্টের আরেক দিকে।

সেকশন ওয়ানের ফাইল থেকে এসেছে মেসেজ। অর্থাৎ, স্যাটালাইট সার্ভেইল্যান্স।

বেশ ক' বছর ধরে সেকশন ওয়ান অন্য দেশের স্যাটালাইট ট্র্যান্সমিশন ধরবার চেষ্টা করছে।

কনলন মনোযোগ দিল প্রথম এণ্ট্রির উপর। ওটা:

২৮, মে

স্পেস ডিভ-০১

স্যাট-সার্ভ (ফাইল ০৩৩-৭৭৮এ)

(ইংরেজি)

প্রথম কণ্ঠঃ আগামী জুলাইয়ের তিন তারিখে পরীক্ষা করা হবে ভাইরাসের নতুন স্ট্রেইন। সরিয়ে নেয়ার ইউনিট কোথায়?

ভুরু কুঁচকে গেল কেভিন কনলনের।

প্রথম মেসেজে ভাইরাসের কথা বলেছে, পরেও একই বিষয় এসেছে।

০৭, জুন।

স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট

(ইংরেজি)

হুয়াং ল্যাবোরেটরি থেকে ভাইরাস আনতে গেছে লেফটেন্যান্ট লি ওয়াং এবং সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট কিম শাং।

ওদেরকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। ভাইরাসের মূল্য হিসাবে দুই বিশ্বাসঘাতককে বিশ মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে বলা হয়েছে। দশ মিলিয়ন করে পাবে তারা। চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের হাতে তাদেরকে তুলে দিতে পারেন।

তারিখ ও সাল দেখে নিল কনলন। পাঁচ বছরেরও বেশি, ভাবল। হুয়াং ল্যাবোরেটরি। ওটা চায়নিজ বায়োওয়েপন্স প্রডাকশন ফ্যাসিলিটি। আর ওখানকার দুই লোককে দেয়া হয়েছে বিশ মিলিয়ন ডলার।

আগ্রহী হয়ে উঠেছে কেভিন কনলন। জানতে হবে আসলে কী ঘটেছে।

০২-জুলাই

স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট

(চায়নিজ–ইংরেজি)

প্রথম কণ্ঠ: বুঝতে পেরেছি। আমাদের নীল ড্রাগন তৈরি। ভাইরাসের অ্যান্টিডোট পৌঁছে যাওয়ার পর আমাদের খেলা শুরু হবে।

এ আবার কী, ভাবল কনলন। তারিখ গতকালের।
নীল ড্রাগন?
কথা তো চলছিল ভাইরাস...

০৩-জুলাই
স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট
প্রথম কণ্ঠ: আমি ডক্টর তাই লি। এয়ার বেস যিরো নাইনে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট নিয়ে তৈরি লি ওয়াং এবং কিম শাং।

আপনাদের লোক তাদের সঙ্গেই আছে। ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, লেফটেন্যান্ট কিম শাং; কর্পোরাল ও সার্জেন্ট যি চিং-হুয়া, চুই কুয়েং, দে গাও, ক্যাং লি, লং মেং, নিং লং, কুয়েং পেং-র ভিতর বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে আপনাদের দেয়া এক শ' মিলিয়ন ডলার। সঠিক সময়ে তাদেরকে নিয়ে রওনা হব।

তারিখ ও সাল দেখে নিল কনলন। আজকের মেসেজ এটা। মেসেজের নামগুলোর দিকে চেয়ে আছে ও। আর ঠিক তখনই দড়াম করে খুলে গেল পাতাল-ঘরের দরজা। ঝড়ের গতিতে ভিতরে ঢুকলেন ওর বস্, টাকমাথা এক কূটনীতিক। নাম তার বেঞ্জামিন এল হোম্‌স্। ভদ্রলোকের পিছনে গটমট করে বুটজুতোর আওয়াজ তুলে ভিতরে ঢুকেছে তিন মিলিটারি পুলিশ।

হলঘরের আরেক প্রান্তে মিস্টার হোমসের অফিস, সরকার থেকে নতুন চায়নিজ আর্মির স্পেস শাটলের উপর চোখ রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে।

'কনলন!' ধমকে উঠলেন ভদ্রলোক। 'এখানে বসে কী করছ, অ্যাঁ!'

মস্ত ঢোক গিলল কেভিন কনলন। মিলিটারির লোকগুলো ওর বুকের উপর তাক করেছে এমপি-১০!

তোতলাতে শুরু করল ও, 'আ... আসলে...'

'তুমি কোন্ আক্কালে আমাদের ইন্টারসেপটেড ট্র্যান্সমিশন দেখছ?' মনে হলো প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন মোটা ভদ্রলোক।

'এটা আপনাদের অপারেশন?' নিরীহ স্বরে বলল কেভিন।

'হ্যাঁ, আমাদের! কোন্ অধিকারে সেকশন ওয়ানের ক্লাসিফায়েড ইনফর্মেশন মেইনফ্রেম থেকে নিচ্ছ?'

একদম চুপ হয়ে গেল কনলন, গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে। ওদিকে চেঁচিয়ে চলেছেন ওর বস।

তারপর হঠাৎ করেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল কনলনের কাছে।

'হায় যিশু,' বিড়বিড় করে বলল।

'যিশু তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, গাধা!' ধমক দিলেন হোমস। 'আমি পারি, যদি চাই!'

অস্ত্রের মুখে নিজের বক্তব্য বলতে শুরু করল কনলন।

এবং পাঁচ মিনিট পর নিজে হোমস দরদর করে ঘামতে লাগলেন ডিআইএ-র দুই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের সামনে। বদ্ধ ঘরে এসি চলছে, কিন্তু ঘামতে শুরু করেছে দুই ডিরেক্টরও।

অফিসের চারপাশে একের পর এক সুপার কমপিউটার, কন্সোলগুলোর সামনে বসেছে টেকটিশিয়ানরা। চায়নিজ আর্মির লঞ্চ করা স্পেস শাটল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এখন তাদের মূল কাজ।

'স্যর, এখন এয়ার বেস যিরো নাইনের পারসোনেল লিস্ট দরকার,' খুশি মনে হাই-র‍্যাঙ্কিং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরদেরকে জানাল কেভিন।

তিন মিনিট পর হাজির হলো ওই তালিকা।

ওটার উপর চোখ বোলাল কেভিন। জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে:

ইউনাইটেড স্টেট্স্ এয়ার ফোর্স
স্পেশাল এরিয়া (রেসট্রিকটেড) এয়ার বেস যিরো নাইন
অন-সাইট পারসোনেল
ক্লাসিফিকেশন: টপ সিক্রেট

এবার একের পর এক অফিসার ও সৈনিকের নাম উচ্চারণ করে পড়তে লাগল কেভিন।

তালিকার শেষে সিভিলিয়ান স্টাফদের নাম:

ডক্টর বয়েস ইংগিল্স্, মেডি
ডক্টর তাই লি, মেডি
ডক্টর জুলিয়ো কার্টিস, মেডি

তালিকা পড়া শেষে বলল কেভিন, 'এর ভিতর একটা প্যাটার্ন দেখছেন, স্যর?' তালিকার উপর ঝুঁকে এলেন দুই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর। 'এবার দেখুন,' বলল কনলন, 'এসব অফিসার ও সৈনিক মূল তালিকায় নেই।

'হ্যাঁ, ওয়াং ইউনিটের কথা উল্লেখই করা হয়নি। এদের সঙ্গে রয়েছে ডক্টর তাই লি। টেপের ওই লোক।'

তালিকা থেকে মুখ তুলল কেভিন। 'ওই এয়ার বেসে আছে নকল একটা কমাণ্ডো ইউনিট। এদের সঙ্গেই যোগাযোগ করেছে চায়নিজ আর্মির উচ্চপদস্থ কেউ। আর ওই নতুন চায়নিজ স্পেস শাটল অপেক্ষা করছে চায়নিজ লোকগুলোর জন্যেই।'

ছয়

'ওয়াং ইউনিট, রিপোর্ট...'

'ওয়াং ইউনিট লিডার বলছি,' জবাব দিল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং। চাপা স্বরে কথা বলে সে, প্রতিটি শব্দ মাপা। 'আমরা লেভেল থ্রি-তে, লিভিং কোয়ার্টারে। পাতাল দুই হ্যাঙার লেভেল দেখা শেষ। ওখানে কেউ নেই। এবার আরও নীচে নামব। সে-সঙ্গে কাভার করব স্টেয়ারওয়েলগুলো।'

'বুঝলাম, ওয়াং লিডার...'

'স্যর,' আরেক রেডিয়ো অপারেটার ঘুরে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকসের দিকে। 'এইমাত্র লেক থেকে ফিরেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিট। তারা বাইরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে ওই ছেলে।'

'গুড। ক'জনকে হারিয়েছে?'

'পাঁচজন, স্যর।'

'আপত্তিকর নয়। ...আর বয়েস ইংগিলস?'

'মারা পড়েছে।'

'গুড, ভেরি গুড। উপরের দরজা দিয়ে ওদেরকে আসতে বলো।'

লেভেল চারের পুবদিক লক্ষ্য করে হেঁটে চলেছে তিশা ও অন্যরা।

তিশার পাশে চলে গেল নিশাত, নিচু স্বরে বলল, 'এখন যে পরিস্থিতি, এতে এ কথা বলার কথা নয়, কিন্তু জানতে ইচ্ছা করছে— গত শনিবার রানার সঙ্গে তোমার ডেট কেমন হয়েছিল?

তুমি কিন্তু এ ব্যাপারে একটা কথাও বলোনি।'

দুষ্টু হাসল তিশা। 'বুকের কৌতূহল আর রাখতে পারছেন না, আপা?'

'না...আসলে...'

বিষণ্ন হাসল তিশা। 'যেমন ভেবেছিলাম, তেমন হয়নি, আপা।'

'খুলে বলো তো!'

অস্ত্র হাতে নিশাতের পাশে হাঁটছে তিশা। 'পটোম্যাক নদীর ধারে ছোট্ট সুন্দর একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম। অনেক কথা হলো। বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর আবারও ফিরলাম হোয়াইট হাউসে। আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত এল। আশপাশে কেউ ছিল না। খুব বেশি আশা করিনি যে চুমু দেবে। কিন্তু ভেবেছিলাম, অন্তত একবারের জন্য হাতটা ধরবে। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম... বিদায় নিতেও দ্বিধা... কিন্তু একবারের জন্য হাতটা পর্যন্ত স্পর্শ করল না। বোকাবোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমার অস্বস্তি কাটিয়ে রানা বলল, "ঠিক আছে, তিশা, এবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। পরে হয়তো আবারও কোথাও বেড়াতে যাব।" ব্যস, কলের পুতুলের মত ঢুকে পড়লাম ঘরে, আর ঘুরে নিজের রুমের দিকে চলে গেল রানা।'

চোখ সরু হয়ে গেছে নিশাতের। 'দাঁড়াও, নাগালের মধ্যে মাসুদ রানাকে পেয়ে নিই, এমন ঝেড়ে দেব...'

'না, আপা,' বলল তিশা। স্টেয়ারওয়েলের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। 'ওকে বলবেন না কিছু বলেছি আমি।'

'হুম্, ওর ঘাড় ভেঙে দেব আমি,' বলল নিশাত।

'এখন থাক এসব, চলুন অন্য দিকে মন দিই,' বলল তিশা।

আস্তে করে সামান্য ফাঁক করল ও ফায়ার ডোর। মুখের পাশে রেখেছে অস্ত্র। উঁকি দিল ওদিকে।

স্টেয়ারওয়েল আঁধার, থমথম করছে চারপাশ।

কেউ নেই।

'স্টেয়ারওয়েলে কেউ নেই,' বলল তিশা।

পুরো খুলে দিল দরজা, উঠে গেল কয়েক ধাপ।

তিশার পিছনে চলে এসেছে নিশাত, অস্ত্রের নল বরাবর সামনে দেখছে।

উঠে এল সবাই লেভেল থ্রি-র ল্যাণ্ডিঙে। ওখানে কমপ্লেক্সের লিভিংরুম কোয়ার্টারে যাওয়ার দরজা।

চারপাশে কেউ নেই।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, ভাবল তিশা।

ল্যাণ্ডিং পাহারা দিচ্ছে না কোনও কমাণ্ডো। এমনকী সাধারণ কোনও সেন্ট্রিও নেই। কমপ্লেক্সের ভিতর যে-কেউ এদিক থেকে শুরু করে আরেকদিকে চলে যাবে, অথচ নজর রাখবে না কেউ?

বড় অস্বাভাবিক, আবারও ভাবল তিশা। যদি ওই দলের দায়িত্বে নিজে ও থাকত, প্রতিটা লেভেল তন্নতন্ন করে খুঁজত প্রেসিডেণ্টকে। স্টেয়ারওয়েল দিয়ে ওঠা-নামা ঠেকাতে লোক রাখত।

অন্য কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন।

সিঁড়িতে কেউ নেই, ওরা উঠে এল লেভেল টু-র হ্যাঙার বে-তে।

আজকের তাণ্ডব একেবারেই স্পর্শ করেনি লেভেল টু হ্যাঙারকে। একতলা উপরের হ্যাঙারের সঙ্গে এটার কোনও তফাৎ নেই। অবশ্য লেভেল ওয়ানের বিমানগুলোর মত চোখকাড়া নয়। একতলা উপরে রয়েছে স্টেলথ বম্বার ও এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড, কিন্তু এখানে মাত্র দুটো বিমান— দুটোই অ্যাওয়্যাক্স সার্ভেইল্যান্স এয়ারোপ্লেন।

এমনই চেয়েছিল তিশা।

দু'মিনিট পর উঠে পড়ল কাছের অ্যাওয়্যাক্স বিমানের নীচের

দিকের কার্গো হোল্ডে। দেরি না করে একটু দূরের টুলবক্স থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে খুলতে শুরু করল মেঝের ভারী প্যানেল।

ওটা খুলে যাওয়ার পর ভিতরে দেখা গেল একটা ইলেকট্রনিক্স কমপার্টমেন্ট। ওটার মাঝে বসে আছে পোক্ত চেহারার কমলা রঙের ফ্লোরেসেন্ট ইউনিট, আকারে হবে ছোট জুতোর বাক্সের সমান।

অত্যন্ত শক্ত কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি ওই কমলা বাক্স।

'ওটা কী?' তিশার পিছন থেকে জানতে চাইল জেসিকা গোল্ডিং।

জবাবটা দিলেন প্রেসিডেন্ট, 'বিমানের ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। সবাই বলে ব্ল্যাক বক্স।'

'দেখতে মোটেও কালো নয়,' তিক্ত স্বরে বলল কোসলোস্কি।

'কখনও কালো হয় না,' বলল তিশা। সকেট থেকে ছোট্ট বাক্স ছুটিয়ে নিল ও। 'ব্ল্যাক বক্স সবসময় উজ্জ্বল কমলা রঙের হয়। ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বের করতে সুবিধে হবে বলে। ওটাকে পাওয়ার আরেকটা উপায়...'

প্রেসিডেন্টের কণ্ঠে প্রশংসা ঝরল, 'আপনি আসলে অনেক জানেন।'

'আরও কী বলবে?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল কোসলোস্কি। 'সেটা কী?'

'বিমান পড়ে গেলে চট্ করে ব্ল্যাক বক্স কীভাবে পাওয়া যায় জানেন?' বলল তিশা। 'চারপাশে ছিটিয়ে থাকে ভাঙা বিমান, তবুও এই বাক্স খুঁজে বের করতে বড়জোর দুই-এক ঘণ্টা লাগে।'

'কেন সহজে পাওয়া যায়?'

'কারণ এ জিনিসের সঙ্গে থাকে ব্যাটারি-পাওয়ার্ড ট্র্যান্সপণ্ডার,' বলল তিশা। 'ওই ট্র্যান্সপণ্ডার থেকে বেরুতে থাকে উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ সিগনাল।'

'তো? ওটা নিয়ে কী করবে?' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল

কোসলোস্কি।

মাথার উপরের হ্যাচের কাছে গিয়ে ডাকল তিশা, 'আপা!'

'কী?' উপর থেকে ভেসে এল নিশাতের কণ্ঠ।

'সিগনাল পেয়েছেন?'

'আর বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড।'

কোসলোস্কির দিকে চাইল তিশা। 'আমরা প্রেসিডেণ্টের হৃৎপিণ্ডের সিগনাল নকল করতে চাই।'

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মেইন কেবিনে কমপিউটারের সামনে বসেছে নিশাত সুলতানা। মনিটরে দেখছে এয়ার বেস যিরো নাইনের উপরের এক স্যাটালাইটের মাইক্রোওয়েভ সিগনাল। আগের এক অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর এই স্ক্রিনই দেখেছিল মেরিন যোদ্ধা বার্নি বেনেট। মনিটরের ভিতর দেখা যাচ্ছে পঁচিশ সেকেণ্ডের রিবাউণ্ডিং সিগনেচার।

কার্গো হোল্ডের ভিতর থেকে উঠে এল তিশা, হাতে কমলা রঙের ব্ল্যাক বক্স। নিশাতের কমপিউটারের পিছনে নির্দিষ্ট সকেটে আটকে নিল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক বক্সের উপর অংশে দেখা গেল ছোট এলসিডি স্ক্রিনে স্পাইকের গ্রাফ।

'ঠিক আছে,' বলল তিশা। 'ওই সার্চ সিগনাল দেখেছেন, ওটার স্পাইক উপরের দিকে উঠছে? এবার এই ব্ল্যাক বক্সের ফ্রিকোয়েন্সি খুঁজে বের করুন।'

বিমান ক্র্যাশ হওয়ার পর ইনভেস্টিগেটাররা প্রথমেই খুঁজতে থাকেন ব্ল্যাক্স বক্স, তখন ব্যবহার করেন রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার, ওটা থেকে বেরুতে থাকে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি। ওই সিগনাল খুঁজে নেয় ব্ল্যাক বক্সের ট্র্যান্সপণ্ডার, দিতে শুরু করে সিগনাল। বুঝিয়ে দেয় ওটা কোথায় পড়ে আছে।

'হুম্,' বলল নিশাত। টাইপ করল কি-বোর্ডে। 'কাজ শেষ।'

'দেখা যাক,' বলল তিশা। 'সেট করুন ফিরতি স্পাইক— ওটা

নীচের দিকের স্পাইক বা রিটার্ন সিগনাল।'

'দাঁড়াও, একমিনিট।'

'ওই সিগনাল আকাশের স্যাটালাইট পর্যন্ত পৌঁছবে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'মনে তো হয়,' বলল তিশা।

'চাঁদে আর্মস্ট্রঙের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল এই মাইক্রোওয়েভ সিগনাল দিয়েই,' জানাল নিশাত। 'সেটি এ জিনিস ব্যবহার করেই মহাশূন্যে বার্তা পাঠায়।'

'আকার আসলে বড় কথা নয়,' বলল তিশা। 'মূল কথা সিগনালের কোয়ালিটি কেমন।'

'হ্যাঁ, কাজ শেষ,' বলল নিশাত। ঘুরে চাইল তিশার দিকে। 'দেখো তো, কী তৈরি করলাম?'

'সব ঠিক বলেই তো মনে হচ্ছে,' বলল তিশা। 'এবার ব্ল্যাক বক্সের ট্র্যান্সমিটার চালু করলে ওটা নকল করবে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের সিগনালকে।'

'এবার কী?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'হ্যাঁ, এবার?' ত্যাড়া ভঙ্গি নিয়ে বলল কোসলোস্কি। 'সুইচ টিপে দিলেই হবে?'

'না, হবে না,' বলল তিশা। 'সেক্ষেত্রে একইরকম দুটো সিগনাল ধরবে স্যাটালাইট। ফলে ফাটতে পারে বোমাগুলো। সে ঝুঁকি নেয়া যায় না। আমরা শুধু শেষ করলাম প্রথম কাজ। এবার কঠিন কাজটা। এবার প্রেসিডেন্টের সিগনালের বদলে ব্ল্যাক বক্সকে কাজে লাগাতে হবে।'

'সেটা কীভাবে?' বলল কোসলোস্কি। 'মেয়ে, তুমি বলতে চাও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বুকে ওপেন হার্ট সার্জারি করবে? সেটা কী করে সম্ভব? পকেট নাইফ দিয়ে?'

'আপনার কি মনে হয় আমি ম্যাকগাইভার?' সামান্য রাগ

প্রকাশ পেল তিশার কণ্ঠে। 'না, আমার থিয়োরি হচ্ছে: যেভাবেই হোক আর্লিং এফ ক্রুকস ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে...'

'কথাটা ঠিক,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওটা করেছে কয়েক বছর আগে। তখন অপারেশন করতে হয়েছিল বুকে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার ধারণা, এতদিন পর আজ চালু করেছে যন্ত্রটা,' বলল তিশা। 'নইলে হোয়াইট হাউসের স্ক্যানার অনেক আগেই আন-অথোরাইযড সিগনাল ধরত।'

'হ্যাঁ, তো...' তিশার পরিকল্পনার খুঁত বের করতে চেষ্টা করছে কোসলোস্কি।

কাঁধ ঝাঁকাল তিশা। 'কাজেই, এই ফ্যাসিলিটির ভেতর আর্লিং এফ ক্রুকসের একটা ইউনিট আছে। ওটাই অন করে আবার অফ করে প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটার। হয়তো রিমোট কন্ট্রোলের মত ছোট কিছু। ওটা কেড়ে নিতে হবে তার কাছ থেকে।'

'ওই ইউনিট আমি দেখেছি,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রথমবার টিভিতে দেখা দেয়ার সময় আর্লিং এফ ক্রুকসের হাতে ছিল। জিনিসটা লাল রঙের। মাথার উপর কালো, মোটা অ্যান্টেনা।'

'হ্যাঁ, তা হলে ওটাই,' বলল তিশা। 'এবার খুঁজে বের করতে হবে ওই লোকের কমাণ্ড সেন্টার।' জেসিকা গোল্ডিঙের দিকে চাইল। 'আপনাদের লোক তো গোটা ফ্যাসিলিটি ঘুরেছে। আপনার কী মনে হয়, ওই কমাণ্ড সেন্টার কোথায় থাকতে পারে?'

'সমতলের হ্যাঙারে,' বলল জেসিকা। 'পিছনদিকে রয়েছে একটা দোতলা দালান। ওটাই কমাণ্ড ও কন্ট্রোল রুম।'

'তো ওখানেই যেতে হবে,' বলল তিশা। 'এবার সহজ একটা কাজ: লোকটার কমাণ্ড সেন্টার দখল করতে হবে! তারপর স্যাটালাইট থেকে নীচে সিগনাল এলেই ইনিশিয়েট/টার্মিনেট ইউনিট অফ করে দেব। তখন থামবে প্রেসিডেন্টের বুকের

ট্র্যান্সমিটার। আর নির্দিষ্ট সময় শেষে চালু করব ব্ল্যাক বক্স।'

প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে ক্লান্ত হাসল তিশা। 'খুবই সোজা কাজ, স্যর, তাই নয়?'

সাত

কংক্রিটের নিচু ছাতের সুড়ঙ্গে দ্রুত ছুটছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের জীবিত কমাণ্ডোরা, মাথায় ঠোকর খেতে পারে, সেজন্য উবু হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে পল ছেলেটা, সোজা হয়ে দৌড়াতে পারছে উচ্চতার কারণে।

একটু আগে লেক পাওয়েল থেকে পৌঁচেছে তারা এয়ার বেস যিরো নাইনে। মারা পড়েছে বয়েস ইংগিলস, ফিরিয়ে এনেছে ওরা ছেলেটাকে। তার আগে নিশ্চিত করেছে, তলিয়ে গেছে মাসুদ রানার সুপার স্ট্যালিয়ন। ওই লোক আর এ জীবনে ফিরবে না।

হ্যাঙারের বাইরে রেখে এসেছে দুই পেনিট্রেটার অ্যাটাক কপ্টার। এখন বাইরের এক হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে সরু এবং আঁকাবাঁকা পথে আবারও ফিরছে মূল ফ্যাসিলিটিতে। ওই পথের মুখের নাম: 'উপরের দরজা।'

সুড়ঙ্গ গিয়ে মিশেছে সমতলে পারসোনেল এলিভেটারের শাফটে, ঠিক পিছনে পুরু টাইটেনিয়াম দরজা।

ভারী, রুপালি দরজার সামনে এসে থামল র‍্যাটলস্নেক ইউনিট।

পাশের দেয়ালের প্যানেলে নির্দিষ্ট ওভাররিড কোড টিপে দিল ইউনিটের নেতা ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। এয়ার বেস যিরো নাইনের

বিশেষ দরজা ওটা, সহজেই সিনিয়র অফিসাররা খুলতে পারে লকডাউন সময়েও।

একপাশে খুলে গেল পুরু টাইটানিয়াম দরজা।

ওখানেই থমকে গেল ম্যাক হার্ট।

সামনে কয়েক ফুট উপরে থেমেছে পারসোনেল এলিভেটার। ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন লি ওয়াং এবং তার দলের চার সদস্য কমাণ্ডো।

ইউনিটের অন্যরা ছাতের উপর, এলিভেটারের হ্যাচের পাশে।

'ওয়াং, ক্রাইস্ট,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট। 'তোমাদেরকে দেখে খুব ভয় পেয়েছি। তো এখানে...'

'ব্রুকস আমাদেরকে আসতে বলেছে,' বলল লি ওয়াং। 'যাতে তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে পারি।'

ভুরু কুঁচকে গেল ম্যাক হার্টের। 'পাঁচজনকে হারিয়েছি, কিন্তু ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'গুড, ভেরি গুড,' বলল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং।

এক সেকেণ্ড পর এলিভেটারের ছাত থেকে নেমে এল ওয়াং ইউনিটের অন্যরা। কেউ কিছু বলছে না।

আবারও ভুরু কুঁচকাল হার্ট। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল।

'সরি, হার্ট,' বলল লি ওয়াং। আস্তে করে মাথা দোলাল সে।

তার দলের পাঁচ কমাণ্ডো ঝট্ করে তাক করল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, পরক্ষণে গুলিবর্ষণ করল র‍্যাটলস্নেক কমাণ্ডোদের উপর।

সামনে ছিল ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্ট, ঝাঁঝরা হয়ে গেল সে। পরের সেকেণ্ডে লাশ হয়ে গেল তার দলের চার কমাণ্ডো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পাঁচ কমাণ্ডো। তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ছোট্ট ছেলে পল। বিস্ফারিত হয়েছে ওর দুই চোখ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। থরথর করে কাঁপছে দুই হাঁটু।

কয়েক পা সামনে বাড়ল ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, খপ্ করে ধরল

ছেলেটার কনুই। চাপা স্বরে বলল, 'অ্যাই ছেলে, চলো তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব!'

সমতলের হ্যাঙারে কন্ট্রোল রুমে কেউ টুঁ শব্দ করছে না।

দোতলার এ ঘরে এক কোণে বসে আছে কোবরা ইউনিটের ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু ও তার দলের অন্য সদস্যরা। তাদের দু'জন গুরুতরভাবে আহত।

চুপ করে আছে এয়ার বেস যিরো নাইনের সত্যিকারের সি.ও. কর্নেল বার্নটন ডানকান, সে যেন ছোটখাটো একজন আর্লিং এফ ব্রুকস। নিজ হাতে আহতদের ক্ষত পরিষ্কার করছে সে।

ঘরের পিছনদিকে ছায়ার ভিতর বসে আছে আর্লিং এফ ব্রুকস, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত খুব কম কথাই বলেছে। চুপচাপ দেখছে সব।

এই ঘরে উপস্থিত হয়েছে মেজর জন স্কল্ট এবং তার দলের অবশিষ্ট পাইথন ইউনিটের সবাই। এখন ফিসফিস করে আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে আলাপ করছে স্কল্ট। কোবরা ইউনিটের চেয়ে অনেক ভাল করেছে পাইথন ইউনিট। স্কল্টকে বাদ দিলে তার দলে তিনজন এখনও সুস্থ।

মনে হচ্ছে দলের কমাণ্ডোদেরকে মরতে দেখে কোনও বিকার হয়নি জেনারেলের।

'ওয়াং ইউনিট থেকে কোনও তথ্য?'

'ক্যাপ্টেন ওয়াং জানিয়েছে, তারা লেভেল চার-এ, এখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্টকে দেখতে পায়নি।'

'হায় ঈশ্বর!'

বলে উঠেছে ডানদিকের এক রেডিয়ো অপারেটার। এইমাত্র তার কমপিউটার মনিটর দপ্ করে নিভে গেছে।

কোনও সতর্কতা সূচক সিগনাল ছিল না।

'কী হলো?' জানতে চাইল হেড অপারেটার।

'ধুশ্শালা!' বলল আরেক অপারেটার। এইমাত্র বন্ধ হয়ে গেছে তারও মনিটরও।

'এয়ার কণ্ডিশনিং সিস্টেম এই মাত্র থেমে গেল!'

'ওয়াটার কুলিং সিস্টেম শেষ।'

'কী ব্যাপার?' শান্ত স্বরে বলল আর্লিং এফ ব্রুকস।

'সেল বে-র পাওয়ার ক্রমেই শেষ হয়ে আসছে।'

'ফ্যাসিলিটির গোটা পাওয়ার সাপ্লাই ক্র্যাশ করছে,' বলল সিনিয়র অপারেটার। 'কিন্তু জানি না কেন...'

স্ক্রিনে অন্য একটা সিস্টেম ডিসপ্লে নিয়ে এল সে।

এয়ার বেস (আর) ০৯
সিকিউরিটি অ্যাক্সেস লগ
সোর্স পাওয়ার হিস্টরি (৩-জুলাই)
টাইম
কি অ্যাকশন

অপারেটার

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬:৩০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্স্ অপারেশনাল ॥ ০৬:৫৮:৩৪ ॥ লকডাউন কমাণ্ড ॥ ১০৫-০২ ॥ লকডাউন এন্যাকটেড ॥ ০৭:০০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্স্ অপারেশনাল (লকডাউন মোড) ॥ ০৭:৩০:০০ ॥ সিস্টেম স্ট্যাটাস চেক ॥ ০৭০-৬৭ ॥ অল সিস্টেম্স্ অপারেশনাল ॥

০৭:৩৭:৫৬ ॥ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম ম্যালফাংশন লোকেটেড অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশন টার্মিনাল ১-এ২ ॥ রিসিভিং

নো রেসপন্স ফ্রম সিস্টেমঃ ট্র্যাক্স্, অগয সিস-১, র‍্যাড কম-স্ফিয়ার, এমবিএন, এক্স্‌ট ফ্যান ॥

০৭:৩৮:০০ ॥ ওয়ার্নিংঃ অগযিলারি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ-২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটিঃ ৫০% রেসপণ্ডিং ॥

০৮:০০:১৫ ॥ মেইন পাওয়ার শাটডাউন ড্রিযএবেল কমাণ্ড (টার্মিনাল ৩-এওয়ান) ॥ ০৮:০০:১৮ অগযিলারি পাওয়ার এনেবল অগয সিস্টেম ॥ অগয সিস্টেম স্টার্ট আপ ॥

০৮:০০:১৯ ॥ ওয়ার্নিংঃ অগয সিস্টেম লো পাওয়ার প্রটোকল ইন পাওয়ার অপারেশনাল ॥ লো এফেক্টঃ নন-এসেনশিয়াল সিস্টেম্স্ পাওয়ার প্রটোকল এনেবল ॥ ডিসেবল ॥

০৮:০১:০২ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ০০৮-৭২ ডোর ০০৩-ভি ওপেণ্ড কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩) ॥ ০৮:০৪:৩৪ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ০৬২-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥ ০৮:০৪:৫৫ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ॥ ০০৮-৭২ ডোর ১০০-ডাবলিউ ওপেণ্ড ॥ কমাণ্ড এণ্টার্ড (টার্মিনাল ৩এ১) ॥

০৮:১৮:০০ ॥ ওয়ার্নিংঃ অগযিলারি ॥ অগযি সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটি ৩৫% ॥ রেসপণ্ডিং ॥

০৮:২১:৩০ ॥ সিকিউরিটি ক্যামেরা সিস্টেম ০০৮-৯৩ ॥ সিস্টেম এররঃ সিকিউরিটি শাটডাউন কমাণ্ড (টার্মিনাল ক্যামেরা সিস্টেম অলরেডি ১-এ১) ডিযএবেল পার লো পাওয়ার প্রটোকল

০৮:৩৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিংঃ** অগযিলারি অগয সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট রেসপণ্ডিং ॥

০৮:৫৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিংঃ** অগযিলারি অগয সিস্টেম টার্মিনাল ১-এ২ নট পাওয়ার ক্যাপাসিটিঃ ১৫% রেসপণ্ডিং ॥

০৯:০৪:৪৩ ॥ লকডাউন স্পেশাল রিলিয ০৭৭-০১ই ॥ ডোর ৬২-ই ওপেণ্ড কমাণ্ড এণ্টার্ড (টারমিনাল ৩এ২) ॥

০৯:০৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম ইনিশিয়েট সিস্টেম রিবুট? পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ১০% ॥

০৯:১৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম ইনিশিয়েট সিস্টেম রিবুট? পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ৫% ॥

০৯:২৮:০০ ॥ **ওয়ার্নিং:** অগযিলারি অগয সিস্টেম কমেন্স সিস্টেম পাওয়ার ক্যাপাসিটি: ০% ॥

শাটডাউন!

'হায় ঈশ্বর! আমরা সেই সকাল থেকে অগযিলারি পাওয়ার ব্যবহার করছি!' বলে উঠল অপারেটারদের হেড।

তার পাশে চলে গেল কর্নেল বার্নটন ডানকান। 'কিন্তু সবকিছু কমপক্ষে তিনঘণ্টা চালু রাখবার কথা ওটার। ততক্ষণে রিবুট করা যাবে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই।'

এরা দু'জন কথা বলছে, এমন সময় কমপিউটার মনিটরে চোখ রেখেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। এণ্ট্রি দেখে নিয়েছে সে:

০৯:০৪:৩৪

লকডাউন স্পেশাল রিলিয

০৭৭-০১ই

ডোর ৬২-ই ওপেণ্ড

কমাণ্ড এণ্টার্ড (টারমিনাল ৩এ২)

"৭৭" বলতে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কেউ। আর ০১ বলতে ওয়াং ইউনিটের হেড লি ওয়াং, সে খুলে নিয়েছে দরজা।

চোখ সরু হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকসের। কিছুক্ষণ আগে শেষ লকডাউন উইণ্ডো পিরিয়ডে ওয়াং ইউনিটের ক্যাপ্টেন পুবের বাষট্টি নম্বর দরজা খুলেছে। ওটা লেভেল সিক্স-এ এক্স-রেল স্টেশনের ব্লাস্ট দরজা...

পাওয়ার কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে বলছে কর্নেল

ডানকান ও হেড রেডিয়ো অপারেটার।

'তাই তো হওয়ার কথা,' বলল রেডিয়োম্যান। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মাত্র অর্ধেক পাওয়ার দিতে পেরেছে সিস্টেম। আবারও চালু হয়েছে, কিন্তু টিকেছে মাত্র দেড় ঘণ্টা, আর...'

নিঃশব্দে বন্ধ হলো লোকটার মনিটর। ঘরের অন্যসব আগেই থেমে গেছে।

কন্ট্রোল রুমের ভিতর একইসময়ে হঠাৎ করেই নিভে গেল প্রতিটি বাতি।

ঘুটঘুটে আঁধারে হারিয়ে গেল সবাই।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল আর্লিং এফ ক্রুকস, জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল নীচের হ্যাঙারের দিকে। এক এক করে নিভতে শুরু করেছে উজ্জ্বল সব হ্যালোজেন বাতি।

প্রথমেই হারিয়ে গেল মেরিন ওয়ান, বিধ্বস্ত তেলাপোকা, নাইটহক টু, ওভারহেড ক্রেন সিস্টেম— সবই ডুব দিয়েছে আঁধারের ভিতর।

'অল সিস্টেম ডাউন,' অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল। 'গোটা ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার ফুরিয়ে গেছে।'

লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভিতর তিশা করিম ও অন্যরা মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছে। এবার রওনা দেবে, খুঁজে বের করবে আর্লিং এফ ক্রুকসের কন্ট্রোল রুম। আর ঠিক তখনই দপ করে নিভে গেল পাতাল হ্যাঙারের প্রতিটি বাতি।

প্রকাণ্ড হ্যাঙারে থমথম করছে চারপাশ।

এমপি-১০-এর ব্যারেলে যুক্ত পেন্সিল ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিল তিশা। সরু আলো পড়ে আবছা দেখা গেল ওর মিষ্টি মুখ।

'ইলেকট্রিসিটি,' ফিসফিস করে বলল নিশাত। 'ওরা সব বাতি নিভিয়ে দিল কেন?'

'আমিও বুঝলাম না,' বলল জেসিকা গোল্ডিং। 'এখন আরও কঠিন হবে আমাদেরকে খুঁজে বের করা।'

'আর কোনও উপায় ছিল না হয়তো,' বলল তিশা।

'এর ফলে আমাদের কী হতে পারে?' ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

'আমাদের প্ল্যান বদলাবে না,' বলল তিশা। 'প্রথম কাজ হবে কমাণ্ড সেন্টার দখল করে নেয়া। অবশ্য, আগে বুঝতে হবে এর ফলে আমাদের চারপাশের পরিবেশে কী ঘটতে পারে।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই ফ্যাসিলিটির গভীর থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক জান্তব চিৎকার।

ওটা মানুষের কণ্ঠের। উন্মাদ কেউ, নইলে এভাবে টানা হুঙ্কার ছাড়ত না!

'হায় আল্লা,' শ্বাস আটকে ফেলল তিশা। 'বন্দিরা! ওরা বোধহয় ছাড়া পেয়েছে!'

আট

জুলাইয়ের তৃতীয় দিবস।

সকাল সাড়ে নয়টা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের ইলেকট্রিসিটি ফুরিয়ে যাওয়ার দশ মিনিট আগে সবুজ পানির লেকের অনেক গভীরে ডুবে গেছে একটা সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার।

ওটার টেইল সেকশন উড়ে গেছে মিসাইলের আঘাতে, পিছন দিকে তাক করে নীচে নামছে কপ্টার। প্রতি মুহূর্তে ভিতরে উঠছে

টনকে টন পানি। বাইরে ঘোলাটে সবুজের রাজ্য। খুব ধীরে, নিঃশব্দে নামছে কপ্টার।

ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে বড়-ছোট সব বুদ্বুদ, চলে যাচ্ছে উপরের দিকে। আর ওগুলোই আকাশ থেকে দেখছে এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটারের কমাণ্ডোরা।

তলিয়ে যাওয়া কপ্টারের লেক্সান উইণ্ডশিল্ডের ওদিক থেকে চেয়ে আছে মাসুদ রানা এবং সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির।

চারপাশে শুধু সবুজ পানি, পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকেও মনে হচ্ছে, ওটা বলকে ওঠা কোনও আতশকাঁচ। তার ভিতর দিয়ে ওরা নেমে চলেছে অতলের রাজ্যে।

রানা ও খবির পানির অস্বচ্ছ কাঁচের ভিতর আবছা দেখছে দুই পেনিট্রেটার অ্যাটাক কপ্টারের ছায়া। ওগুলো অপেক্ষা করছে, ওরা ভেসে উঠলেই উড়িয়ে দেবে মিসাইল দিয়ে।

সুপার স্ট্যালিয়নের ককপিটে আটকা পড়েছে বাতাস। শ্বাস আটকে মরতে হয়নি। চারপাশ দেখছে ওরা। পানির এত নীচে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছে অদ্ভুত এক প্রকৃতি— উঁচু-নিচু জমিন, ফাটল ও খাদে ভরা।

লেকের মেঝেতে একের পর এক প্রকাণ্ড সব বোল্ডার। কে জানে অতীতের মরুভূমির বুকে এঁকে-বেঁকে কোথায় গিয়েছিল পথ! পানির গভীরে একপাশে বিশাল এক ক্লিফ, উঠে গেছে আকাশের বুকে খোঁচা দিতে। নিমজ্জিত মরুভূমি পুরো ভুতুড়ে, ফ্যাকাসে সবুজ।

রানার চোখে চাইল খবির। 'আপনার আস্তিনে নতুন কোনও জাদু, স্যর?'

'না, নেই,' বলল রানা।

ওদের পিছনে কলকল করে উঠে আসছে সবুজ-মৃত্যু, ভেসে গেছে কার্গো বে। এখন পানি উঠে আসছে ককপিটের দিকে।

কপাল ভাল, ককপিট এয়ারটাইট। সত্তর ফুট নামবার পরেও নেমে চলেছে ওরা। কপ্টারে তৈরি হয়েছে ইকুইলিব্রিয়াম, আর উল্টে যাওয়া কপ্টারের ককপিটে রয়ে গেছে এয়ার পকেট। বাথটাবে উল্টো করে কাপ ছেড়ে দিলে এভাবে ভিতরে রয়ে যায় বাতাস।

লেজ নীচের দিকে রেখে কপ্টার নেমে গেল নব্বুই ফুট, তারপর ঠেকে গেল মেঝেতে। পাশেই মস্ত এক বোল্ডার। উল্টে যাওয়া সুপার স্ট্যালিয়নের চারপাশে তৈরি হয়েছে কাদার বিশাল এক ঘন মেঘ।

'হাতে সময় নেই,' বলল রানা। 'একটু পর বিষাক্ত হয়ে উঠবে বাতাস।'

'তা হলে কী করব?' বলল খবির। 'যদি রয়ে যাই, মরব। যদি নব্বুই ফুট উঠতে পারি, পারব না যদিও, তা-ও তো গুলি করে মারবে।'

'অন্য কোনও উপায়...' বিড়বিড় করল রানা।

'আর কী, এবার মরব।'

'কিন্তু কোনও কারণে...' আবারও চুপ হয়ে গেল রানা।

'কী ভাবছেন?' রাগ নিয়ে বলল খবির, 'কীসের আবার কারণ?'

খবিরের রাগ পাত্তা দিল না রানা, স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কোনও কারণে এখানে থেমেছিল ইংগিলস। ...ঠিক এখানে কেন? নোঙর ফেলেছে কারণ...' উইণ্ডশিল্ড দিয়ে চেয়ে আছে ও, এবার দেখতে পেল যা দেখতে চেয়েছে। 'বদমাশটা চালাক ছিল,' নিচু স্বরে বলল।

খবিরের কাঁধের উপর দিয়ে ঘন সবুজ পানির দিকে চেয়ে আছে রানা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল খবির, এবার ও-ও দেখতে পেল।

ফিসফিস করে বলল, 'আরে, তাই তো...'

সবুজাভ ছায়ায় দেখা গেল ওটা কোনও বোল্ডার বা বড় পাথর নয়, মানুষেরই তৈরি দালান। পানির নীচে দেখতে অদ্ভুত লাগছে।

বড় উঠান, পিছনে কাঁচ ঢাকা ছোট্ট অফিস। একপাশে চওড়া গ্যারেজের দরজা। পুরনো আমলের ছাউনির নীচে দুটো পেট্রল পাম্প মেশিন।

আমেরিকানরা বলে গ্যাস স্টেশন।

পানির নীচে।

ক্লিফের আরেকদিকে বিশাল এক জ্বালামুখ, ওখানে চওড়া এক ক্যানিয়ন গিয়ে মিশেছে ছোট এক মেসায়। ওটা পাম্প স্টেশনের পশ্চিমে।

রানার মনে পড়ে গেছে, এই পাম্প স্টেশনের কথা বলেছিল বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস। উনিশ শ' তেষট্টি সালে লেক পাওয়েল তৈরি করবার পর ওটা হারিয়ে যায় বাঁধের পানির নীচে। তার আগে এই গ্যাস স্টেশনের জায়গায় ছিল বুনো পশ্চিমের এক ট্রেডিং পোস্ট।

'এবার বেরুতে হবে,' বলল রানা। 'একটু পর ফুরিয়ে যাবে অক্সিজেন।'

'যাব কোথায়?' অবাক চোখে চাইল খবির। 'ওই পেট্রল পাম্পে?'

'হ্যাঁ,' রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

০৯:২৬:০০

আর মাত্র চৌত্রিশ মিনিট পর যেমন করে হোক, প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে ফুটবল।

'গ্যাস স্টেশনে এয়ার পাম্প থাকবে,' বলল রানা। 'গাড়ির চাকায় বাতাস ভরার জন্যে। দুই পেনিট্রেটার চলে যাওয়া পর্যন্ত ওই বাতাস দিয়ে চালাতে হবে। আমেরিকায় বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, কারও জমি সরকার নিলে সে-লোক খুশি মনে সব ফেলে চলে

যায়।'

'এটাই আপনার জাদু বা প্ল্যান? ওই বাতাস পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগের। হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে, বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।'

'ওই পাম্প এয়ার-সিল করা,' বলল রানা। 'সম্ভাবনা বেশি ওটা ঠিকই থাকবে। ওই বাতাস ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই এখন। আমি আগে যাব। যদি পেয়ে যাই হোস পাইপ, হাতের ইশারা করে তোমাকে ডেকে নেব।'

'আর যদি মরেই যান?'

'তো নিজের দারুণ কোনও জাদু খাটিয়ে বেঁচে থেকো।' কোমরের ওয়েবিং থেকে ফুটবল খুলে নিল রানা. ধরিয়ে দিল খবিরের হাতে।

লেকের মেঝেতে পড়ে আছে সুপার স্ট্যালিয়ন।

পানির নীচে থমথম্ করছে সব।

হঠাৎ ডুবে যাওয়া কপ্টারের পিছন দিয়ে বেরিয়ে এল এক ছায়ামূর্তি, মুখ থেকে বগবগ করে উপরে উঠল বুদ্বুদ। লোকটার পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ইউনিফর্ম।

কয়েক সেকেণ্ড ভেসে রইল রানা, চারপাশ দেখে নিল, চোখ স্থির হলো গ্যাস স্টেশনের উপর। অন্য কিছু দেখেছে ও।

মাত্র তিনফুট দূরে মেঝের উপর পড়ে আছে ওটা।

ছোট রুপালি হেভি-ডিউটি স্যামসোনাইট কন্টেইনার। অনেক উপর থেকে পড়লে বা ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেলেও ওটা ভিতরের জিনিসকে ঠিকভাবেই আগলে রাখবে। পাশাপাশি দুই ভিডিয়ো ক্যাসেট রাখলে তেমন দেখাবে, ওটা ঠিক তেমনি। ছোট এক নোঙরের কারণে বসে আছে কাদার উপর।

এ জিনিস বাইপডের বাইরে, পানিতে ছেড়ে দিয়েছিল বয়েস ইংগিলস। তখনই কপ্টার নিয়ে হাজির হয়েছে রানা ও খবির।

কয়েক ফুট গিয়ে ওটার পাশে থামল রানা, ছুরি বের করে

কেটে ফেলল নোঙরের দড়ি। রুপালি কন্টেইনারের হ্যাণ্ডেলে আটকে নিল কমব্যাট ওয়েবিঙের ক্লিপ।

বাঁচলে পরে দেখবে বাক্সের ভিতর কী আছে।

এবার গ্যাস স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা, দ্রুত চলছে হাত-পা। বিধ্বস্ত এবং ডুবে যাওয়া কপ্টার থেকে কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ভাসছে ছোট্ট দালানের উপর।

ব্যথা শুরু হয়ে গেছে ফুসফুসে।

জলদি খুঁজে নিতে হবে এয়ার হোস।

ওই যে...

গ্যাস স্টেশন অফিসের দরজার পাশেই।

মস্ত এক প্রেশারাইয্‌ড্ ড্রামের পেট থেকে বেরিয়েছে কালো হোস।

সাঁতরে ওটার পাশে চলে গেল রানা, হোস তুলে নিয়ে খুলে দিল রিলিয ভাল্‌ভ্।

ফুট-ফুট আওয়াজ তুলে জীবন্ত হয়ে উঠল নাযল, কিন্তু বেরুল সামান্য বুদ্বুদ।

খুবই খারাপ খবর, ভাবল রানা।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর হোসের ভিতর থেকে ভুস্-ভুস করে বেরুতে শুরু করল মোটাসোটা সব বুদ্বুদ।

ভয়ে শুকিয়ে যাওয়া মুখটা ওটার কাছে নিয়ে গেল রানা, গালে পুরে নিল হোস। পঞ্চাশ বছরের বেশি আগের বাতাস গিয়ে ঢুকল ফুসফুসের ভিতর।

বেদম কাশি শুরু হলো, ভয়ঙ্কর বাজে গন্ধ বাতাসে। জন্মের তিতা হয়ে গেল জিভ্। মুখ থেকে হোস বের করল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ওই বাতাস নিল ভীষণ তিক্ত চেহারা করে।

নাহ্, দূর হয়ে গেছে খারাপ গন্ধ।

স্বাভাবিক বাতাসই মনে হলো।

হেলিকপ্টার ও খবিরের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল রানা।

ফুটবল নিয়ে প্রায় উড়ে এল খবির, এদিকে গ্যাস স্টেশন অফিসের ভিতর হোস পাইপ নিয়ে গেছে রানা। এবার বাতাস জমবে ছাতে, পানির ওপর উঠবে না বুদ্বুদ।

বসে থাকুক পেনিট্রেটার নিয়ে কমাণ্ডোরা, ভাবল রানা। পর মুহূর্তে মনে পড়ল, প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ফুটবল।

পৌঁছে গেছে খবির। রানার হাত থেকে হোস নিয়ে বারকয়েক শ্বাস নিয়ে স্বাভাবিক হলো।

গ্যাস স্টেশনের চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা।

এখনও ভাবছে বয়েস ইংগিলসের কথা।

লোকটা নিশ্চয়ই এখানে নেমে এসেই চুপ করে বসে থাকত না?

তার অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল।

গ্যাস স্টেশনের অফিস দেখা শেষে পাশের গ্যারেজে উঁকি দিল রানা। মস্ত এক ক্লিফের গোড়ায় তৈরি করা হয়েছে গ্যারেজ। ভিতরে তেমন কিছুই নেই। আবারও ফিরল রানা অফিসে। পিছন জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই অন্য কিছু দেখল।

অফিসের পিছনে ক্লিফের বুকে ওটা।

গজাল মেরে চওড়া সব তক্তা দিয়ে আটকে দিয়েছে গুহা।

ক্লিফের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে রেললাইন।

তার মানে ওটা কোনও নিমজ্জিত খনি।

এবার ইংগিলসের পরিকল্পনা বুঝতে শুরু করেছে রানা।

বুদ্ধিমান লোক ছিল ওই অর্থ-পিশাচ বয়েস ইংগিলস।

বারকয়েক ভাল করে শ্বাস নিল রানা, তারপর বেরিয়ে এল অফিসের ভিতর থেকে। মুখ তুলে উপরে চাইল।

অনেক উপরে তৈরি হচ্ছে পানির ভিতর অসংখ্য কম্পন। এয়ার ফোর্সের দুই পেনিট্রেটার এখনও রয়ে গেছে। আরও

একমিনিট পর পানি-কম্পন কমে যেতে লাগল। কপ্টারগুলো বোধহয় রওনা হয়ে গেছে এয়ার বেস যিরো নাইন লক্ষ্য করে।

অফিসের দরজায় দাঁড়াল রানা, খবিরের কাছ থেকে হোস নিয়ে বাতাস নিল, তারপর হাতের ইশারায় দেখাল, তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

বুঝতে পেরেছে খবির। মাথা ঝাঁকাল।

ডেযার্ট ঈগল পিস্তলের নলের পাশে রয়েছে খুদে ফ্ল্যাশলাইট, ওটা জ্বেলে নিল রানা। চলে গেল অফিসের পিছন-জানালার কাছে, তারপর ভেসে বেরিয়ে এল বাইরে।

একটু দূরেই ক্লিফের খাড়া দেয়াল।

মস্ত গুহার মুখ আটকে রেখেছে চওড়া সব তক্তা মেরে।

পচে গেছে বেশিরভাগ তক্তা।

আগেই টানা-হ্যাঁচড়া করে কেউ খুলে রেখেছে কয়েকটা তক্তা।

গত কয়েক দিনের ভিতর কাজটা করা হয়েছে।

পাখির মত ভাসতে ভাসতে খনির ভিতরে ঢুকল রানা।

ভিতরে ঘুটঘুটে আঁধার। এতই কালো, মন দমে যেতে চায়।

ফ্ল্যাশলাইটের সরু রেখা গিয়ে পড়েছে পাথুরে দেয়ালের উপর। ছাতে একের পর এক কড়ি-বর্গা। মেঝের উপর দিয়ে দূরে কোথাও অন্ধকারে হারিয়ে গেছে মাইন-কার ট্র্যাক।

ফ্ল্যাশলাইট সামনে রেখে এগুতে শুরু করেছে রানা।

মনে রেখেছে কতটা এগুতে পেরেছে।

একটু পর জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে হবে: খবির ও হোস পাইপের কাছে আবারও ফিরবে, না খনির উপর-অংশে যেখানে পানি নেই, সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে?

মাত্র একটা কারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারল রানা।

বয়েস ইংগিলস জানত কোথায় বাতাস মিলবে। নইলে ভুলেও...

হঠাৎ সংকীর্ণ এক খাড়া শাফট দেখল রানা।

কূপের গায়ে একের পর এক রাং ল্যাডার উঠে গেছে অনেক উপরে।

শাফটের সামনে পৌঁছে গেল রানা, উপরের দিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করল। উপরে শুধু কালি গোলা অন্ধকার। শাফট নীচের দিকেও গেছে। ওদিকটাও নিকষ কালো। এটা কোনও অ্যাক্সেস শাফট। চট্ করে খনির নানান লেভেলে যাওয়ার-জন্য।

এরই ভিতর আঁকড়ে আসতে শুরু করেছে ফুসফুস।

হিসাব কষল রানা।

এখানে লেক কমপক্ষে নব্বুই ফুট গভীর। তার মানে উপরে উঠেছে নব্বুই ফুটি রাং ল্যাডার। তারপর হয়তো উপরে পাওয়া যাবে মুক্ত বাতাস।

মরুক শালার মই!

ওটা বেয়েই উঠতে হবে!

কিন্তু আপাতত নয়!

ঘুরে গেল রানা, রওনা হয়ে গেল গ্যাস স্টেশন লক্ষ্য করে।

তিন মিনিট পর আবারও ফিরল রানা, সঙ্গে এনেছে খবির ও ফুটবল। অফিস থেকে রওনা হওয়ার আগে বুক-ভরা বাতাস নিয়েছে ওরা দু'জন।

সোজা চলে গেল খাড়া শাফটের সামনে, রাং ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল।

সরু এক সিলিণ্ডারের মত শাফট; প্রতি লেভেলে দশ ফুট পর পর একটা করে দরজা।

রানার মনে হলো ও সুয়ারেজের সরু পাইপ বেয়ে উঠছে।

আগে উঠছে ও, যত দ্রুত সম্ভব। এক ধাপ করে উঠবার সময় গুনছে কয় ধাপ উঠল।

প্রতি ধাপ পিছনে ফেলা মানেই এক ফুট উপরে ওঠা।

পঞ্চাশটা রাং পেরুনোর পর জ্বলতে শুরু করল রানার ফুসফুস।

সত্তর ধাপ উঠবার পর গলার ভিতর ভীষণ শুকিয়ে গেল।

মাথার ভিতর শুরু হয়েছে টনটনে ব্যথা।

দাঁতে দাঁত খিঁচে নব্বুই ধাপ উঠে এল রানা, ততক্ষণে শপথ করেছেঃ যদি এবার বাঁচি, এই জীবনে আর সিগারেট টানব না! ওই সিগারেটের জন্যেই কমে গেছে আমার দম!

কিন্তু এখনও পানির নীচেই রয়ে গেছে ও!

যা ভেবেছিল, সব ভুল ছিল!

মস্ত ভুল!

আর কিছু করবার নেই!

এবার যে-কোনও সময়ে চেতনা হারাবে!

ভয়ানক চেহারা করে আরও পাঁচ ধাপ উঠল রানা, তারপর হঠাৎ করেই ভেসে উঠল ওর মাথা। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগল মুখে।

দেরি না করে চট্ করে বেরিয়ে এল শাফটের ভিতর থেকে।

বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হবে খবিরকে।

এক সেকেণ্ড পর পানির বিস্ফোরণ তৈরি করে উঠল খবির।

তাজা বাতাসে বড় করে দম নিচ্ছে ওরা।

এখন যদি একটা সিগারে... থমকে গেল রানা। মনে মনে কষে ধমক দিল নিজেকে।

ওদেরকে ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে আঁধার কূপ, ওদিক থেকে আসছে ফুরফুরে হাওয়া।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল রানা, তারপর ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলো চারপাশে ফেলল।

একটু দূরেই মাটির মেঝে। ওদিকে একটা দরজা।

পানি ছেড়ে মেঝেতে উঠে এল রানা, দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল সমতল মেঝের এক প্রশস্ত গুহার ভিতর।

এটাই খনির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেম্বার ছিল।

ভিতরে দেয়াল ঘেঁষে একের পর এক অসংখ্য বাক্সে রয়েছে নানা ধরনের খাবার, গুঁড়ো দুধ, বিশুদ্ধ পানি, গ্যাস কুকার, গ্যাস, ম্যাচ ইত্যাদি।

শত শত বাক্স।

একপাশের দেয়াল ঘেঁষে বারোটা ফোল্ড করা কট। আরেক কোণে টেবিল, তার উপর নকল পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স।

এটা কোনও ধরনের বেস ক্যাম্প।

যে পরিমাণ খাবার এনে রাখা হয়েছে, কমপক্ষে তিন মাস চলবে বারোজনের। ততদিনে ইউএস সরকার হাল ছেড়ে দিত, নিজেদের লোক সরিয়ে নিত লেক পাওয়েল থেকে। এরপর নিশ্চিন্তে পল এবং ভাইরাস বা অ্যান্টিডোট নিয়ে সরে পড়ত লোকগুলো।

কিন্তু মরতে হয়েছে বোধহয় সব ক'জনকেই!

চারপাশ দেখে নিল রানা।

যে বা যারা এসব বাক্স এনেছে, অনেক সময় দিতে হয়েছে তাকে বা তাদেরকে।

'পুরো তৈরি ছিল লোকগুলো,' মন্তব্য করল খবির।

রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৯:৩১:০১

'চলো, হাতে ঊনত্রিশ মিনিট, তার আগেই প্রেসিডেন্টের হাতে ফুটবল তুলে দিতে হবে,' বলল রানা।

'যাবেন কী করে?' বলল খবির। 'লোডিং বে উড়ে গেছে। এক্স-রেল ট্রেন ব্যবহার করতে পারব?'

'পরে ভাবব কী করা যায়, এখন প্রথম কাজ মাটির উপর উঠে যাওয়া,' বলল রানা।

যে করে হোক, ফিরতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।

আবার কূপের কাছে ফিরে এল ওরা।

রাং ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, পিছনে খবির।

দ্রুত উঠছে, যেন লেজে আগুন লেগেছে।

রানার কাছে ইংগিলসের ছোট্ট স্যামসোনাইট কণ্টেইনার, খবিরের কাছে ফুটবল।

পুরো একমিনিট পেরুবার আগেই মইয়ের শেষমাথায় পৌঁছে গেল ওরা।

উঠে এসেছে একটা অ্যালিউমিনিয়ামের ঘরের ভিতর। ওটাকে বড় কোনও ছাউনি মনে হলো।

ছাউনির আরেকদিকে মাইন-কারের ট্র্যাক, নেমে গেছে নীচের দিকে। পাশে কনভেয়ার বেল্টে জং ধরা বেশকিছু লোডিং ট্রে। সবকিছুর উপর ধুলো ও মাকড়সার জাল।

একটু দূরে বড় দরজা, ওটার সামনে পৌঁছে গেল রানা ও খবির। লাথি দিয়ে দরজা খুলল রানা।

চোখ ধাঁধিয়ে গেল সূর্যের ঝলমলে আলোয়। চোখে-মুখে এসে পড়ল বালির অসংখ্য কণা। এখনও চলছে মরুঝড়।

খনির ছাউনি থেকে বেরিয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা ও খবির। ওরা এসে হাজির হয়েছে মরুভূমির সমতল এক পেনিনসুলার উপর। বালির আঙুল চলে গেছে লেক পর্যন্ত। ইউটার বিশাল প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের সামনে নিজেদেরকে পিঁপড়ার মত ছোট মনে হলো ওদের। এমন কী প্রকাণ্ড অ্যালিউমিনিয়ামের ছাউনিও বামন হয়ে গেছে।

সমতল পেনিনসুলার উপর ওরা দেখল একটা দালান। খনির ছাউনি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। ছোট খামারবাড়ির পাশেই বার্ন।

ঝড়ের পাগলা বালির ভিতর দৌড় শুরু করল রানা ও খবির।

খামারবাড়ির গেটে লেটারবক্সে লেখা: ম্যাকআর্থার।

খোলা গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল রানা, প্রায় ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল উঠানে। চলে এল খামারবাড়ির পাশে, একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল। আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো ওর পাশের দেয়াল। কর্কশ আওয়াজে গর্জে উঠেছে অটোমেটিক রাইফেল।

চরকির মত ঘুরল রানা। খামারবাড়ির কোনা ঘুরে ছুটে আসছে ডেনিম ওভারঅল পরা এক লোক, হাতে উদ্যত একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলল অস্ত্রটা।

গুড়ুম!

বালিঝড়ের ভিতর আরেকটা গুলির আওয়াজ হয়েছে। ধুপ্ করে বালির উপর পড়ল লোকটা, মৃত।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল খবির। হাতের এম ৯ পিস্তলের নল থেকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া।

'লোকটা কে, বা কী চাইছিল?' ঝোড়ো হাওয়ার উপর দিয়ে জানতে চাইল খবির।

'আন্দাজ করতে পারি,' বলল রানা। 'পরে হয়তো শুনব মিস্টার ম্যাকআর্থার ছিল ডক্টর ইংগিলসের বন্ধু। এসো!'

বার্নের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর দড়াম করে খুলে দিল দুই কবাট। আশা করছে, ভিতরে কোনও ধরনের গাড়ি থাকবে। কিন্তু...

'ভাগ্যদেবী ফিরে চেয়েছে,' মনে মনে বলল রানা।

বার্নের ভিতর নতুন গাড়ির মত চকচক করছে আমেরিকার এদিকের খামারবাড়িগুলোর স্বাভাবিক একটা বাহন— ওটা লেবুর মত সবুজ রঙের বাইপ্লেন। ফসলের মাঠে কীটনাশক দেয়ার কাজে লাগে।

তিন মিনিট পর লেক পাওয়েলের ক্যানিয়নগুলোকে নীচে ফেলে আকাশ চিরে এগিয়ে চলল রানা ও খবিরের খুদে বিমান।

সময় এখন ৯:৩৮ মিনিট।

হাতে বাড়তি সময় নেই, ভাবছে রানা।

বিমানটা টাইগার মথ— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাইপ্লেন। ওটা দিয়ে আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় ফসলে কীটনাশক ছড়িয়ে দেয় চাষীরা। বিমানের দুটো জোড়া ডানা, একটা ফিউজেলাজের উপরে, অন্যটা নীচে— দুটোর ভিতর দণ্ডের মত সব স্ট্রাট। সবকিছু ঠিক জায়গায় রাখছে বিশেষ তার। বিমানের সামনের দিকে দু'দিকে দুটো উঁচু ল্যাণ্ডিং হুইল— দেখলে মনে হয় মশার পা। বিমানের পিছনে একটা মাত্র চাকা। সঙ্গে কীটনাশক ছড়িয়ে দেয়ার স্প্রেয়ার।

বেশিরভাগ বাইপ্লেনের মতই এই বিমান টু-সিটার। পিছনে পাইলটের সিট, সামনের সিটে কো-পাইলট। বিশেষ যত্ন নেয়া হয়েছে এই বিমানের। মিস্টার ম্যাকআর্থার শুধু যে ভাল গুপ্তচর ছিল তাই নয়, উৎসাহী বিমান বিশেষজ্ঞও ছিল।

'আপনার কী মনে হয়,' ফ্লাইট হেলমেটের মাইক্রোফোনে বলল খবির। 'ভাল হতো না এক্স-রেল ব্যবহার করলে?'

'না,' বলল রানা, 'সময় নেই। সোজা উড়ে গিয়ে নামব এয়ার বেস যিরো নাইনে। ঢুকব ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট দিয়ে।'

নয়

বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করছে কেভিন কনলনের হৃৎপিণ্ড।

আজকের দিনটা সত্যিই ঘটনাবহুল।

চায়নিজ আর্মির স্পেস শাটল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে এয়ার বেস যিরো নাইনে একদল নকল কমাণ্ডো আছে বলবার পর, তাঁরা এয়ার বেস যিরো এইট ও এয়ার বেস যিরো নাইনের এক শ' মাইলের ভিতর সমস্ত টেলিফোনে আড়ি পেতেছেন। তখন থেকে নজর রাখছে ডিআইএ-র সার্ভেইল্যান্স স্যাটালাইট।

কেভিন কনলনের যোগ্যতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁরা ওকে মন দিয়ে লেগে থাকতে বলেছেন। ওসব বেস থেকে কোনও ফোন এলে বা সেখানে গেলে তা সোজা আসবে ওর কাছে।

কর্মকর্তাদের একজন বলেছেন, 'কাজের কাজ করেছ, কনলন, এখন থেকে সরাসরি আমাদেরকে রিপোর্ট করবে।'

অবশ্য, এখনও পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পারেনি কনলন।

উত্তেজিত, মনের ভিতর কী যেন খচখচ করছে।

কী যেন খেয়াল করবার কথা ওর।

কিন্তু সেটা কী?

সিআইএ থেকে ডিআইএ-কে বলা হয়েছিল: ক্ষমতাশালী কয়েকজন চায়নিজ জেনারেল যে-কোনও দিন কু করবেন, ফেলে দেবেন বর্তমান সরকারকে। কাজেই বিশেষ করে চায়নিজ আর্মির স্যাটালাইটের উপর চোখ রাখতে হবে। এ থেকে আমেরিকান সরকার লাভবান হতে পারে।

এ খবর তো একমাস আগের।

এর সঙ্গে আমেরিকার...

এখন মহাশূন্যে উড়ছে চায়নিজ আর্মির শাটল, এদিকে এয়ার ফোর্সের বেসের ভিতর ঢুকে পড়েছে নকল নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিট। তারা সবাই চায়নিজ।

নিশ্চয়ই জরুরি কিছু চাইছে চায়নিজ জেনারেলরা। বোধহয় ভাইরাসের ভ্যাকসিন। ওটার কথা এসেছে ডিকোডেড মেসেজের ভিতর।

তা ঠিক আছে।

আর ওই চায়নিজ শাটল ব্যবহার করে সবচেয়ে সহজে বেসের লোকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

এ-ও ঠিক।

কিন্তু না, আরও কিছু আছে। চায়নিজ জেনারেলরা অন্য দশটা স্যাটালাইট ব্যবহার করে নিজেদের সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত। সেজন্য কোনও শাটলও লাগে না আসলে।

তার মানে অন্য কোনও কারণে...

ডিআইএ থেকে যে দু'জন এয়ার ফোর্সের লিয়াযন অফিসারকে ডেকে নেয়া হয়েছে, তাদের একজনের দিকে ফিরল কনলন। 'এয়ার বেস যিরো নাইনে কী ধরনের হার্ডওয়্যার রেখেছে এয়ার ফোর্স?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়াযন অফিসার। 'কয়েকটা স্টেলথ, একটা এসআর-৭১ ব্ল্যাকবার্ড, কয়েকটা অ্যাওয়্যাক্স বিমান। আসলে ওই বেস ব্যবহার করা হয় বায়োলজিক্যাল ফ্যাসিলিটি হিসাবে।'

'আর অন্য এয়ার বেস? যিরো এইট?'

সরু হয়ে গেল লোকটার চোখ। 'ওটা অন্য ধরনের।'

'খুলে বলুন। আমার জানা দরকার। বিশ্বাস করুন, আমাদের সবার জন্যই মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে ওই দুই এয়ার বেস।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল অফিসার। তারপর বলল, 'এয়ার বেস যিরো এইট অন্যরকম। ওখানে কাজ চলছে প্রোটোটাইপ এক্স ৩৭ স্পেস শাটলের উপর। ওটা স্যাটালাইট ফেলে দিতে পারবে। সাধারণ শাটলের চেয়ে আকারে ছোট, লঞ্চ করতে হবে হাই-ফ্লাইং ৭৪৭ বোয়িং বিমানের পিঠে তুলে।'

'স্যাটালাইট কিলার?'

'ওটার ডানার নীচে আছে যিরো গ্র্যাভিটি অ্যামব্রাম মিসাইল। ওই শাটল চট্ করে উঠে যাবে মহাশূন্যে, যে-কোনও বিদেশি

গুপ্তচর স্যাটালাইট বা স্পেস স্টেশন ফেলে দেবে, তারপর ফিরে আসবে দেরি না করেই।'

'ক'জন উঠতে পারে ওটার ভিতর?' জানতে চাইল কনলন।

ভুরু কুঁচকে ফেলল এয়ার ফোর্স অফিসার। 'তিনজন কমাণ্ড ক্রু। ওয়েপন্স হোল্ডে বড়জোর দশ থেকে বারোজন। ...হঠাৎ এসব জানতে চাইছেন কেন?'

চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে কেভিন কনলন। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হায় ঈশ্বর... তা হলে...' চুপ হয়ে গেছে সে।

চট্ করে তুলে নিল কাছের প্রিন্টআউট।

ওটা ওর শেষ ডিকোডেড মেসেজ, ওটার কারণেই বোঝা গেছে ওয়াং ইউনিট আসলে বিশ্বাসঘাতক। মেসেজে লেখা:

০৩-জুলাই

স্যাটালাইট ইন্টারসেপ্ট

প্রথম কণ্ঠ: আমি ডক্টর তাই লি। এয়ার বেস যিরো নাইনে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট নিয়ে তৈরি লি ওয়াং এবং কিম শাং।

আপনাদের লোক তাদের সঙ্গেই আছে। ক্যাপ্টেন লি ওয়াং, লেফটেন্যান্ট কিম শাং, কর্পোরাল ও সার্জেন্ট যি চিং-হুয়া, চুই কুয়েং, দে গাও, ক্যাং লি, লং মেং, নিং লং, কুয়েং পেং-এর ভিতর বাটোয়ারা করে দেয়া হয়েছে আপনাদের দেয়া এক শ' মিলিয়ন ডলার। সঠিক সময়ে তাদেরকে নিয়ে রওনা হব।

'সঠিক সময়ে সবাইকে নিয়ে রওনা দেবে ডক্টর তাই লি,' উচ্চারণ করে বলল কেভিন কনলন।

'কী বিড়বিড় করছেন?' জানতে চাইল এয়ার ফোর্সের লিয়াযন অফিসার।

নিজ মনের ভিতর আবারও ডুব দিয়েছে কনলন।

সব পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন।

'আপনি যদি কোনও টপ সিক্রেট ভ্যাকসিন বের করতে চান মরুভূমির কোনও টপ সিক্রেট এয়ার ফোর্স বেস থেকে, আপনি কী করবেন? বিমান নিয়ে রওনা হবেন না। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে যাওয়ার আগেই এয়ার ফোর্স ওই বিমান ফেলে দেবে। একই কথা সড়ক-পথে গেলে। কোনও সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবেন না। কিন্তু চায়নিজ জেনারেলরা ভাল পথ খুঁজে নিয়েছে।'

'আপনি কী বলছেন এসব?'

'যদি গোপনে আমেরিকা থেকে কিছু বের করতে চান,' বলল কনলন, 'আপনার সহজ পন্থা হবে মহাশূন্যে উঠে যাওয়া। কে ঠেকাবে তখন?'

রানা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৯:৪৫

আর মাত্র তেরো মিনিট পেরুবার আগেই প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ফুটবল।

বেশ ক' মিনিট হলো আকাশ-পথে চলেছে রানা ও খবির। অনেক নীচে ধূ-ধূ মরুভূমি। সবুজ বিমান ছুটছে ঘণ্টায় এক শ' নব্বুই মাইল বেগে।

বহু দূরে দেখা দিয়েছে মরুভূমির ভিতর উঁচু হয়ে ওঠা নিচু এক পর্বতশ্রেণী। মাঝে রানওয়ে, ওটাই এয়ার বেস যিরো মাইন।

টেকঅফ করবার পর প্রথম সুযোগেই ডক্টর ইংগিলসের রুপালি স্যামসোনাইট কন্টেইনার খুলেছে রানা। ফোমের ভিতর শুয়ে আছে বারোটা চকচকে কাঁচের অ্যাম্পুল। গায়ে সাঁটা দু'ধরনের কাগজে লেখাঃ 'ডুম্স্ ডে ভাইরাস' এবং 'অ্যান্টিডোট'। আরেক পাশে মোবাইল হার্ডডিস্ক ও মাইক্রোফিল্ম। শেষের এই দুটোর ভিতর রয়েছে সম্ভবত কীভাবে তৈরি করা যায় পলের মত ছেলে এবং

ভাইরাসের অ্যান্টিডোট ফর্মুলা।

বামদিকের দুটো অ্যাম্পুলের উপর লেখা ভাইরাস।

অন্য দশটার উপর লেখা: অ্যান্টিডোট।

অদ্ভুত সুন্দর সবজেটে তরল।

একপলক ওগুলো দেখেছে রানা। ওর মনে পড়েছে বিসিআই চিফের কথাগুলো: 'কাজটা অত্যন্ত কঠিন, সম্ভব হলে ওই ভাইরাসের নমুনা ও অ্যান্টিডোট নিয়ে এসো।'

পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডে ভাইরাসের দুটো অ্যাম্পুল, অ্যান্টিডোটের পাঁচ অ্যাম্পুল, মোবাইল হার্ডডিস্ক ও মাইক্রোফিল্ম চলে গেল রানার দুই বুটজুতোর সোলের ভিতরের ফোমের খুপরিতে। এখন ঝেড়ে দৌড় দিলেও ওগুলো নষ্ট হবে না।

ইংগিলসের কণ্টেইনারে অ্যান্টিডোটগুলোর পাশে আছে একটি সিরিঞ্জ। ওটা কাজে লাগবে, ভেবেছে রানা। অ্যান্টিডোটের তিনটা অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ রেখে দিল নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ইউনিফর্মের থাই পকেটে।

কাজ শেষে বিমানের সিটের পাশে রেখে দিল কণ্টেইনার, এখন ভিতরে রয়েছে মাত্র দুটো অ্যাম্পুল। এবার সামনে বেড়ে টোকা দিল খবিরের কাঁধে।

বিমানে উঠবার পর থেকে আরও চুপ হয়ে গেছে খবির, ঘুরে চাইল সে।

কণ্টেইনার ওর হাতে দিল রানা।

ওটা নিয়ে চোরাই ইউনিফর্মের পকেটে রেখে দিল খবির। আবারও চেয়ে রইল দূর আকাশে।

'তুমি আমাকে একেবারেই পছন্দ করো না— তাই না?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। কথা বলেছে হেলমেট মাইকে।

কাঁধ ঝাঁকাল খবির।

এক সেকেণ্ড পর তরুণ সার্জেন্টের কণ্ঠ এল রানার হেলমেট

মাইক্রোফোনে।

'আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই, মেজর।' নিচু স্বরে বলেছে খবির, কণ্ঠ শীতল।

'বলো?'

'অ্যান্টার্কটিকায় আমার বাবা ওই মিশনে গিয়ে কীভাবে মারা গেল?'

কোনও জবাব দিল না রানা।

ভয়ঙ্কর, নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় খবিরের বাবাকে। নিজের চোখে দেখেছে রানা। উইলকক্স আইস স্টেশনে সত্যিকারের পিশাচ এক ব্রিটিশ এসএএস কমাণ্ডার তাকে হাত বাঁধা অবস্থায় পুলে নামিয়ে খুন করে। ওই পুলে ছিল ক্ষুধার্ত সব কিলার ওয়েইল।

'ওকে ধরে ফেলে শত্রুরা, জুলিয়াস বি. গুণ্ডারসন নামের এক ইবলিশ ওকে খুন করে।'

'আপনি জানেন, কীভাবে?'

'তোমার না জানাই ভাল।'

'বলুন, প্লিজ। আমি শুনতে চাই?'

চোখ বুজে ফেলল রানা। 'ওরা ওকে কিলার ওয়েইল ভরা এক পুলের উপর উল্টো করে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেয় পানিতে।'

'আপনার দলের কেউ কিছু বলেনি,' নরম স্বরে বলল খবির। প্রশ্ন নয়, মন্তব্য। খসখসে শোনাল ওর কণ্ঠ। 'একটা চিঠি দেয়া হয় আর্মি থেকে। বলা হয় মিশনে গিয়ে বাবা মারা গেছে। ...জানেন, মেজর, বাবা মারা যাওয়ার পর কী ঘটেছিল?'

জানে রানা। কিন্তু একটা কথাও বলল না।

'আমার মা ছিল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কোয়ার্টারে। তাকে বলা হলো, ছেড়ে দিতে হবে বাসা। জীবিত সৈনিকদের স্ত্রীরা চায় না পাশের বাসায় থাকুক সুন্দরী বিধবা। তাদের হয়তো ধারণাঃ

স্বামীকে কেড়ে নেবে ওই মহিলা।

'প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বা আর সব তুলে নিয়েছিল বাবা শেয়ার বাজারে ইনভেস্টের জন্যে। সবই শেষ হয়ে গেল আমাদের দেশের একদল পশুর লোভের কারণে। ...আমাদের গ্রামের বাড়ি নেই যে মা ফিরবে। নতুন করে শুরু হলো জীবন সংগ্রাম। নানান দিকে নানান ভাবে চেষ্টা করে দেখল মা। কিন্তু কোথাও সুবিধে হলো না। তিনমাস সংগ্রামের পর এক শ'টা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করল আমার মা।

'তার কদিন পরেই দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস নামের একটা জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমার নামে এল মোটা অঙ্কের টাকা। কেন দেয়া হলো, কিছুই বুঝিনি। কিন্তু অচেনা বিদেশি লোকের ওই টাকাই সেদিন বাঁচিয়েছিল আমাদের; অকূল পাথারে আমরা ক' ভাইবোন খেয়েপরে বাঁচার অবলম্বন পেয়েছিলাম ...কিন্তু আপনারা, বাবার অফিসার ও সহকর্মীরা কেউ খোঁজও নিলেন না আমাদের কী হলো!'

ঘুরে রানার চোখে চাইল খবির। 'তাই জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ প্ল্যান করেন কেন? আপনার বোধহয় জানা নেই, জীবনটা খেলা নয়। আমরা কেউ মরলে গোটা একটা পরিবারের সর্বনাশ হয়ে যায়। আমার বাবা মারা গেছে, আর আমার মা কোনও উপায় না দেখে আত্মহত্যা করেছে। বাবাকে ছাড়া বাঁচতে চায়নি মা। তাই আপনার কাছে জানতে চাইছি, আপনারই কোনও প্ল্যান অনুযায়ী বাড়তি ঝুঁকি নেয়ার কারণে আমার বাবা মারা গেছে কি না।'

চুপ করে আছে রানা।

হোসেন আরাফাত দবিরের স্ত্রীকে ও চিনত না।

এখন কেমন অপরাধী লাগছে ওর। ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর নেয়া উচিত ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ খুলল।

'বাংলাদেশের ...না, সারা দুনিয়ার সেরা যোদ্ধাদের একজন ছিল তোমার বাবা।' কিছুক্ষণ পর আবার বলল ও, 'ছোট্ট একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল দবির। আমরা তখন শত্রুর ধাওয়া খেয়ে পালাচ্ছিলাম। ওই মেয়ে দ্রুতগামী হোভারক্রাফট থেকে পড়ে যাচ্ছিল, যেন আহত বা নিহত না হয়, সেজন্যে ওকে বুকে তুলে নিয়ে পড়েছিল দবিরও। তারপর ওই আইস স্টেশনে ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে মেরে ফেলল ওরা। ঠিক সময়ে ফিরতে চেয়েছি, কিন্তু... কিন্তু তখন আমি পানির নীচে। উঠে আসতে আসতে সব শেষ!' আলগোছে চোখের পানি মুছল রানা।

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম কখনও কাউন্টডাউন মিস করেন না আপনি।'

বহু দূরে চোখ রানার। ছায়াছবির মত দেখতে পাচ্ছে অতীতের সব ঘটনা। বরফ, চারদিকে বরফ! ধাওয়া করছে ব্রিটিশ হোভারক্রাফট। ওই তো, মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে পড়ে গেল মহৎ হৃদয় দবির।

হঠাৎ প্রশ্ন করল খবির, 'মেয়েটা শেষপর্যন্ত বেঁচেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কথা প্রায়ই বলত বাবা,' নিচু কণ্ঠে বলল খবির। 'বলত, আপনার মত অফিসার হয় না। মানুষ হিসাবে আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করত। ...না জেনে আমি আপনার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করেছি, সেজন্য দুঃখিত, স্যর। ধরে নিয়েছিলাম, আপনি আর সব অফিসারের মতই। ...অবশ্য, এখন কিছুটা বুঝতে পেরেছি।'

মরুভূমির মেঝের দিকে নামতে শুরু করেছে সবুজ বিমান।

ঘড়িতে সকাল ৯:৫১

মরুভূমির মেঝে স্পর্শ করেছে টাইগার মথ, ঝড়ের ভিতর নতুন করে ছিটকে উঠেছে বালির মেঘ।

বাইপ্লেন কিছু দূর দৌড়ে থেমে যেতেই নেমে এল রানা ও খবির। ফুটবল ফিরিয়ে নিয়েছে রানা, অন্য হাতে ডেযার্ট ঈগল পিস্তল। খবিরের হাতে দুটো নিকেল-প্লেটেড এম৯।

দৌড়াতে শুরু করল ওরা, ছুটে চলেছে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ট্রেঞ্চের সামনে। বালি ভরা মেঝেতে ছিটিয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা লাশ।

সুট পরা নয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, এরা ছিল দুই নম্বর অ্যাডভান্স টিম।

তাদের কাছাকাছিই পড়ে আছে চার মেরিন, পরনে ইউনিফর্ম। এরা নাইটহক থ্রি-র অফিসার ও সৈনিক।

লাশগুলো টপকে ভেন্টের মুখে চলে এল রানা ও খবির।

রানা একবার দেখে নিল ঘড়ি:

৯:৫২

রেকণ্ডোদের কারণে ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দরজা এখনও খোলা। কংক্রিটের সরু টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা, নতুন উদ্যমে ছুটতে শুরু করেছে।

ভিতর অংশ ছায়াময়। বিশফুট যাওয়ার পর থেমে গেল ওরা। একটা প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। এখান থেকে অনেক নীচে গাঢ় অন্ধকারে নেমে গেছে রাং ল্যাডার।

দু'হাতে একপাশের দণ্ড জড়িয়ে ধরল রানা, সরসর করে নামতে শুরু করেছে। ওর পর পর নেমে পড়ল খবির।

ফ্যাসিলিটির এদিকে কোনও বাতি নেই। রানার দাঁতের ধরা ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পুরো পাঁচ শ' ফুট নেমে এল ওরা। কোমর থেকে দুই কারুকার্যময় পিস্তল বের করেছে খবির। রানার পিছনে চলতে হবে ওকে, ওর সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইট নেই।

পিস্তলের ব্যারেলে ফ্ল্যাশলাইট আটকে নিল রানা, তারপর

সামনে বাড়ল। চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়ি:

৯:৫৩.

ওরা রয়েছে সরু এক দীর্ঘ টানেলে। পাশাপাশি ছুটতে পারবে না দু'জন। ক্রমেই নীচের দিকে গেছে সুড়ঙ্গের মেঝে। কোথাও কোনও আলো নেই।

ফ্ল্যাশলাইটের মৃদু আলোয় ছুটছে ওরা।

দৌড়ের ফাঁকে রানা সিক্রেট সার্ভিস রিস্ট মাইকে বলল, 'তিশা, শুনছ? আমরা ফিরেছি! ফ্যাসিলিটির ভিতর!'

ফচফচ আওয়াজ তুলল ইয়ারপিস, তারপর শুরু হলো খড়খড় শব্দ।

কেউ জবাব দিল না।

বোধহয় সিক্রেট সার্ভিস রেডিয়ো পানির নীচে কাজ করবার জন্য উপযুক্ত নয়, নষ্ট হয়ে গেছে।

৯:৫৪

কয়েক শ' গজ অতি সরু টানেল ধরে দৌড়ে ওরা পৌঁছে গেল লেভেল সিক্স-এ ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দরজার সামনে। ওরা আছে এক্স-রেল স্টেশনের ট্র্যাকগুলোর উত্তর দিকে।

গোটা স্টেশন ডুবে আছে দোয়াতের কালির মত অন্ধকারে।

কোথাও কোনও আলো নেই।

থমথম করছে চারপাশ।

অস্ত্রের ওপর বসানো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চারপাশে একের পর এক লাশ দেখল রানা। মাঝখানের প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় বিস্ফোরিত হয়েছে কিছু। পুড়ে গেছে জায়গাটা। ওখানে ফেটেছে বাটারফিল্ডের আরডিএক্স গ্রেনেড।

'সিঁড়ি,' বলল রানা। আলো তাক করল বামদিকের ফায়ার স্টেয়ারের দিকে।

লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল ওরা, ছুটতে শুরু করেছে দরজার

াদকে।

'তিশা! শুনতে পাচ্ছ?'

খড়মড় আওয়াজ তুলছে রেডিয়ো।

স্টেয়ারওয়েলের দরজায় পৌঁছে গেল ওরা। ঝটকা দিয়ে দরজ খুলল রানা। পরিষ্কার শুনল ধুমধুম আওয়াজ। উপরে ছুটা কমপক্ষে বারোটা কমব্যাট বুট। নেমে আসছে তারা!

'এদিকে!' চাপা স্বরে বলল রানা। দ্রুত সরল দরজার কা থেকে, ছুটে চলে গেল প্ল্যাটফর্মের দক্ষিণ দিকে। এক্স-রেল মেনটেইন্যান্স ভেহিকেলের একপাশে কাভার নিল।

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিয়েছে রানা। এক সেকেণ্ড পর ওর পাশে ঝুপ করে বসল খবির। পরের সেকেণ্ডে স্টেয়ারওয়েলের দরজ দড়াম করে খুলে গেল, হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল ওয়াং ইউনিটের ক্যাপ্টেন ওয়াং ও তার দলের সদস্যরা। আঁধারে ছুটতে শুরু করেছে, হাতের ফ্ল্যাশলাইটের আলো গিয়ে পড়ছে এদিক ওদিক।

কমাণ্ডোদের ভিতর পল ছেলেটাকে দেখতে পেল রানা।

'ব্যাপারটা কী?' ফিসফিস করে বলল খবির।

ছেলেটার পিছনে ছুটছে চার কমাণ্ডো। এদের দু'জনকে ডিকমপ্রেশন চেম্বারে দেখেছিল রানা।

ঝড়ের গতিতে চলছে ওর মগজ।

আসলে এখানে কী ঘটছে?

একটু আগে এয়ার বেস যিরো নাইনে ছেলেটাকে ফিরিয়ে এনেছে দুই পেনিট্রেটার। কিন্তু এখন আবারও সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। আরও নিরাপদ কোথাও সরিয়ে দিচ্ছে জেনারেল ক্রুকস?

খচখচ করছে রানার মন।

আর্লিং এফ ক্রুকসের কী যায় আসে এ ছেলের জন্য?

সে তো চায় শুধু প্রেসিডেন্টকে খুন করতে!

প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে ছুটছে লোকগুলো, তাড়া দেখে মনে

হচ্ছে খুব জরুরি কাজে চলেছে।

ওয়াং ইউনিটের ফ্ল্যাশলাইটের বাতি গিয়ে পড়েছে এক্স-রেল টানেলের ব্লাস্ট ডোরের খোলা কবাটের উপর। ওটা প্ল্যাটফর্মের ওদিকে। ওই পথে যাওয়া যায় এয়ার বেস যিরো এইটে।

ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে পলকে। ঢুকে পড়ল তারা পুব টানেলে। বারবার পিছনে চাইছে লোকগুলো।

পিছন থেকে হামলা আসতে পারে, আশঙ্কা করছে যেন।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

শেষবারের মত চট্ করে পিছনদিক দেখে নিল চায়নিজ কমাণ্ডো।

ঠিক তখনই সব বুঝতে পারল রানা।

এরা পলকে কিডন্যাপ করছে!

লেভেল টু-র হ্যাঙারে চিন্তিত তিশা চট্ করে দেখে নিল ঘড়িঃ

৯:৫৫:০০

আর পাঁচ মিনিট পর প্রেসিডেন্টের হাতের তালু রাখতে হবে ফুটবলের অ্যানালাইযার প্লেটে।

এখনও রানার কোনও চিহ্ন নেই।

যদি ফিরতে দেরি করে, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে উড়ে যাবে চোদ্দটা শহর।

লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমান থেকে নেমে পড়েছে তিশা, নিশাত, জেসিকা, প্রেসিডেন্ট, কোসলোস্কি ও নিরো।

তিশা ও জেসিকার অস্ত্রের ব্যারেলের পাশে জ্বলছে ফ্ল্যাশলাইট, সে আলোয় চলেছে ওরা। পাতাল হ্যাঙারে একটু দূরে চওড়া এয়ারক্রাফট এলিভেটার শ্যাফট।

তিশার হাতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স, ওদেরকে যেতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টারে। দখল করে নিতে হবে

ওই অফিস, হাতে পেতে হবে রিমোট কন্ট্রোলটা।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতর রানা না এলে...

অদ্ভুত নীরব গোটা ফ্যাসিলিটি।

ভুতুড়ে আঁধারে পাতাল ফ্যাসিলিটির ভিতর থমথমে পরিবেশ।

হঠাৎ তিশার মনে হলো কানের ভিতর খড়মড় করে উঠল ইয়ারপিস। 'শা... শুন...?'

একই আওয়াজ শুনেছে জেসিকা। 'শুনতে পেলে, তিশা?'

হঠাৎ চমকে উঠল সবাই। এলিভেটার শাফটে বুম করে উঠেছে একটা অস্ত্র।

আওয়াজটা খুব কাছেই।

অস্ত্রটা ছিল পাম্প-অ্যাকশন শটগান।

গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই বিশ্রী আওয়াজ শুনল ওরা।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠেছে কেউ!

লোকটার হাসি শুনে মনে হলো সে উন্মাদ। থামছে না, শব্দটা ছোরার মত চিরে দিচ্ছে বাতাস।

'হাহ্-হাহ্-হাহ্! সবাই কী করো! আমরা আসছি তোমাদেরকে ধরতে!'

নেকড়ের ডাক শুরু হয়েছে: আউ-উ-উ-উ-উ!

এমন কী নিশাতও ঢোক গিলল। 'বন্দিরা...'

'সেল বে-র আর্মস কেবিনেট পেয়ে গেছে,' চাপা স্বরে বলল জেসিকা।

এলিভেটার শাফটের ভিতর জোরালো ধাতব ক্লিং! আওয়াজ হলো।

কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল তিশা।

লেভেল পাঁচের বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম উপরে উঠবে। ওটার বুকে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

এলিভেটারে বেশকিছু জ্বলন্ত মশাল দেখল তিশা। আলোগুলো

অন্ধকারের ভিতর নানাদিকে সরছে।

উঠে আসছে মুক্ত নরপিশাচগুলো!

'ক'জন হতে পারে?' একটু কেঁপে গেল জেসিকার কণ্ঠ।

'ওরা বেয়াল্লিশজন,' বলল তিশা।

'কপাল মন্দ যে...'

জোর গোঙানি ছাড়ল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম, দুলে উঠে রওনা হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে নীচে নামছে ওটায় জমে থাকা পানি।

'আমি ভেবেছিলাম পাওয়ার...' থেমে যেতে হলো নিশাতকে।

মাথা নেড়েছে জেসিকা। 'ওটার সঙ্গে হাইড্রলিক ইঞ্জিন আছে, পাওয়ার ব্ল্যাকআউট হলে ওটা চালু করা যায়।'

অন্ধকারে দুলতে দুলতে শাফট বেয়ে উঠছে প্ল্যাটফর্ম।

'কিনারা থেকে সরে যান সবাই,' বলল তিশা। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে। চলে এল ওরা একটা অ্যাওয়্যাক্স-বিমানের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের আড়ালে।

জেসিকা ও তিশা নিভিয়ে দিল ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইট।

গুড়গুড় আওয়াজ তুলে উঠছে বিশাল প্ল্যাটফর্ম। ধীর গতি তুলে রওনা হয়েছে লেভেল টু পেরিয়ে উপরের দিকে।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের আড়াল থেকে উঁকি দিল তিশা, চমকে গেল। দৃশ্যটা হরর সিনেমার মত মনে হলো ওর।

লেভেল পাঁচের বন্দিরা প্ল্যাটফর্মে, মাথার উপর একহাতে তুলে ধরেছে মশাল, অন্যহাতে শটগান ও পিস্তল। হিংস্র জানোয়ারের মত হুঙ্কার ছাড়ছে। তীক্ষ্ণ চিৎকার ও হৈ-চৈ চলছে।

বেশিরভাগের পরনে শার্ট নেই, মশালের জ্বলজ্বলে আগুন পড়ে চকচক করছে বুক-পেট। কপালে ও কবজিতে বেঁধেছে ব্যাণ্ডানা। প্রত্যেকের পরনে ভেজা প্যান্ট।

এলিভেটার এ লেভেল পেরিয়ে উঠে যেতে আর কিছু দেখতে পেল না তিশা। এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ও। একটু পর

বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে বুম্ করে মেইন হ্যাঙারে গিয়ে থামল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

দশ

কণ্ট্রোল রুমের ভিতর পায়চারি করছে আর্লিং এফ ব্রুকস, বারবার চোখ চলে যাচ্ছে নীচের হ্যাঙারের দিকে। এইমাত্র দেখেছে উঠে আসছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার। ওটার উপর চিৎকার করছে একদল উন্মাদ লোক, শটগান তুলে গুলি করছে ছাতের দিকে। প্ল্যাটফর্ম থেমে যেতেই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ল মুক্ত বন্দিরা।

'র‍্যাটলস্নেক ইউনিটকে জানিয়ে দাও, ওরা যেন উপরের দরজার কাছে অপেক্ষা করে,' নির্দেশ দিল ব্রুকস। 'সেকেণ্ডারি কমাণ্ড পোস্ট ছেড়ে দেব আমরা, চলে যাব ওদের ওখানে। ...ওয়াং ইউনিট কোথায়?'

'ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, স্যর,' কাছের অপারেটার বলল।

'ঠিক আছে, পরে ওদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। সবাই উঠে পড়ো, বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

সিট ছেড়েছে সবাই। তার ইউনিটের তিন কমাণ্ডো নিয়ে তৈরি মেজর জন স্কল্ট, নিজ কমাণ্ডোদের নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড।

কী প্যাড ব্যবহার করে কণ্ট্রোল রুমের উত্তরদিকের এক ছোট প্রেশার ডোর খুলে ফেলেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে রয়েছে কংক্রিটের প্যাসেজওয়ে। বামদিকে বাঁক নিয়ে ঢালু হয়ে নেমে

গেছে পথ। এদিক দিয়ে চলে যাওয়া যায় উপরের দরজার কাছে।

পাইথন ইউনিটের লোকদের নিয়ে দরজার কাছে চলে গেছে জন স্কল্ট। প্যাসেজওয়েতে দৌড় শুরু করেছে তার কমাণ্ডোরা, হাতে অস্ত্র। তাদের পর করিডোরে ঢুকল আর্লিং এফ ব্রুকস, পিছনে জন স্কল্ট।

তারপর দরজা পেরুতে চাইল কর্নেল বার্নটন ডানকান, কিন্তু সে সুযোগ পেল না।

জন স্কল্ট প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়তে না পড়তেই, কণ্ট্রোল রুমের স্বাভাবিক দরজা দড়াম করে খুলে গেল, শটগান হাতে ভিতরে এসে ঢুকল জনাকয়েক পলাতক বন্দি!

বুম! বুম! বুম!

হাজারো টুকরো হলো কয়েকটা কন্সোল।

এস্কেপ প্যাসেজওয়েতে চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে মেজর স্কল্ট, বুঝতে পেরেছে কারা এসে ঢুকেছে— ওদের নিজেদের দলের কেউ আর করিডোর পর্যন্ত আসতে পারবে না— একপলক কর্নেলকে দেখল সে, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল এস্কেপ ডোর। আর প্যাসেজওয়েতে ঢুকতে পারবে না কর্নেল, ওদিকে রয়ে গেল সে এবং তার অপারেটাররা।

কণ্ট্রোল রুমে আটকা পড়েছে এগারোজন লোক। তারা এয়ার ফোর্স অফিসার— কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড, পাঁচ অপারেটার ও চার কম্যাণ্ডো।

এক সেকেণ্ড পর তাদের উপর গুলি শুরু করল বন্দিরা।

মেইনটেন্যান্স ভেহিকেলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা ও খবির, লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল ওরা, ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে ফায়ার স্টেয়ার লক্ষ্য করে।

৯:৫৬:০০

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলল রানা, তখনই স্টেয়ারওয়েলে শুনতে পেল শটগানের গুলির আওয়াজ।

বিকট চিৎকার করছে লোকগুলো।

চট্ করে আবারও দরজা বন্ধ করে দিল রানা।

'কী বুঝলেন?' জানতে চাইল খবির।

'ফ্যাসিলিটি এখন নরক,' বলল রানা।

'চার মিনিটের ভিতর প্রেসিডেন্টকে পেতে হবে,' বলল খবির।

'জানি,' চারপাশে চোখ বোলাল রানা। 'কিন্তু আগে ঢুকতে হবে ফ্যাসিলিটির ভিতর।'

পাতাল রেলওয়ে স্টেশনে আঁধারে চাইল ও।

'ওদিকে চলো!' প্ল্যাটফর্ম ধরে ছুটতে শুরু করেছে।

'কোথায় যাচ্ছি?' পিছু নিল খবির।

'আরেকটা পথে কমপ্লেক্সের ভিতর ঢোকা যায়,' বলল রানা। 'ওই পথ আগে ব্যবহার করেছে নাইন্থ স্কোয়াড্রন। এয়ার ভেন্ট! ওটা প্ল্যাটফর্মের শেষমাথায়!'

৯:৫৭

ঝড়ের গতি তুলে এয়ার ভেন্টের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

আবারও মাইকে বলতে চাইল রানা: 'তিশা! শুনতে পাচ্ছ?'

খড়মড় করছে রেডিয়ো।

ওদিক থেকে কোনও জবাব নেই।

লাফ দিয়ে এয়ার ভেন্টে ঢুকল ওরা, দৌড় শুরু করেছে, ধাতব পাতে ধুম ধুম আওয়াজ তুলছে ওদের ভারী বুট।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওরা পৌঁছে গেল ভেন্টের চার শ' ফুট খাড়া শাফটের তলায়।

'ওরে বাবা!' বিড়বিড় করল খবির। ওর মনে হয়েছে, অনেক উপরে অনন্তের দিকে আঁধারে উঠেছে কূপ।

৯:৫৮

'চটপট উঠতে হবে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ক্রস-ভেন্ট দিয়ে পৌঁছে যাব এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটে, ওটা পেরিয়ে দেখি কী করা যায়।'

আঁধার এয়ার ভেন্টে ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা, ঠিক করেছে দেরি করে ম্যাগনেট অ্যাকটিভেট করবে। দুই সেকেণ্ড পর চালু করল ম্যাগনেটিক চার্জ। অনেক উপর থেকে এল ধুম! আওয়াজ। একপাশের গোল স্টিলের দেয়ালে আটকে গেছে শক্তিশালী চুম্বক।

৯:৫৮:২০

প্রথমে সরসর করে উঠতে লাগল রানা। ওর পিছনে খবির।

কয়েক সেকেণ্ডে চুম্বকের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, গোল দেয়ালে চার হাত-পা ব্যবহার করে নিজেদেরকে আটকে রাখল ওখানে, আবার ফায়ার করল ম্যাগনেটিক চার্জ।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সমান্তরাল এক ক্রস ভেন্টে।

৯:৫৮:৪০

ফুটবল হাতে ভেন্টে ঢুকে পড়ল রানা, দৌড় শুরু করেছে প্রাণপণে। পিছনে ছুটছে খবির।

৯:৫৮:৫০

পৌঁছে গেল ওরা বিশাল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের ধারে। ওদের সামনে এখন কালো আঁধার।

আলো বলতে সামান্য আগুনের শিখা, কমলা রঙের। প্ল্যাটফর্ম উঠে গেছে অনেক উপরে। তার একজায়গায় মিনি এলিভেটারের খোপ, ওখান থেকে আসছে আলো।

ক্রস ভেন্টের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা ও খবির। ওরা আছে লেভেল থ্রি-তে।

মুখের সামনে কবজির মাইক তুলল রানা।

'তিশা! তিশা! তোমরা কোথায়?'

শাফটের উপর থেকে এল কণ্ঠ: 'এই যে!'

মিষ্টি নারীকণ্ঠ।

ঝট্ করে উপরে চাইল রানা। ছোট সাদা এক আলো দেখল রানা।

ওটা কোনও অস্ত্রের ফ্ল্যাশলাইট। টিপটিপ করে জ্বলছে বিশাল শাফটের ওদিকে। লেভেল টু-র চওড়া দরজার কাছে কে যেন।

ওদিকে ফ্ল্যাশলাইট তাক করল রানা, দুই সেকেণ্ড পর দেখতে পেল উদ্বিগ্ন তিশার মুখ।

৯:৫৯:০০

'তিশা!'

'হ্যাঁ, এবার?'

রানার ইয়ারপিসে পরিষ্কার ভেসে এল জোরালো কণ্ঠ। পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের রেডিয়ো। রেঞ্জ কমে গেছে অনেক।

'আমি ভেবেছিলাম এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম এখানে থাকবে!' বলল রানা।

'বন্দিরা ওটা তুলে নিয়ে গেছে মেইন হ্যাঙারে,' বলল তিশা।

৯:৫৯:০৫

৯:৫৯:০৬

'হায় আল্লা, রানা,' তিশা ভুলে গেছে সবার সামনে কী সম্বোধন করে। 'এবার কী করব? হাতে একমিনিটও নেই!'

একই কথা ভাবছে রানা।

ষাট সেকেণ্ড নেই, তার আগেই...

এর ভিতর শাফট বেয়ে নেমে যেতে পারবে না ও। সাঁতার কেটে ওদিক দিয়ে আবার উপরে ওঠা তো অসম্ভব! ম্যাগহুক বড়জোর দেড় শ' ফুট যাবে। মাঝের শাফট পেরুতে পারবে না ও!

'শালার কপাল!' ভাবল রানা।

মাথা থেকে কিছু বের করো!

'সিডনি হার্বার ব্রিজ করলে কেমন হয়?' ইয়ারপিসে নিশাতের কণ্ঠ শুনল রানা।

হার্বার ব্রিজ আসলে কল্পনার এক ম্যাগহুক কৌশল। দু'জন লোক যদি উল্টো দিক থেকে ম্যাগহুক ফায়ার করে, আর দুই হুক যদি আটকে যায় মাঝ আকাশে, তা হলে...

সিডনি হার্বার ব্রিজের কারণে ওই কৌশলের নাম রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ল্যাণ্ডমার্ক একপাশ থেকে শুরু হয়েছে, মাঝে গিয়ে মিলিত হয়েছে সেতুর দুই অংশ।

একবার কয়েকজন মেরিন সৈনিককে ওই কৌশল ব্যবহার করবার চেষ্টা করতে দেখেছে রানা। কেউ সফল হয়নি।

'না, সম্ভব নয়,' জানিয়ে দিল রানা। 'মাঝ আকাশে কেউ ম্যাগহুক আটকাতে পারেনি। কিন্তু...'

৯:৫৯:০৯

৯:৫৯:১০

একবার চট্ করে প্রেসিডেন্ট ও তিশাকে দেখল রানা। ওরা লেভেল টু-র দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। মাঝের দূরত্ব আরেকবার দেখল ও।

এবার উপরের দিকে চাইল। অনেক উপরে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের নীচের অংশ।

নিশাতের পরামর্শ শুনে অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে ওর মনে।

দুটো ম্যাগহুক হয়তো...

'তিশা! জলদি!' তাড়া দিল রানা। 'মিনি এলিভেটার কোথায়?'

'আগে যেখানে ছিল সেখানেই, লেভেল ওয়ানে,' বলল তিশা।

'লেভেল ওয়ানে উঠে যাও! দেরি কোরো না! শাফটের সামনে মেইন এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের এক শ' ফুট নীচে থামবে। যাও! জলদি!'

তর্ক করবার মানসিকতা নেই তিশার। সেই সময়ও নেই। খপ্

করে প্রেসিডেন্টের হাত ধরল ও, ঘুরেই দৌড় শুরু করেছে।

মুহূর্তে আড়ালে চলে গেল দু'জন।

৯:৫৯:১৪

৯:৫৯:১৫

খবিরকে পাশ কাটাল রানা, ছুটছে মেইন ভেন্টের সমান্তরাল ক্রস-ভেন্ট লক্ষ্য করে।

খাড়া ভেন্টিলেশন শাফটের সামনে পৌঁছে গেল রানা। আবারও উপরে ফায়ার করল ম্যাগহুক।

এবার পুরো দেড় শ' ফুট দড়ি বেরুতে দিল, তারপর গ্র্যাপলিং হুকের ম্যাগনেটিক সুইচ টিপল। খুলে গেছে চুম্বকের আঁকশি। ঠং করে লেগে গেল ভেন্টের ধাতব দেয়ালে। টান দিয়ে দেখল রানা, খুলে এল না।

৯:৫৯:২২

৯:৫৯:২৩

দ্রুত শাফট বেয়ে উঠছে রানা।

ওর সঙ্গে আসেনি খবির, ম্যাগহুক আবারও নীচে পাঠাবার সময় হাতে নেই। আপাতত একা থাকতে হবে খবিরকে। তা ছাড়া, রানার দরকার ম্যাগহুক...

ম্যাগহুকের লুঞ্চার দড়ি গুটিয়ে উপরে উঠছে, সে সঙ্গে উঠছে রানাও। চারপাশে এয়ার ভেন্টের ধাতব দেয়াল। হুকের রিলিং মেকানিযমের কাছে পৌঁছে গেল রানা। এবার আরেকটা ক্রস ভেন্ট ব্যবহার করে উঠে এল উপরের লেভেলে। এখনও এক শ' ফুট উপরে মেইন হ্যাঙার। ঝেড়ে দৌড় দিল ক্রস-ভেন্টের ভিতর দিয়ে।

৯:৫৯:২৯

৯:৫৯:৩০

আবারও বেরিয়ে এল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের মুখে।

এখন উপরের বিশাল এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম অনেক কাছে মনে হলো। মাত্র এক শ' ফুট নীচে রানা। স্পষ্ট শুনল গোলাগুলির আওয়াজ। হৈ-চৈ করছে পলাতক বন্দিরা। এক সেকেণ্ডের জন্য রানা ভাবল, লোকগুলো উপরে উঠে কী করছে।

৯:৫৯:৩৪

৯:৫৯:৩৫

ঠিক তখনই ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইটে দেখল রানা, ওদিকে উঠে এসেছে মিনি এলিভেটার। থেমে গেছে প্রকাণ্ড এলিভেটারের এক শ' ফুট নীচে। দুই শ' ফুট দূরে দেখল তিশা, জেসিকা, নিশাত ও প্রেসিডেন্টকে।

৯:৫৯:৩৭

৯:৫৯:৩৮

সমান উচ্চতায় থেমেছে মিনি এলিভেটার।

'ওখানেই থামো!' বলল রানা।

ঝাঁকি খেয়ে থামল মিনি এলিভেটার।

রানা এবং ওটার মাঝে দুই শ' ফুট দূরত্ব, মাঝে গভীর চৌকো কূপ।

দুই শ' ফুট ব্যবধানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা।

৯:৫৯:৪০

'ঠিক আছে, তিশা,' রেডিয়োতে জানাল রানা, 'এবার তোমার ম্যাগহুক আটকে দাও এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের নীচে।'

'তার ফলে ভেসে আসতে পারবেন না প্রেসিডেন্ট, আর...'

'জানি। কিন্তু দুই ম্যাগহুক মাঝের দূরত্ব পেরুতে পারবে। প্ল্যাটফর্মের চার ভাগের এক ভাগ জায়গায় আটকে দেবে। প্রেসিডেন্ট ঝুলে আসবেন। আর এদিক থেকে আসব আমি। মাঝখানে দেখা হবে আমাদের।'

৯:৫৯:৪৬

নিজের ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা। টায়ার ফুটো হওয়ার মত আওয়াজ তুলল ওটা; বাতাসে ছিটকে উঠল হুক, আড়াআড়ি ভাবে উঠে গেল এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের নীচে, আটকে গেল ক্লিং আওয়াজ তুলে।

৯:৫৯:৪৮

একইরকম ক্লিং আওয়াজ এল শাফটের ওদিক থেকে। রানার মতই একই কাজ করেছে তিশা।

৯:৫৯:৪৯

৯:৫৯:৫০

ম্যাগহুক একহাতে শক্ত করে ধরল রানা, আগেই খুলে ফেলেছে ফুটবলের ডালা, ভিতরে দেখা গেল কাউন্টডাউন টাইমার চলছে:

০০:০০:১০..., ০০:০০:০৯

খোলা ফুটবলের হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরল রানা। মাইকে বলল, 'ঠিক আছে, তিশা, এবার প্রেসিডেন্টের হাতে ম্যাগলঞ্চার দাও। আট সেকেণ্ড, মাত্র একবার সুযোগ পাবেন তিনি।'

'মিস্টার রানা পাগল হয়ে গেছেন,' বলে উঠল জেসিকা।

শাফটের অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের হাতে ম্যাগহুক লঞ্চার তুলে দিয়েছে তিশা। 'গুড লাক, স্যর,' বলল ও।

বিশাল গভীর কংক্রিট কূপের দু'পাশে দাঁড়িয়েছে রানা ও প্রেসিডেন্ট।

'রওনা হন!' বলল রানা।

৯:৫৯:৫২

নিজে দেরি করেনি।

খাদের ভিতর দু'দিক থেকে ঝুলতে ঝুলতে চলল দু'জন। যেন দুটো পেণ্ডুলাম এগিয়ে চলেছে দড়ির শেষে। যেন ট্রাপিজ আর্টিস্ট, পরস্পরের দিকে ছুটে চলেছে। একহাতে খোলা ব্রিফকেস ধরেছে

রানা, ওদিক থেকে ডানহাত সামনে বাড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে আসছেন প্রেসিডেন্ট।

৯:৫৯:৫৪

৯:৫৯:৫৫

ঝুলে যাওয়ার শেষ অংশে পৌঁছে গেছে রানা, এখন উঠে আসতে শুরু করেছে উপরে। আবছা আলোয় দেখল ঢিলের মত আসছেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় ভীষণ ভয়। কাঁধের কাছে শক্ত করে পেঁচিয়ে নিয়েছেন দড়ি, হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছেন, অন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সামনে।

পেণ্ডুলামের মত উপরে উঠছে দু'জন। দুলুনির শেষে পৌঁছে গেছে।

৯:৫৯:৫৭

এলিভেটার শাফটের তলা থেকে চার শ' ফুট উপরে প্রায় অন্ধকার খাদের ভিতর মুখোমুখি হয়েছে রানা ও প্রেসিডেন্ট। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক, আর ঠিক তখনই অ্যানালাইযার প্লেট স্পর্শ করল তাঁর তালু।

বিপ!

আওয়াজটা শুনে মস্ত শ্বাস ফেলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে রিসেট হয়ে গেছে ফুটবল।

০০:০০:০২ থেকে আবারও ৯০:০০:০০ মিনিটের টাইমার চালু হয়েছে। কাউন্টডাউন করছে নতুন করে।

চার শ' ফুট উপরে পরস্পরকে পাশ কাটাল রানা ও প্রেসিডেন্ট, আবারও ফিরছে নিজেদের গন্তব্যের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট, খপ্ করে ওঁকে ধরে ফেলল তিশা ও নিশাত।

এলিভেটার শাফটের আরেক প্রান্তে ক্রস ভেন্টের কাছে পৌঁছে গেছে রানা। টানেলের মুখে আস্তে করে নেমে পড়ল, হাতে

ফুটবল।

কাজ আপাতত শেষ।

নতুন করে আবারও পাওয়া গেছে নব্বুই মিনিট।

এবার খবিরকে নিয়ে যেতে হবে প্রেসিডেন্টের ওদিকে, তারপর ঠিক করতে হবে কী করা যায়।

ম্যাগহুক রিল করে নিল রানা, ঘুরে রওনা হয়েছে, কিন্তু... সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিনজন লোক!

তারা এগুতে দেবে না ওকে।

পরনে তাদের নীল জিন্স, গায়ে শার্ট নেই। বুকে নানান উল্কি আঁকা। ফুলে আছে বাইসেপ, সামনের দাঁতগুলোর বেশিরভাগ নেই। হাতে পাম্প-অ্যাকশন রেমিংটন শটগান।

তাদের একজন শটগান তাক করে বলল, 'এবার আকাশের দিকে হাত তোলো তো দেখি, চাঁদু!'

এগারো

নিচু ছাতের কংক্রিটের এস্কেপ টানেলে ছুটে চলেছে আর্লিং এফ ক্রুকস। আগে ছুটছে পাইথন ইউনিটের তিন কমাণ্ডো। পিছনের আসছে মেজর জন স্কল্ট।

কর্নেল বার্নটন ডানকানকে পিছনে ফেলে এসেছে তারা। পলাতক বন্দিদের হাতে কণ্ট্রোল রুমে আটকা পড়েছে অন্যরা। দৌড়ের গতি কমছে না এদের কারও। জলদি পৌঁছে যেতে হবে উপরের দরজায়।

এতক্ষণে এস্কেপ-প্যাসেজওয়েতে ঢুকে পড়েছে ইনমেটরা,

হয়তো একটু পরেই পৌঁছে যাবে উপরের দরজার কাছে।

জন স্কল্টের দল বাঁক ঘুরল, সামনে পড়ল কংক্রিটের ভিতর ডেবে থাকা এক স্টিলের পুরু দরজা। কি টিপে কোড দিল আর্লিং এফ ব্রুকস, দরজা খুলে যেতেই পা বাড়াল ওদিকে।

একটু যেতেই উপরের এক্সিট টানেল পাওয়া গেল।

একটা পথ গেছে বামে, অন্যটা ডানে।

ডানদিকে গেলে বেরুতে পারবে এক হ্যাঙারের ভিতর দিয়ে। আর বামদিকে পড়বে আরেকটা বাঁক, ওটা চলে গেছে রেগুলার এলিভেটার শাফটের সামনে।

এখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

সামনের বাঁকে বেরিয়ে আছে একটা কমব্যাট বুট। ওই কালো জুতো কোনও মৃত নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডোর।

বাঁক পেরুল ব্রুকস।

ওই জুতোর মালিক র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের। রক্তাক্ত দেহ, মরে পড়ে আছে। অজস্র গুলি লেগেছে বুকে-পেটে। এ গিয়েছিল পল ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে। তার পাশে পড়ে আছে দলের আর সবাই।

রাগে লাল হয়ে গেল আর্লিং এফ ব্রুকস।

ওকে ঠকানো হয়েছে।

মেরে ফেলা হয়েছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাইকে।

আশপাশে কোথাও নেই পল।

ক্যাপ্টেন ম্যাক হার্টের পাশের দেয়ালে রক্তে লেখা সিম্বল। মারা যাওয়ার আগে একটা 'ডাবলিউ' লিখে গেছে সে।

ওটার দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল ব্রুকস।

পাশে চলে এল মেজর স্কল্ট। 'কী হলো, স্যর?'

'সেকেণ্ডারি কমাণ্ড পোস্টে চলো,' চাপা স্বরে বলল ব্রুকস। 'ওখানে পৌঁছে যাওয়ার পর তোমাদের প্রথম কাজ হবে ওয়াং

ইউনিটকে খুঁজে বের করা। ওরা খুন করেছে র‍্যাটলস্নেক ইউনিটের সবাইকে।'

মেরিন ওয়ানের পেটের নীচের এয়ার ভেন্ট থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। ওকে ঘিরে রেখেছে চারজন সশস্ত্র পলাতক। ওর হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে ফুটবল। এখন এক লোকের হাতে ঝুলছে, নতুন খেলনা পেয়ে খুশি।

প্রেসিডেনশিয়াল হেলিকপ্টারের তলা থেকে বেরুতেই রানা শুনল হাততালি ও চিৎকার।

হঠাৎ গুড়ুম করে গর্জে উঠল একটা অস্ত্র।

পরক্ষণে জোরে জোরে প্রশংসা করল কারা যেন।

বুম্ করে উঠল আরেকটা অস্ত্র।

আবারও এল হৈ-চৈ ও প্রশংসা।

বুঝতে দেরি হলো না রানার, কী ঘটছে।

নরকের দিকে হাঁটতে হচ্ছে ওকে। ওর দিকে পিঠ দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কমপক্ষে তিরিশজন পলাতক, ঘিরে রেখেছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম।

রানা নীচের এয়ার ভেন্টে ধরা পড়বার সময় হ্যাঙারের মেঝে থেকে দশফুট নীচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওই প্ল্যাটফর্ম। ওখানে পড়ে আছে বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমান। প্রকাণ্ড চারকোনা খাদ তৈরি হয়েছে হ্যাঙারের মাঝে।

নিজেদের তৈরি খাদের চারপাশে এসে দাঁড়িয়েছে ইনমেটরা, সবাই উত্তেজিত। ভঙ্গি এমন, যেন মোরগের লড়াই দেখতে এসেছে। হাত মুঠো করে ঝাঁকাচ্ছে, সেইসঙ্গে হৈ-চৈ। চুলে দীর্ঘ জট্ পড়া এক লোক অন্যদের চেয়ে অনেক জোরে চিৎকার করছেঃ 'দৌড়া! দৌড়া শালা! হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

কখনও এদের মত এত নোংরা লোক আগে দেখেনি রানা।

গালে-মুখে-কপালে ক্ষতের দাগ, নানা জায়গায় উল্কি। নিজেদের ইউনিফর্মে পরিবর্তন এনেছে এরা। কেউ কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে শার্টের আস্তিন, ওটা দিয়ে কপালে বেঁধেছে ব্যাণ্ডানা। অন্যদের শার্টের বোতাম সব খোলা, বা শার্টই নেই।

পিঠে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে খাদের পাশে আনা হলো রানাকে।

খাদের ভিতর চোখ বোলাল ও।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভাঙা টুকরোগুলোর ভিতর একপাশে কংক্রিটের একটা চৌকো গর্ত। ওটা পাশ কাটিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে নীল ইউনিফর্ম পরা তরুণ দুই এয়ার ফোর্স কেরানি। মাড় দেয়া পরিষ্কার ইউনিফর্ম, রানা বুঝল, এরা অফিসে ছিল, রেডিয়ো অপারেটার বোধহয়। চোখেমুখে ভীষণ ভয়। তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত পালাতে চাইছে।

তাদের পিছু নিয়েছে মুসকো পাঁচ ইনমেট, প্রত্যেকের হাতে শটগান। নানান জঞ্জালের ভিতর দিয়ে মানুষশিকারে নেমেছে তারা। প্রথম সুযোগে খুন করবে দুই রেডিয়ো অপারেটারকে।

আরও দুটো লাশ দেখল রানা। এরাও রেডিয়ো অপারেটার। খাদের এক কোণে পড়ে আছে নিজেদের রক্তের পুকুরের ভিতর। একটু আগে শিকার করা হয়েছে এদেরকে, আর তখন হৈ-হৈ করে প্রশংসা করেছে এই পিশাচগুলো।

ঠিক তখনই ভীষণ চমকে গেল রানা।

এইমাত্র হ্যাঙারের এক কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোট একদল বন্দি। তাদেরকে ঘিরে নিয়ে আসছে পলাতকরা। এদের ভিতর রয়েছে তিশা, নিশাত, জেসিকা ও ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট!

জিভ-গলা-বুক শুকিয়ে গেল রানার।

লেভেল ওয়ানে আঁধার হ্যাঙারে এলিভেটার শাফটের দিকে চেয়ে

আছে প্রেসিডেন্টের ডোমেস্টিক প্যালেস অ্যাডভাইযার হফসন নিরো, নার্ভাস।

মিনি এলিভেটার থেকে এখনও ফিরল না প্রেসিডেন্ট এবং তার তিন মহিলা নিরাপত্তা-কর্মী। বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে নিরোর।

'পলাতকরা ধরে ফেলল ওদেরকে?' কোসলোস্কির উদ্দেশে বলল নিরো।

মেইন হ্যাঙার থেকে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ ও হৈ-চৈ। মনে হচ্ছে স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ফুটবল খেলা, উপস্থিত হয়েছে দুই দল দর্শক।

'না ধরলে বাঁচি,' ফিসফিস করে বলল কোসলোস্কি।

শাফটের উপরের দিকে চেয়ে আছে নিরো, তার মনে হলো ওখানে জ্বলছে হাজারখানেক মশাল। ভীষণ ভয় লাগছে এখন, ভাবছে কীভাবে বাঁচবে এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে।

পেরিয়ে গেল পাক্কা একমিনিট।

'এবার কী করা উচিত মনে করেন?' একটু পর বলল নিরো। ঘুরে চাইল না।

জবাব দিল না কেউ।

ভুরু কুঁচকে গেল নিরোর, চরকির মত ঘুরে চাইল। 'মিস্টার কোসলোস্কি...' বরফের মূর্তির মত জমে গেল সে।

চারপাশে কোথাও নেই চাক কোসলোস্কি।

বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে বিশাল হ্যাঙার, অন্ধকারে ডুবে আছে চারপাশ। ছায়ার মত দেখা গেল প্রকাণ্ড অ্যাওয়্যাক্স বিমান।

হতবাক হয়ে গেছে নিরো।

ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে চাক কোসলোস্কি!

নীরবে, গোপনে, চোরের মত— একমিনিটের ভিতর ভেগে গেছে কাপুরুষ লোকটা!

যেন ভুলেই গেছে ওরও বাঁচতে ইচ্ছা করে!

মন থেকে মুছে ফেলেছে ওকে!

হঠাৎ ভীষণ আতঙ্ক খপ্ করে ধরল নিরোকে, আঁকড়ে আসতে চাইল বুক।

এখন সে একা, এ পাতাল হ্যাঙারে যে-কোনও সময়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। ফ্যাসিলিটির ভিতর ঘুরছে একদল এয়ার ফোর্স কম্যাণ্ডো, শুধু তাই নয়, একদল খুনি বেরিয়ে এসেছে ওদেরকে খুন করতে!

হঠাৎ ওটা দেখল নিরো।

মাত্র কয়েক ফুট দূরে মেঝের উপর। একটু আগে ওখানে ছিল চাক কোসলোস্কি। সামনে বেড়ে উবু হলো নিরো, তুলে নিল জিনিসটা।

ওটা একটা আংটি।

অফিসারদের সোনার আংটি।

অ্যানাপলিস থেকে গ্র্যাজুয়েশন করবার সময় ওটা দেয়া হয়েছিল চাক কোসলোস্কিকে!

মেইন হ্যাঙারে খাদের ভিতর বেশিক্ষণ টিকল না দুই রেডিয়ো অপারেটার।

খাদের ভিতর গর্জে উঠল দুটো শটগান।

ধাক্কা দিয়ে রানা ও তিশাকে সামনে বাড়াল পলাতকরা। ওদের সঙ্গে রয়েছে অন্যরা।

'রানা, খারাপ লাগছে তোমাকে এখানে দেখে,' নিচু স্বরে বলল তিশা।

'তোমাদেরকে ধরে ফেলবে বুঝতে পারিনি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

প্রেসিডেন্ট রানার কথামত ঝুঁকিপূর্ণ ট্রাপিজ করবার পর তিশাদের কপাল ভাল ছিল না, রানার মতই ধরা পড়েছে ওরাও।

প্রেসিডেন্ট মাত্র এলিভেটার প্ল্যাটফর্মে ফিরেছেন, এমন সময় হঠাৎ করেই জোর এক ঝাঁকি খেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল মিনি এলিভেটার— কেউ ডেকে নিয়েছে ওটাকে মেইন হ্যাঙারে।

একটু পর হ্যাঙারে উঠে এল ওরা, আর তখনই ওদেরকে ঘিরে ফেলল দুঃস্বপ্নের মত ভীতিকর একদল লোক।

এরা সবাই বয়েস ইংগিলসের প্রাক্তন টেস্ট সাবজেক্ট— আর তারাই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

তিশাদের অস্ত্র লুকাবার কোনও উপায় ছিল-না, কিন্তু শাফট বেয়ে এলিভেটার উঠতে শুরু করতেই ম্যাগহুক লুকিয়ে ফেলেছে ও। যন্ত্রটা আছে এখন ডিটাচেবল এলিভেটারের নীচে, ম্যাগনেট ওটাকে আটকে রেখেছে।

কপাল মন্দ, গ্রাউণ্ড লেভেল হ্যাঙারে মেইন প্ল্যাটফর্মের একপাশে উঠল খুদে প্ল্যাটফর্ম, তখনও তিশার হাতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স।

পলাতকদের চোখ এড়িয়ে মিনি এলিভেটারের উপর ওটা রেখে দিয়েছে তিশা। শুধু তাই নয়, দুর্ঘটনাবশত ছোট এক লাথি দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিয়েছে একটু দূরে।

আর এখন খাদের ভিতর মানুষশিকার শেষ, পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। সবার চোখ পড়ে আছে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর দেহরক্ষীদের উপর।

ইনমেটদের ভিড় থেকে বেরিয়ে এল এক বয়স্ক বন্দি, মাথার উপর তুলে রেখেছে শটগান। তাকে দ্বিতীয়বার দেখবে যে-কেউ।

বয়স পঞ্চাশ মত। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে হাঁটছে। দলের সবাই তাকে সম্মান করছে, সরে যাচ্ছে পথ থেকে। চুলের ভিতর গোল একটা টাক, পিছনের পাকাকাঁচা চুলগুলো গিয়ে নেমেছে চওড়া কাঁধে। ঈগলের ঠোঁটের মত বেঁকে নেমেছে দীর্ঘ নাক, ত্রিকোণ মুখের ত্বক ফ্যাকাসে, চোয়ালের ভিতর গর্ত, দুপাশের

গালে রাখতে পারবে একটা করে পিংপং বল।

'মাকড়সা মনে মনে বলে, এসো আমার আস্তানায়, ভাই মাছি,' দীর্ঘকেশী লোকটা এসে দাঁড়াল প্রেসিডেন্টের সামনে। মখমলের মত মসৃণ স্বরে নরম করে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, খুশি হলাম আপনি আমাদের মাঝে আছেন। ...আমার কথা মনে পড়ে আপনার?'

চুপ করে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

'কিন্তু আমি আপনাকে ভুলতে পারিনি,' বলল বন্দি। 'এই আমিই তো আপনার প্রেসিডেনসির শুরুর দিকে বন্দি হই টাইটেল ১৮, পার্ট ১, চ্যাপ্টার ৮৪ আইনের কোডে। ওই আইনে বলা হয়েছে, কোনও আমেরিকান কখনও প্রেসিডেন্টকে হত্যা করবে না কেউ। ম্যাকলিন, রনি ম্যাকলিন আমার নাম।' প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর আমাদের দেখা হয়। আপনি তখন ছিলেন এলএ-র হিলটন হোটেলে, বেরুচ্ছেন। আমি ছিলাম আণ্ডারগ্রাউণ্ড কিচেনে, আপনার মগজের ভিতর বুলেট ঢোকাতে চেয়েছিলাম।'

নীরব থাকলেন প্রেসিডেন্ট, বাড়িয়ে দিলেন না হাত।

'আপনি পরিস্থিতি সামলে নেন, এমনিতে সবসময় সবার সামনে হাজির হতে পছন্দ করেন, কিন্তু সেবার প্রায় কাউকে বুঝতে দেননি কী ঘটতে যাচ্ছিল,' বলল ম্যাকলিন। 'বুদ্ধিমান লোক আপনি। তা ছাড়া, দেশের সবাইকে চিন্তিত করে তোলাও ঠিক নয়— ঠিক কি না? সাধারণ মানুষ ভাবতে থাকুক আপনার কখনও কোনও বিপদ হতে পারে না। জ্ঞানীরা বলে: কিছু না জানা মানেই আসলে আনন্দে থাকা।'

এবারও কথা বললেন না প্রেসিডেন্ট।

আপাদমস্তক তাঁকে দেখল ম্যাকলিন। চকচক করছে দুই

চোখ। ভদ্রলোকের পরনে কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম। ওই একই পোশাক পরেছে তাঁর সঙ্গের এক মেয়ে। অবশ্য অন্য দুই মেয়ের পরনে এখনও মেরিনদের নোংরা ইউনিফর্ম।

মৃদু হাসল রনি ম্যাকলিন। তৃপ্ত মনে হলো তাকে।

যে ইনমেট ফুটবল পেয়েছে, তার কাছে চলে গেল সে। হাত বাড়িয়ে নিল রুপালি ব্রিফকেস, ওটা খুলে কাউন্টডাউন ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখে নিয়ে আবারও ফিরল প্রেসিডেন্টের সামনে।

'মনে হচ্ছে আমাদের মত বন্দিদের জন্য ফুর্তির ব্যবস্থা হয়েছে,' বলল লোকটা। 'সেলের ভিতর থেকে দেখেছি একটু আগে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছিল, আর আপনি দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন,' চুকচুক করে আওয়াজ করল সে। 'আসলে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, বলতেই হচ্ছে, আপনাকে এভাবে পালিয়ে বেড়ানো মানায় না। একেবারেই না।'

চোখ সরু করল রনি ম্যাকলিন।

'কিন্তু এমন দারুণ প্রতিযোগিতা ঠেকাবার আমি কে? একদিকে প্রেসিডেন্ট আর তার বডিগার্ডরা, অন্যদিকে বিপজ্জনক মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স।' ঘুরে চাইল ম্যাকলিন। 'গ্রিজলি! এঁর বিরোধী দলের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো!'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক লোক, আসলেই সে গ্রিজলি ভালুকের মতই দানব। রওনা হয়ে গেল ভিতরের এক দালানের দিকে। লোকটার বাইসেপ গাছের গুঁড়ির মত মোটা, চ্যাপ্টা ধরনের মাথাটা দেখলে মনে হতে পারে সিনেমার সেই ফ্রাংকেনস্টাইন হাজির হয়েছে। এমন কী কপালে ফোলা একটা আবও আছে। এখন কপালের হাড়ের জায়গায় ইস্পাতের পাত থাকলেই চলত। দৈত্যের হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, অন্যহাতে রান্নার ম্যাগহুক।

একটু পর ফিরে এল

তার পিছনে ছয়জন এয়ার ফোর্সের লোক।

তারা হতভাগা দুই অফিসার, চার কমাণ্ডো। তাদের দু'জন আহত। কিছুক্ষণ আগে কন্ট্রোল রুমের ভিতর বন্দি হয়েছে।

সবার আগে হাঁটছে কর্নেল বার্নটন ডানকান, পিছনে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু। আজ সকাল থেকে আর্লিং এফ ক্রুকসের কন্ট্রোল রুমের ছায়ায় যে লোক বসে ছিল, সে সবার পিছনে হাঁটছে, সপ্তম লোক।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনল রানা।

চমকে গেলেন প্রেসিডেন্টও।

'হ্যাঙ্ক ডিক্সন...' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

ওয়ারেন্ট অফিসার, ফুটবলের অফিশিয়াল কর্তৃপক্ষ। এখন এয়ার ফোর্সের লোকগুলোর ভিতর অস্বস্তি বোধ করছে। বারবার এদিক ওদিক সরছে চোখের দুই মণি। যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

'শুয়োরের বাচ্চা, তোর বাপের পোঁদ দিয়ে বেরিয়েছিস,' গর্জে উঠল নিশাত সুলতানা। 'তুই তুলে দিয়েছিস আর্লিং এফ ক্রুকসের হাতে ফুটবল! বিক্রি করে দিয়েছিস তোদের প্রেসিডেন্টকে!'

একটা কথাও বলল না লোকটা।

চুপ করে দেখছে রানা। এখনও নিশ্চিত নয় নাইন্থ স্কোয়াড্রন লোকটাকে কিডন্যাপ করেছিল, না নিজে থেকেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঘটনা যাই হোক, প্রেসিডেন্টকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হলে আর্লিং এফ ক্রুকসকে আগে ফুটবল পেতে হতো, সেটা সে পেয়েছে হ্যাঙ্ক ডিক্সনের কাছ থেকেই।

জোরাজুরি করতে হয়নি— ফুটবলের হ্যাণ্ডেলের রক্ত আসলে নকল। প্রেসিডেন্ট এয়ার বেস যিরো নাইনে আসবার অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গেছে লোকটা।

'বাছারা, এবার শোনো,' বলল রনি ম্যাকলিন। তুলে ধরল ফুটবল। 'শক্তি জমিয়ে রাখো তোমরা। সঠিক সময়ে প্রতিশোধ

নেবে। কিন্তু তার আগে...' এয়ার ফোর্সের কর্নেলের দিকে চাইল সে। 'অবশ্য, আগে কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে হবে। জানতে হবে কীভাবে এই ফ্যাসিলিটি থেকে বেরুতে পারব। ...কর্নেল, এবার বলো, কীভাবে বেরুনো যায়?'

'বেরুবার কোনও উপায় নেই,' মিথ্যা বলল ডানকান। 'গোটা ফ্যাসিলিটি লক ডাউন করা হয়েছে। কেউ বেরুতে পারবে না।'

শটগান তুলল রনি ম্যাকলিন, মাযল তাক করল ডানকানের মুখের উপর। তার আগে পাম্প করে নিয়েছে শটগান, গুলি এখন চেম্বারে, তৈরি। 'আমি বোধহয় তোমাকে ভালভাবে বোঝাতে পারিনি।'

ঘুরেই দুটো গুলি পাঠাল সে। ডানকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই আহত কমাণ্ডো ধড়াস্ করে পড়ল, লাশ হয়ে গেছে এক পলকে।

আবার ডানকানের দিকে বন্দুক ঘোরাল ম্যাকলিন, বারকয়েক ভুরু নাচাল।

হাড়ের মত সাদা হয়ে গেছে কর্নেলের মুখ। এবার আস্তে করে মাথা দুলিয়ে রেগুলার এলিভেটার দেখিয়ে দিল। 'পারসোনেল এলিভেটার শাফটে একটা দরজা আছে। ওটার নাম দিয়েছি আমরা উপরের দরজা। ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় বাইরে। কি-প্যাড ব্যবহার করতে হয়। কোড: ৬৬৫৩৫৫৫।'

'সত্যি কর্নেল, অনেক সহায়তা করলে,' বলল ম্যাকলিন। 'এবার তোমরা যে খেলা শুরু করেছিলে, সেটার শেষ দেখব আমরা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে, বোঝোই তো, তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। আসলে মন আমাদের ভীষণ নরম, সুযোগ দেব তোমাদেরকে। তাতে আমরাও সবাই মজা পাব।

'তোমরা পরস্পরকে খুন করবার সুযোগ পাবে। পাঁচের বিরুদ্ধে

পাঁচ। লড়াই হবে খাদের ভিতর। যারা জিতবে, তারা মরার আগে জানবে এই গৃহযুদ্ধে কারা জিতল।' গ্রিজলির দিকে ঘুরে চাইল ম্যাকলিন। 'এয়ার ফোর্সের লোকদের এখানে নামিয়ে দাও। অন্য দিকে নামবে প্রেসিডেন্টের টিম।'

বারো

অস্ত্রের মুখে রানা এবং অন্যদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো খাদের আরেক প্রান্তে। এদিকটা হ্যাঙারের পুবদিক।

ওদেরকে এবার বাধ্য করা হলো খাদে নেমে পড়তে।

ঠিক উল্টো দিকে খাদে নামিয়ে দেয়া হয়েছে এয়ার ফোর্সের লোকগুলোকে। কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু, তার দুই কমাণ্ডো এবং ওয়ারেন্ট অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন আছে দুই শ' ফুট দূরে, বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ওদিকে।

'এবার তা হলে শুরু হোক লড়াই,' বড় বড় দাঁত বের করে হাসল রনি ম্যাকলিন। 'মৃত্যু পর্যন্ত লড়বেন আপনারা।'

নানা জঞ্জাল পড়ে আছে এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর। অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ভাঙা অংশগুলো গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে বিমানের ভাঙা ডানার বেশ কয়েকটা টুকরো, এখনও ওগুলো থেকে টপটপ করে পড়ছে পানি। একদিকে প্রকাণ্ড একটা ইঞ্জিন। খাদের মাঝে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের মস্ত ফিউজেলাজ, ওটাকে সিলিণ্ডারের মত গোল মনে হচ্ছে। ভচকে গেছে নাক। বিমানটা যেন মৃত বিশাল কোনও পাখি।

আঁধার হ্যাঙারের ভিতর বেশিদূর চোখ চলছে না।

অবশ্য ইনমেটদের হাতে জ্বলছে বেশকিছু মশাল। খাদের ভিতর পড়ছে মস্ত সব দানবীয় ছায়া।

'আমার সঙ্গে আসুন,' কয়েক পা সামনে বেড়ে মশালের আলো থেকে আড়াল নিল রানা। সবাই পাশে আসতেই বলল, 'ঠিক আছে, এবার জরুরি কাজ সেরে নিই।' থাই পকেট থেকে বের করে ফেলেছে একটা অ্যাম্পুল এবং একমাত্র সিরিঞ্জটা। অ্যাম্পুলের ঘাড় মটকে দিল, সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিল ভিতরের তরল।

'ওটা দিয়ে কী হবে, মিস্টার রানা?' সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এটা ডুমস ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট,' বলল রানা। 'ধারণা করছি এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোরা চলে যায়নি। ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে। আগেই তৈরি থাকা উচিত। সবাই হাত বাড়িয়ে দিন।'

এবার আপত্তি তুললেন না প্রেসিডেন্ট।

প্রথমে তাঁর বাহুতে সামান্য পরিমাণ অ্যান্টিডোট ইনজেক্ট করল রানা, তারপর অন্যদের বাহুতে।

কাজটা শেষ হতেই ওর হাত থেকে সিরিঞ্জ নিল তিশা, শেষ তরলটুকু ইনজেক্ট করল রানার বাহুতে।

খাদের আরেকদিকে চলে গেছে রনি ম্যাকলিন এবং তার সঙ্গীরা। এবার বুম্ করে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। ছররা এসে লাগল রানার মাথার একটু উপরের দেয়ালে।

চেঁচিয়ে উঠল রনি ম্যাকলিন, 'লড়াই শুরু হলো! মৃত্যু পর্যন্ত! কেউ লড়তে না চাইলে, তাকে আমরা এখান থেকে গুলি করে ফেলে দেব।'

মনে মনে ভাবল রানা, সত্যিই নরকে পৌঁছেছি।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে খাদের পুবদিকে, পিছনে খাড়া কংক্রিট দেয়াল। ওদিক দিয়ে বেরুতে পারবে না কেউ।

'হায় যিশু!' নিচু স্বরে বলল জেসিকা গোল্ডিং।

'হাতে একদম সময় নেই,' দ্রুত বলল রানা। 'মনে রাখবেন, শুধু যে বাঁচতে হবে তা নয়, বেরুতে হবে এই ফাঁদ থেকে।'

'মিনি এলিভেটার,' ডানদিকে ইশারা করল তিশা। উত্তর-পুবে ডিটাচেবল এলিভেটার। কিন্তু ওখানে পাহারা দিচ্ছে পাঁচ সশস্ত্র ইনমেট।

'ডাইভারশন চাই,' বলল রানা। 'এমন কিছু, যেটার কারণে...'

কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই উড়ন্ত এক ধাতুর টুকরো কেটে নিয়ে যেতে চাইল ওর মাথা। ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিয়েছে রানা। পিছন-দেয়ালে গিয়ে বিঁধল কুঠারের মত টুকরোটা।

ওটা কোথা থেকে এল বুঝতে চাইল রানা। আবছা আঁধারে দেখল, কোবরা ইউনিটের দুই কমাণ্ডোকে। বিমানের ভাঙা টুকরো ছুঁড়তে শুরু করেছে তারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধাতুর ধারালো এবড়োখেবড়ো পাত, তলোয়ারের মত ব্যবহার করতে চাইছে। মাত্র এক সেকেণ্ড পর ধেয়ে এল লোকদুটো!

'সবাই ছড়িয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিল রানা।

ওর দিকে ছুটে আসছে এক কমাণ্ডো, হাতে বিশ্রী চেহারার নাঙ্গা তলোয়ার।

তিন সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল রানা, ওর মাথা লক্ষ্য করে নামছে লোকটার তলোয়ার, ঠিক তখনই সামনে বেড়ে খপ্ করে ধরল তার কবজি।

ওদিকে দ্বিতীয় কমাণ্ডোর হামলা ঠেকাতে ব্যস্ত তিশা।

সামনের লোকটার তলপেটে লাথি দেয়ার চেষ্টা করল রানা, অবশ্য তার আগেই ছিটকে পিছিয়ে গেল লোকটা।

নিশাত, জেসিকা ও প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বলল রানা, 'আপনারা সরে যান!'

এক সেকেণ্ড পর আঁধারে ছুট দিল জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু দ্বিধার ভিতর পড়ে গেছে নিশাত।

'আপা! প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকুন!' তাড়া দিল রানা, লোকটা আবারও আসছে তলোয়ার নিয়ে, আগের চেয়ে সতর্ক।

খুশি হয়ে হৈ-হৈ করে উঠল পলাতকরা। পুবের দেয়ালের কাছে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোর সঙ্গে লড়তে শুরু করেছে রানা। ওর পিছনে কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোর সঙ্গে যুঝছে তিশা।

একটু দূরে প্রেসিডেন্ট ও জেসিকা, উত্তরদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে, পিছনে ছুট দিয়েছে নিশাত— ওরা আঁধারে গোলকধাঁধার ভিতর চলেছে মিনি এলিভেটার লক্ষ্য করে।

ওদের মাথার উপরে খাদের কিনারায় লোকগুলো যা দেখছে, সেটা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। উত্তর দেয়ালের কাছ থেকে ছুটে আসছে তিনজন: কর্নেল বার্নটন ডানকান, ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

এদিকে পিঠে-পিঠ ঠেকিয়ে লড়ছে রানা ও তিশা।

মেঝে থেকে একটা পাইপ তুলে নিয়েছে তিশা, ওটা দিয়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছে কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোর তলোয়ারের আঘাত।

ধাতুর পাত দুই হাতে তলোয়ারের মত করে ধরেছে লোকটা, বিঁধিয়ে দিতে চাইছে শত্রুর বুকে। কিন্তু বারবার পাইপ দিয়ে পাত সরিয়ে দিচ্ছে তিশা।

শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার ফাঁকে জানতে চাইল রানা, 'তোমার কী অবস্থা, তিশা?'

'এখনও মরিনি...' চাপা স্বরে বলল তিশা।

'প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছাতে হবে।'

'জানি...' পাইপ দিয়ে ধারালো পাত সরিয়ে দিল তিশা। 'কিন্তু... আগে... তোমাকে বাঁচাতে হবে।'

চট্ করে একবার রানাকে দেখে নিল, ঝর্নার স্রোতের মত হেসে ফেলেছে ও। দুই সেকেণ্ড আগে দেখতে পেয়েছে, সুযোগ

তৈরি করে নিয়েছে রানার শত্রু।

'রানা! বসে পড়ো!'

ভারী পাথরের মত ঝুপ করে বসে পড়ল রানা।

ওর মাথার উপর দিয়ে শ্-শ্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল কমাণ্ডের তলোয়ার। তাল সামলাতে পারল না সে, দুই পা এগিয়ে এসেছে তিশার দিকে।

অপেক্ষা করছিল তিশা, এক সেকেণ্ডের জন্য নিজের শত্রুর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে, ঘুরেই বেসবল ব্যাটের মত ধাঁই করে চালিয়ে দিয়েছে পাইপ।

জোরালো আওয়াজ হলো।

ঠকাস্!

মাথার পাশে প্রচণ্ড বাড়ি খেয়ে ধুপ করে পড়ল কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডো, মগজের ভিতর গেঁথে গেছে করোটির ভাঙা হাড়।

একই সময়ে আবারও ঘুরে গেছে তিশা, যেন ব্যালে ড্যান্সার। ঠক্ করে ঠেকিয়ে দিল শত্রুর তলোয়ার।

'রানা!' চেঁচিয়ে উঠল তিশা। 'প্রেসিডেন্টের কাছে যাও!'

একপলক তিশাকে দেখল রানা, তারপর উঠে দাঁড়িয়েই ছুট দিল আঁধার জঞ্জালের ভিতর দিয়ে।

তিশা ও রানার কাছ থেকে পঁচিশ গজ দূরে উত্তরদিকে জেসিকা ও প্রেসিডেন্ট, নানা ভাঙা টুকরোর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে চলেছে উত্তর-পুব লক্ষ্য করে।

ওদের জানা নেই বাম দিক থেকে আসছে তিন শত্রু।

প্রথমে তাদেরকে দেখতে পেল জেসিকা।

বিধ্বস্ত অ্যাওয়্যাক্স বিমানের পিছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে দু'জন— তারা ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ড ও আর্মির অফিসার হ্যাঙ্ক ডিক্সন। জেসিকাকে একপাশ থেকে ক্র্যাশ-ট্যাকল করল

তারা। হুড়মুড় করে একপাশে ছিটকে পড়ল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

ওকে পড়ে যেতে দেখেছেন প্রেসিডেন্ট, চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

জেসিকা গোল্ডিঙের উপর চেপে বসেছে দুই মুসকো লোক।

এবার প্রেসিডেন্ট দেখলেন, অ্যাওয়্যাক্স বিমান ধ্বংসাবশেষের ভিতর দূর থেকে দেখছে কর্নেল বার্নটন ডানকান।

জেসিকাকে সাহায্য করতে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট। আর ঠিক তখনই ছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বড়সড় এক আকৃতি, ঝড়ের গতি তার, সাঁৎ করে পাশ কাটাল প্রেসিডেন্টকে।

নিশাত সুলতানা।

প্রেসিডেন্টের মনে হলো মহিলার জন্ম হয়েছে লাইনব্যাকার হওয়ার জন্য।

দুই সেকেণ্ড পর মুড়মুড় আওয়াজ উঠল।

কাঁধ দিয়ে গণ্ডারের মত জর্জ বোলেঙের বুকে চার্জ করেছে নিশাত। আরেকটু হলে মট্ করে ভেঙেই যেত লোকটার ঘাড়। জেসিকার উপর থেকে ছিটকে আরেকদিকে গিয়ে পড়ল সে। গাঁজাখোরের মত ঝিম মেরে থাকল কয়েক মুহূর্ত, বুঝতে পারছে না কোথায় আছে।

হঠাৎ সঙ্গীকে হারিয়ে ভয় পেয়ে গেল হ্যাঙ্ক ডিক্সন, কী ঘটছে বুঝবার জন্য ঘাড় ফেরাল সে। ঠিক তখনই নাকের উপর নামল নিশাতের ভয়ঙ্কর এক ঘুষি।

মোটাসোটা লোক হ্যাঙ্ক ডিক্সন, কিন্তু চড়ুই পাখির মত ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের জঞ্জালের ভিতর। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল চার ফুট লম্বা ধারালো এক পাত হাতে নিয়ে। ওটা দিয়ে কষে বাড়ি দিতে চাইল নিশাতের পাঁজরের পাশে।

লাগল ঠিকভাবেই।

বেতের মত চড়াৎ করে পড়েছে কাঁধে, ব্যথা পেয়ে চাপা গর্জন ছাড়ল নিশাত।

একইসময়ে তেড়ে এল হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল মরণপণ লড়াই।

দু'জনই ভারী ওজনের, হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাটে অভিজ্ঞ, দৈর্ঘ্যে ছয় ফুটের বেশি।

একপাশ থেকে পাত চালাল ডিক্সন, তলোয়ারের মত করে ব্যবহার করতে চাইছে।

বসে পড়ে ধারালো পাত এড়িয়ে গেল নিশাত, চট্ করে তুলে নিল অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ডানার ফ্লিপের এক অংশ। ওটাকে ব্যবহার করবে বর্ম হিসাবে।

ওর বর্ম ঠেকিয়ে দিল ডিক্সনের তলোয়ার। কিন্তু লোকটা বারবার সামনে বাড়ছে, বাধ্য হয়ে পিছাতে হচ্ছে নিশাতকে। বিমানের ভাঙা ডানার দিকে নিয়ে চলেছে ওকে লোকটা।

কয়েকবার তলোয়ারের খোঁচা ঠেকাবার পর বাধ্য হয়ে আরও পিছিয়ে গেল নিশাত, একপাশ থেকে চট্ করে তুলে নিল এবড়োখেবড়ো একটা পাত। এবার একটা তলোয়ার পেয়েছে ও।

পাল্টা হামলা করতে চাইল নিশাত, কিন্তু ডিক্সন এখনও এগুতে চাইছে। আবারও তলোয়ার চালাল সে। নিশাতের কাঁধে তৈরি হলো গভীর ক্ষত, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল রক্ত।

'তোকে শেষ করব!' দাঁতে দাঁত পিষল নিশাত। হাত থেকে পড়ে গেছে বর্ম, পরের তিন খোঁচা ঠেকিয়ে দিল নিজের তলোয়ার দিয়েই।

নিশাত ভাবছে: মাত্র একবার, একবার সুযোগ পেলেই...

'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বেঈমানি করলি কেন!' হামলার তোড় ঠেকাতে গিয়ে পিছাতে হচ্ছে ওকে। কথা বলে মনোযোগ নষ্ট

করতে চাইছে লোকটার।

'একসময় মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, হারামজাদী!' পাল্টা বলল ডিক্সন, বাধ্য করছে নিশাতকে পিছাতে। 'কোনও দলে যোগ দিতেই হয়! আমি দেশের জন্য লড়েছি! আমার বন্ধুরা মারা পড়েছে! আর ওই চুতিয়া রাজনীতিকরা... তারপর যখন সুযোগ পেলাম, বসে থাকলাম না! পতিতার বাচ্চাগুলো দেশ ডুবিয়ে দেবে... আর দেখব? শুয়োরের বাচ্চারা...'

একপাশ থেকে তলোয়ার চালিয়েছে হ্যাঙ্ক ডিক্সন।

পাত এড়াতে ঝট্ করে পিছিয়ে গেল নিশাত, লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে বিমানের ডানার এক অংশে। এখন আছে তিনফুট উপরে। ওর ওজনে সামান্য নড়তে শুরু করেছে ডানা। এক সেকেণ্ডের জন্য ভারসাম্য হারাল নিশাত। সুযোগ পেয়ে আবারও পাশ থেকে পাত চালাল ডিক্সন। তাক করেছে নিশাতের গোড়ালি। এত দ্রুত এগিয়েছে, এবার তাকে ঠেকাতে পারবে না কেউ।

তার তলোয়ার প্রচণ্ড জোরে নামল নিশাতের গোড়ালির উপর।

জোরালো আওয়াজ হলো: ঠং!

থরথর করে কেঁপে উঠল ডিক্সনের তলোয়ার। হাতের তালু কেটে গেল।

নিশাতের ইউনিফর্মের গোড়ালির উপর নেমেছে তলোয়ার।

হাঁ হয়ে গেল লোকটা।

'আরে...'

'তুমি জানো না?' হাসল নিশাত, 'টাইটেনিয়াম অ্যালয়!'

দ্বিধান্বিত চেহারা লোকটার, আর প্রথমবারের মত সুযোগ পেয়েছে নিশাত। গায়ের সমস্ত জোরে একপাশ থেকে তলোয়ার চালাল ও।

আওয়াজ হলো: ফচ্!

হ্যাঙ্ক ডিক্সনের গলা ফাঁক হয়ে গেল, ছিটকে বেরুল তাজা

রক্ত। কাটা পড়েছে ক্যারোটিড আর্টারি।

লোকটার হাত থেকে পড়ে গেছে তলোয়ার। ধুপ করে হাঁটু ভেঙে বসল, দু'হাতে চেপে ধরল চেরা গলা। কয়েক সেকেণ্ড পর হাত নিয়ে এল চোখের সামনে। রক্ত দেখে বিস্মিত চেহারা হলো। ভীষণ ভয় নিয়ে নিশাতের দিকে চাইল, তারপর ধপ্ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিজের রক্তের ভিতর।

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠেছে ইনমেটরা।

ভালভাবে লড়াই দেখবার জন্য আগেই উত্তরদিকের কিনারায় সরে এসেছে তারা।

তাদের কয়েকজন আমেরিকান অলিম্পিক সাপোর্টারদের ভঙ্গিতে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে চিৎকার শুরু করেছে: 'ইউ-এস-এ! ইউ-এস-এ!'

অন্যদিকে খাদের পুবে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডের সঙ্গে এখনও জান হাতে নিয়ে লড়ছে তিশা। লোকটার তলোয়ার ঠেকিয়ে দিচ্ছে পাইপ দিয়ে।

জঞ্জালের ভিতর লড়ছে দু'জন, পাইপ বা এবড়োখেবড়ো পাত দিয়ে আঘাত করতে চাইছে পরস্পরকে।

বারবার তিশাকে পিছাতে হচ্ছে লোকটার হামলার মুখে। অনেক ভাল অবস্থানে আছে আমেরিকান কমাণ্ডো।

রাগের কারণেই বোধহয়, আগের চেয়ে অনেক জোরে তলোয়ার চালাচ্ছে সে।

তিশার একমাত্র ভরসা: লোকটা পরিশ্রম করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠবে।

নিজেও খুব হাঁপিয়ে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি নিয়েছে তিশা। টলতে টলতে পিছিয়ে চলেছে, কোনওমতে ঠেকিয়ে দিচ্ছে তলোয়ার।

কয়েক মুহূর্ত পর ওর উপর কোনাকুনিভাবে তলোয়ার নামিয়ে

আনতে চাইল আমেরিকান কমাণ্ডো, কিন্তু তার হাতের গতি আগের চেয়ে কম। পরিষ্কার বোঝা গেল হাঁপিয়ে গেছে সে।

এতক্ষণ ভীষণ ক্লান্ত ভঙ্গি নিয়েছে তিশা, এবার চট্ করে নিচু হয়ে বসে পড়ল। ওর উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল তলোয়ার। পরের সেকেণ্ডে উঠে দাঁড়াল তিশা, গায়ের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে পাইপটা চালিয়ে দিল উপরের দিকে। হতবাক লোকটার গলায় বিঁধল পাইপ, চুরমার হলো অ্যাডাম্স্ অ্যাপল। ভচ্ করে দুই ইঞ্চি ভিতরে ঢুকে গেছে ডিমটা। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল আমেরিকান কমাণ্ডো, চোখ বড় বড় করে দেখল তিশাকে, টলল কয়েকবার, তারপর দড়াম করে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর— ছটফট করছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। তারপর হঠাৎই থেমে গেল সব।

তার অভিব্যক্তিহীন চোখ দুটো চেয়ে রইল তিশার মুখে।

একদম চুপ হয়ে গেছে মুক্তিপ্রাপ্ত পলাতকরা। অবাক হয়ে দেখছে সুন্দরী মেয়েটা শেষ করে দিয়েছে তাগড়া এক মর্দাকে!

তারপর হঠাৎ করেই চিৎকার ও প্রশংসা এল চারপাশ থেকে। নেকড়ের হুঙ্কার ছাড়ছে কেউ কেউ। হাততালি শুরু হলো এক সেকেণ্ড পর।

'ওরে সোনা, তোকেই তো চাই!'

'দিবি না কি?'

'আয়রে, আমার ডাণ্ডা...'

খাদের উত্তরদিকে জেসিকা গোল্ডিঙের পাশে মেঝেতে ধপ করে বসে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। পরক্ষণে প্রায় একইসঙ্গে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন দু'জন।

এইমাত্র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের উল্টে থাকা ইঞ্জিনের এক পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছে কর্নেল বার্নটন ডানকান। তার পাশেই মেঝেতে করুণ সুরে ককিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেগু। নিশাতের কাঁধের গুঁতো খেয়ে এখনও সামলাতে পারেনি।

ছ্যা-ছ্যা করছে ইনমেটরা।

তাদের একদল হৈ-হৈ করে উঠল:

'আগে বাড়ো, প্রেসিডেন্ট!'

'হাতে রক্ত কই তোমার!'

'ওই শালা কোঁ-কোঁ করে কেন, শেষ কর্ শালাকে!'

'গু খা শালা, ডানকানের বাচ্চা!'

'ইউ-এস-এ! ইউ-এস-এ!'

ডানকান সবই বুঝতে পারছে।

তার সব ক'জন লোক মৃত, বা আহত!

তারপরও তাকে খুব আত্মবিশ্বাসী মনে হলো।

হঠাৎ পকেট থেকে কী যেন বের করল সে।

খুব হাই-টেক কোনও গ্রেনেড মনে হলো ওটাকে। ছোট, প্রেশারাইযড সিলিণ্ডারের মত ক্যানিস্টার। উপর অংশে নাযল, নীচের চারপাশে কাঁচের জানালা।

আর ওই গ্রেনেড়ের কাঁচের জানালার ওদিকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট একধরনের তরল।

শর্ষের মত হলুদ রঙের।

'হায় ঈশ্বর!' প্রায় ফিসফিস করে বললেন প্রেসিডেন্ট।

কর্নেল ডানকানের হাতে বায়োলজিক্যাল গ্রেনেড।

ভিতরে রয়েছে মহাচিনের তৈরি ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাস!

প্রেশার সিল্ড বিস্ফোরক ফাটলে...

অশুভ হাসি ঝুলছে ডানকানের ঠোঁটে।

'ভাবিনি শেষে একাজ করতে হবে,' বলল সে। 'কপাল ভাল যে এয়ার ফোর্সের কমাণ্ডোদের মত করেই আমাকেও দেয়া হয়েছে ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট। সাহসী বাঙালি অফিসার আর তোমরা, তোমাদের কপাল মন্দ, তোমাদেরকে দেয়া হয়নি অ্যান্টিডোট।'

পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল সে।

অবশ্য দেরি হয়ে গেছে তার, বিদ্যুদ্বেগে কে যেন হাজির হয়েছে জঞ্জালের বামপাশ থেকে!

এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে ডানকানের পাশে পৌঁছে গেছে রানা। হঠাৎ করেই অন্ধকার থেকে হাজির হয়েছে, ওর হাতের পাইপ কাজ করল বেসবল ব্যাটের মত।

কর্নেলের কবজির নীচে খঠাস্ করে লাগল পাইপ, হাত থেকে ছিটকে উপরে রওনা হয়ে গেল ডুমস্ ডে ভাইরাসের গ্রেনেড!

তীর গতি তুলে উপরে উঠছে ওটা!

অবশ্য অন্যদের মনে হলো, বড় স্লো-মোশনে আকাশে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে গ্রেনেড। খাদের উত্তরাংশের কিনারা পেরিয়ে আরও অনেক উপরের দিকে রওনা হয়েছে ওটা।

বিস্ফারিত চোখে ওদিকে চেয়ে রইল সবাই।

হাঁ হয়ে গেছে পলাতকদের মুখ।

হতবাক হয়ে চেয়ে রইলেন প্রেসিডেন্ট।

নীচ এবং অশুভ হাসি ফুটে উঠেছে ডানকানের মুখে।

ওয়ান, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

টু, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

থ্রি, ওয়ান থাউস্যাণ্ড...

তেরো

খাদের উত্তর দিকে তিরিশ ফুট উপরে উঠেই ফাটল ডুম্‌স ডে ভাইরাসের গ্রেনেড।

নরপিশাচদের জ্বলন্ত মশালের কমলা আলোয় গ্রেনেডের অ্যারোসলের বিস্ফোরণটা হলো দেখবার মত।

যেন পানিভরা কোনও পটকা ফেটেছে।

বিস্ফোরিত নক্ষত্রের মত নানাদিকে ছড়াল সূক্ষ্ম জলকণার মত হলুদ কুয়াশা। প্রকাণ্ড এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের উপর নেমে আসতে শুরু করেছে মস্ত এক ছাতার মত। কমলা আগুনের আলোয় প্রতিটি কণা আলাদাভাবে দেখা গেল।

ধীরে ধীরে নামছে ভাইরাসের কুয়াশা। বাইরের দিকের অংশ আগে পড়ছে, যেন অলস জলকণার তুষার।

হ্যাঙারের মেঝে থেকে কমপক্ষে বিশফুট উপরে ফেটেছে গ্রেনেড। সবচেয়ে আগে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের উপর আক্রমণ এল ভাইরাসের।

হঠাৎ করেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল লোকগুলোর মধ্যে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওরা মেঝের উপর। গলা চেপে ধরে কাশতে লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো সবুজ-বাদামি বমি। আগেই হাত থেকে পড়ে গেছে মশাল ও অস্ত্র।

একমিনিটও পেরুল না, তার আগেই মেঝের উপর স্থির হয়ে গেল লোকগুলো। কেউ কেউ করুণ সুরে গোঙাচ্ছে।

মাত্র দু'জন এখনও দাঁড়িয়ে রইল।

এরা দু'জন রনি ম্যাকলিন ও গ্রিজলি।

হলদে মেঘ কোনোই ক্ষতি করতে পারেনি তাদের।

মৃত ডক্টর বয়েস ইংগিলস শুধু জানত গতকাল বিকেলে এই দু'জনকে ডুম্‌স ডে ভাইরাসের অ্যাণ্টিডোট দিয়েছে সে পরীক্ষা করার জন্য।

শুধু এ দু'জনের রক্তে বইছে শিশু পলের কাছ থেকে পাওয়া ভ্যাকসিন।

তারা পুরোপুরি ইমিউন্‌ড্‌।

আবছা আঁধারে নেমে আসছে হলুদ-মৃত্যু!

খাদের পুবে হঠাৎ করেই দেখেছে তিশা, অনেক উপরে ফেটেছে গ্রেনেড।

দেখার মত সুন্দরভাবে অ্যারোসল ছিটিয়ে পড়েছে চারপাশে।

ওর বুঝতে দেরি হয়নি, ওটা বায়োলজিক্যাল এজেন্ট।

ডুম্‌স ডে ভাইরাস!

তিশা নিশ্চিত হতে পারেনি রানার পুশ করা অ্যান্টিডোট কাজ করবে কি না। একটু দূরে পড়ে থাকা অ্যাওয়্যাক্স বিমানের প্রকাণ্ড এক কালো চাকা গড়িয়ে এনেছে কংক্রিট দেয়ালের পাশে। ওটার উপর চেপে উঠে এসেছে হ্যাঙারের মেঝেতে।

তখনও কিনারা থেকে তিনফুট উপরে ভাসছে হলদে কুয়াশা।

বিশগজ দূরে তিশা দেখতে পেয়েছে হ্যাঙারের ভিতরে এক অফিস। ওটার দোতলায় অবযার্ভেশন জানালা দেখেই বুঝে গেছে, ওটা কন্ট্রোল রুম।

ওটাই আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টার।

প্রায় উবু হয়ে দৌড় শুরু করেছে তিশা, পৌঁছে গেছে ওই দালানের দরজার কাছে। একবার দেখে নিয়েছে, খাদের ভিতর নামতে শুরু করেছে হলদে কণা।

লড়াই দেখতে খাদের উত্তরদিকে এসেছিল পলাতক কয়েদিরা, এখন একজনও দাঁড়িয়ে নেই। কাতর চিৎকার ও গোঙানি মিলিয়ে গেছে ওদিক থেকে।

বুক ধক-ধক করছে তিশার।

রানার কিছু হলো না তো?

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল তিশা, তারপর মনস্থির করে নিল, আগে দায়িত্ব পালন করতে হবে ওকে, নইলে রানার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

খাদে নামতে শুরু করেছে হলদে ভাইরাস।

ব্যস্ত হয়ে চারপাশ দেখে নিল রানা।

হ্যাঙারের মেঝে থেকে লোকগুলোর গোঙানির আওয়াজ আসছে। হাত থেকে মশাল ফেলে দিয়েছে তারা। আরও আঁধার হয়ে উঠেছে খাদের ভিতর অংশ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে কর্নেল ডানকান এখানেই ছিল, কিন্তু এখন আর তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

গ্রেনেড ফাটতেই একদৌড়ে লেজ তুলে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে লোকটা।

খচ্ খচ্ করছে রানার মন, আঁধারে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে হারামি লোকটা, আবারও কী করবে...

খাদের একফুট ভিতরে নেমে এসেছে কুয়াশা, পড়ছে ধীর গতি তুলে।

চট্ করে প্রেসিডেন্ট এবং জেসিকার দিকে চাইল রানা।

অ্যান্টিডোট কাজ করবে কি না কে জানে!

ওদের পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের ইউনিফর্ম, ওটার ঘাড়ের সঙ্গে রয়েছে ইআরজি-৬ হাফ-ফেস গ্যাস মাস্ক।

'রানা! আপনার মুখোশ! পরে নিন!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট। নিজেরটা মুখে আটকে নিলেন। 'ফুসফুসে সরাসরি ভাইরাস গেলে কয়েক সেকেণ্ডে মরতে হয়! মুখোশ থাকলে মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে!'

নিশাত সুলতানার কোনও মুখোশ নেই, ওর পরনে মেরিনদের পোশাক।

চট্ করে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা, খপ করে মুখোশ ছুটিয়ে নিল ইউনিফর্ম থেকে, ওটা বাড়িয়ে দিল নিশাতের দিকে।

'পরে নিন, আপা!'

'আপনার, স্যর?' আপত্তির সুরে বলল নিশাত।

'তর্ক করবেন না! জলদি চলুন, এদিকে!' তাড়া দিল রানা।

দুই সেকেণ্ড দ্বিধা করে মুখোশ পরে নিল নিশাত, বুঝতে পেরেছে, জেদাজেদি করলেও ছাড়বে না তার লিডার।

ধ্বংসাবশেষের ভিতর আঁধারে ছুটতে শুরু করেছে রানা, চলেছে উত্তর-পুবে, মিনি এলিভেটারের দিকে।

ওর পিছু নিল সবাই।

আঁধারে ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে সবাই।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটারের সামনে পৌঁছে গেল রানা।

ওটার মেঝের উপর পড়ে আছে একটা জ্বলন্ত মশাল।

এলিভেটার পাহারা দিচ্ছিল পাঁচ ইনমেট, ভাইরাসের হামলা শুরু হতেই পালাতে চেয়েছে। বেশিদূর যাওয়া হয়নি তাদের।

মশালটা তুলে নিল রানা, ওই আগুন দেখাল দলের সবাইকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেণ্ট ও নিশাত।

এবার সবাই খেয়াল করল, জেসিকা আসেনি।

অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ধ্বংসাবশেষের ভিতর রয়ে গেছে স্পেশাল এজেণ্ট জেসিকা গোল্ডিং। মাসুদ রানা ও অন্যদের পিছু নেবে, এমন সময় শক্তিশালী একটা হাত খপ করে ধরেছে ওর গোড়ালি। ধুপ করে পড়ে গেছে জেসিকা।

ওই হাত ক্যাপ্টেন জর্জ বোলেণ্ডের, মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে লোকটা। এখনও পুরো হুঁশ ফেরেনি। তবে বুঝতে পেরেছে, ওই মেয়ে শত্রুদের দলের।

পা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে জেসিকা, কিন্তু ছাড়ছে না লোকটা।

ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে ক্যাপ্টেন, দুই সেকেণ্ড পর বুটের ভিতরের খাপ থেকে বের করল দীর্ঘ এক কে-বার ছোরা। ওটা

উপরে তুলেই নামিয়ে আনল।

বিস্ফারিত হলো জেসিকার দুই চোখ।

খচ্ করে ওর গোড়ালিতে বিঁধেছে বোলেঞ্জের ছোরা।

পরক্ষণে বুম্ করে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

ফাটা তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো জর্জ বোলেঞ্জের মাথা। হ্যাঙারের মেঝে থেকে গুলি করেছে কেউ।

নিখুঁত লক্ষ্যভেদ!

লাশের কাছ থেকে ধড়মড় করে সরে গেল জেসিকা, উঠে দাঁড়াল। আঁধারে বুঝতে চাইছে কে বাঁচালো ওকে।

খাদের দক্ষিণ দিকে হ্যাঙারের মেঝের উপর নড়ছে একটা জ্বলন্ত মশাল। হাত নাড়ছে কে যেন। এবার তার কণ্ঠ ভেসে এল: 'মিস গোল্ডিং! এজেন্ট গোল্ডিং!'

আগুনের আলোয় আবছা দেখা গেল মশালের মালিককে।

পরনে তার নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কালো ইউনিফর্ম। ডানহাতে নিকেল-প্লেটেড পিস্তল।

নাম্বার টু, খবির।

•

'জেসিকা, আপনি কোথায়?' রেডিয়ো মাইকে জানতে চাইল রানা। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে।

জবাব এল খবিরের কাছ থেকে, 'স্যর, আমি খবির। আমার সঙ্গে আছেন জেসিকা। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'গুড, খবির। তিশা বেঁচে আছে?'

জবাব এল না কোনও।

বরফের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

এক সেকেণ্ড পর এল কণ্ঠ: 'আমি এখানে।'

শ্বাস আবারও চালু হলো রানার। 'কোথায় তুমি?'

'হ্যাঙারে, পুব দালানে। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সরে যান। আমার

জন্যে ভাববেন না।'

'ঠিক আছে...' এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর বলল, 'শোনো, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে এয়ার বেস যিরো এইটে। চায়নিজ কমাণ্ডোরা পলকে ধরে নিয়ে গেছে ওখানে। সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে যাচ্ছি। পরে আসবে তুমি... আরে! হায় হায়...'

'কী হলো?'

'ফুটবল। হ্যাঙারের ভিতর কোথাও আছে ওটা। রনি ম্যাকলিন নিয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, ওটা জোগাড় করব,' বলল তিশা। 'প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে নিয়ে যান। যত দ্রুত সম্ভব এয়ার বেস যিরো এইটে আসব।'

'ঠিক আছে, তিশা,' বলল রানা। 'আর আরেকটা কথা...'

'সেটা কী?'

'সাবধান থেকো।'

ওদিক থেকে দুই সেকেণ্ড পর বলল তিশা: 'তুমিও সতর্ক থেকো।'

এবার দেরি করল না রানা, টিপে দিল মিনি এলিভেটারের সুইচ। দ্রুত নামতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্ম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানার কাঁধে টোকা দিল কেউ।

ঘুরে চাইল রানা।

মুখোশ খুলে ফেলেছে নিশাত। 'স্যর, এয়ার বেস যিরো এইটে কেন?'

উপযুক্ত কোনও জবাব দিতে পারবে না রানা, কিন্তু লেভেল সিক্স-এ নাইন্থ স্কোয়াড্রনের চায়নিজ লোকগুলোকে দেখবার পর থেকেই খচ্‌খচ্‌ করছে ওর মন। ওরা নিয়ে গেছে পলকে। এক্স-রেল টানেলে ঢুকেছিল। তাদের গন্তব্য এয়ার বেস যিরো এইট।

তখন থেকে ওর মন বলছে, ওখানে যাওয়া দরকার, নইলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।

পল...

ওই ছেলেটা আছে আজকের সব কিছুর কেন্দ্রমূলে।

একটু পর বলল রানা, 'আসলে কী ঘটছে সেটা জানতে হবে আমাদেরকে। কিন্তু তার আগে দুটো বিষয় স্থির করতে হবে।'

'সে দুটো কী, স্যর?'

'প্রথমত, প্রেসিডেন্টকে সুস্থ রাখতে হবে,' বলল রানা।

'আর দ্বিতীয় কাজ?'

'পল,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা। 'ওই ছেলেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তাই যেতে হবে আমাদেরকে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

চোদ্দ

এয়ার বেস যিরো নাইনের রানওয়ে ধরে ছুটে চলেছে আর্লিং এফ ক্রুকস ও পাইথন ইউনিটের জীবিত কয়েকজন কমাণ্ডো। মরুভূমি ও পাহাড়ে আগুন ঢালছে গনগনে সূর্য। মেইন কমপ্লেক্স থেকে এক শ' গজ দূরে পাঁচতলা এয়ারফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ার, ওটার দিকে চলেছে লোকগুলো।

উপরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছোট একটা সাইড হ্যাঙারে।

একমিনিট পেরুবার আগেই পৌঁছে গেল তারা টাওয়ারে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দ্বিতীয় কন্ট্রোল রুমে।

এই ঘর মেইন হ্যাঙারের ভিতরের ওই ঘরের মতই। সবাই

বসে পড়তেই চালু করা হলো মনিটরগুলো। টিপটিপ করতে লাগল কন্সোলের অসংখ্য বাতি।

'আগে ওয়াং ইউনিটের পারসোনেল লোকেটার খোঁজো,' নির্দেশ দিল আর্লিং এফ ব্রুকস।

মেজর জন স্কল্টের কয়েক সেকেণ্ড লাগল ইলেকট্রনিক লোকেটার খুঁজে নিতে। এসব লোকেটার বসিয়ে দেয়া হয়েছে লোকগুলোর কবজির চামড়ার নীচে।

'ওরা এক্স-রেল সিস্টেম ব্যবহার করছে। প্রায় পৌঁছে গেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।'

'পেনিট্রেটারগুলোর ইঞ্জিন চালু করো,' বলল ব্রুকস। 'আমরা এয়ার বেস যিরো এইটে যাচ্ছি।'

এয়ার বেস যিরো নাইন কমপ্লেক্সের পাতাল ওয়ান লেভেল হ্যাঙারে ভীষণ ভয় ও দ্বিধা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হফসন নিরো। তার মনে হচ্ছে, দুনিয়ায় সে ছাড়া কেউ নেই, যে-কোনও সময়ে মস্ত কোনও বিপদ এসে হাজির হবে, আর মরতে হবে করুণভাবে।

রহস্যজনকভাবে চাক কোসলোস্কি পালিয়ে যাওয়ার পর এখন নিরো জানে না কী করা উচিত।

জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আনমনে হাঁটছে সে আঁধার হ্যাঙারে, খুঁজছে কোথায় গেছে চাক কোসলোস্কি। একটা র‍্যাম্পের বিশ গজ দূরে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ওদিক থেকে উঠে আসছে কী যেন। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। আতঙ্কে কুঁকড়ে আছে মন, তার উপর ওদিকে ওটা কী? ভীষণ দ্বিধা নিয়ে চেয়ে রইল হফসন নিরো।

এক সেকেণ্ড পর এল চরম উৎকণ্ঠা, মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে জেগে জেগে।

একটা আস্ত পরিবার, ভালুকের!

হ্যাঁ, ওগুলো র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এসেছে লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে!

সামনে প্রকাণ্ড এক মর্দা, পিছনে আকারে একটু ছোট মাদিগুলো। পিছন পিছন আসছে পুতুলের মত তিনটে বাচ্চা। কিন্তু এখন ওগুলোকে দেখেও ভীষণ ভয় লাগছে নিরোর। চার হাত-পায়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটছে ভালুকগুলো। বারবার কুঁচকে যাচ্ছে নাক, বাতাসে হাই অকটেনের গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না ওদের।

থরথর করে কাঁপছে নিরোর দুই হাঁটু। একবার মনে হলো ধুপ করে বসে পড়বে। কিন্তু সাহস হলো না।

হঠাৎ করেই ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝেড়ে দৌড় দিল মেইন এলিভেটার শাফট লক্ষ করে।

আঁধার এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট বেয়ে সাঁই-সাঁই করে নামছে মিনি এলিভেটার। ওটার উপর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট। রানার হাতে জ্বলন্ত মশাল।

দেখতে না দেখতে নেমে আসছে সবাই।

মশালের শিখা বেশি দূরে যাচ্ছে না। বামহাতে মশাল নিল রানা, ডানহাতে থাই পকেট থেকে বের করল একটা অ্যাম্পুল। প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল। 'কতক্ষণ টিকবে কোনও লোক?'

'অ্যান্টিডোট না দিলে আধঘণ্টার ভিতরই সিম্পটম শুরু হবে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ত্বকে ঢুকে হামলা করবে। অবশ্য অ্যান্টিডোট দিলে নিউট্রালাইয হবে ভাইরাস।'

'খবিরকে অ্যান্টিডোট দেয়া হয়নি,' নিশাতকে বলল রানা।

'সেক্ষেত্রে দিতে হবে,' বলল নিশাত। 'আমরা কি লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে নামব?'

'হ্যাঁ।'

মেঝের সুইচ টিপে দিল নিশাত।

কয়েক সেকেণ্ড পর মিনি এলিভেটার এসে থামল লেভেল ওয়ান হ্যাঙারে।

ওরা নড়বার আগেই আঁধার থেকে হুড়মুড় করে ছুটে এল হফসন নিরো। পিংপং বলের মত গোল হয়ে গেছে চোখদুটো। 'আমি... মনে হয়... না... আপনাদের ওদিকে যাওয়া উচিত,' হড়বড় করে বলল।

'কেন যাওয়া উচিত নয়?' জানতে চাইল রানা।

'ভালুক, বিশাল সব ভালুক,' নাটকীয়ভাবে বলল নিরো।

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল। ওর ধারণা হয়েছে, বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে হফসন নিরো।

'চাক কোসলোস্কি কোথায়?' জানতে চাইল নিশাত।

'উধাও হয়েছে,' বলল নিরো। 'পালিয়ে গেছে আমাকে ফেলে। মাত্র একমিনিট আগে ছিল, পরের সেকেণ্ডে দেখি সে নেই। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এটা পেয়েছি।'

কোসলোস্কির অ্যানাপলিস গ্র্যাজুয়েশন আংটি দেখাল সে।

অবাক হয়ে চাইল রানা, বুঝতে পারেনি।

ও বুঝতে না পারলেও প্রেসিডেন্ট বুঝেছেন।

'হায় যিশু,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'ও বেরিয়ে গেছে।'

'কে বেরিয়েছে?' জানতে চাইল নিশাত।

'এই কমপ্লেক্সে মাত্র একজন লোক কাউকে কিডন্যাপ করবার পর আংটি বা গহনা ফেলে যায়,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সে সিরিয়াল কিলার ডেভিল ডেভিডসন।'

'সার্জেন অভ লাসভেগাস...' বিড়বিড় করে বলল রানা। ওই লোকের মহান কীর্তির কথা চট্ করে মনে পড়ে গেছে ওর।

'সর্বনাশ,' নিচু স্বরে বলল নিশাত। 'আরেক ঝামেলা। ফ্যাসিলিটির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে পিশাচটা।'

রানার দিকে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিস্টার রানা, আপনার কী মনে হয়, এসব নিয়ে ভাববার সময় আছে আমাদের? আর্লিং এফ ব্রুকস চুরি করে নিয়ে গেছে ছেলেটাকে, আর...'

ভাবছে রানা, চাক কোসলোস্কি যত খারাপ লোকই হোক, তাকে মরতে ফেলে যাওয়া...

রানা কিছু বলবার আগেই নিচু স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'মিস্টার রানা, আপনার উপর ভরসা করছি আমরা। এখন একঘণ্টা ধরে কোসলোস্কিকে খুঁজে বের করবার সময় আমাদের নেই। আমেরিকা টিকবে কি না তা নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর। আর ওই ছেলেকে যে ভাবে হোক ফিরে পেতেই হবে।'

নিশাতকে হাতের ইশারা করল রানা।

নতুন করে নামতে শুরু করল মিনি এলিভেটার। কয়েক সেকেণ্ড পর নেমে এল দ্বিতীয় লেভেলের হ্যাঙারে। প্রেসিডেন্টের পিছনে আড়াল নিয়ে সামনে বাড়ল হফসন নিরো।

কপাল ভাল, এই হ্যাঙারে কোনও ভালুক নেই।

ছুটতে ছুটতে ফায়ার এস্কেপে পৌছে গেল ওরা, ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। সামনে রয়েছে রানা, ওর হাতের জ্বলন্ত মশাল আলো ফেলছে। একটু আগে এয়ারক্রাফট এলিভেটারের খাদের ভিতর লড়াই করে এসেছে ওরা, কারও সঙ্গে কোনও অস্ত্র বা ফ্ল্যাশলাইট নেই। ভয়ের চোটে মিনি এলিভেটারে দৌড়ে উঠবার সময় ফ্ল্যাশলাইটও ফেলে এসেছে হফসন নিরো।

সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এল ওরা, পৌছে গেল লেভেল সিক্স-এর দরজার সামনে।

সাবধানে দরজা খুলল রানা।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে লেভেল সিক্সের এক্স-রেল প্ল্যাটফর্ম।

কোথাও আওয়াজ নেই বা প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই।

সামনে বেড়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল রানা। চারপাশে ছিটিয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত লাশ। কসাইখানার মত আঁশটে গন্ধ চারপাশে।

কোবরা ইউনিটের কমাণ্ডোদের কাছে পৌছে গেল রানা ও

নিশাত। ওখানেই পেয়ে গেল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল ও সিগ-সাওয়ার পিস্তল। এক লোকের কাছে পাওয়া গেল ছোট এক ফার্স্ট এইড কিট। ওটা থেকে প্লাস্টিকে মোড়া হাইপোডারমিক নিডল নিল রানা, থাই পকেট থেকে অ্যাম্পুল বের করে মাথার দিক ভেঙে সবুজ তরল বের করল, ইনজেক্ট করল নিরোর বাহুতে।

কাজটা শেষ করে প্রেসিডেন্টের হাতে একটা সিগ-সাওয়ার পিস্তল তুলে দিল। ভুলেও অস্ত্র দিল না হফসন নিরোর হাতে। এখনই মরবার ইচ্ছে নেই ওর।

'এবার ওদিকে চলুন,' তাড়া দিল রানা।

প্ল্যাটফর্ম ধরে এগুতে শুরু করেছে। উত্তরদিকের ট্র্যাকে থম মেরে পড়ে আছে এক্স-রেল ইঞ্জিন। ওটার মুখ এয়ার বেস যিরো এইটের টানেলের দিকে।

এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফটের দশফুট গভীর খাদ থেকে জেসিকা গোল্ডিংকে টেনে তুলেছে হোসেন আরাফাত খবির। ওর পরনে ইআরজি-৬ মুখোশ।

চারপাশে এখনও ভাসছে ডুমস ডে ভাইরাসের হলদে কুয়াশা।

খাদ থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা চিৎকার শুনেছে জেসিকা গোল্ডিং।

আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছে রন ম্যাকলিন ও গ্রিজলি নামের দৈত্যটা। উঠে পড়েছে তারা পারসোনেল এলিভেটারে।

রন ম্যাকলিনের হাতে এখনও ফুটবল।

'চলো!' তাড়া দিল জেসিকা। 'ওরা এলিভেটার শাফটে খোলা দরজার দিকে যাচ্ছে! এয়ার ফোর্সের কর্নেল ওদেরকে বলে দিয়েছে একসিট কোড!'

'ওই কোড আপনি জানেন?' জানতে চাইল খবির।

'নিশ্চয়ই!' বলল জেসিকা। 'তখন আমি ওখানেই ছিলাম।

চলো যাই!'

একদম একা হয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট তিশা করিম। চারপাশ ভীষণ থমথম করছে। একটু দূরে বিশাল মেইন হ্যাঙার।

কমাণ্ড দালানে আঁধারে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে ও। সাম্নে উঠে গেছে সিঁড়ি। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, ভীষণ সতর্ক তিশা।

হ্যাঙারের ভিতর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ডুমস্ ডে ভাইরাস। ওর কোনও গ্যাস মাস্কও নেই। অ্যান্টিডোট কাজ করবে এমন নাও হতে পারে।

ঠিক আছে, ভাবল তিশা, এ ধরনের ফ্যাসিলিটিতে নিশ্চয়ই...

জিনিসগুলো পেল ও সিঁড়ির নীচের এক কাবার্ডে।

বায়োহ্যাযার্ড সুট।

হলুদ রঙের। বড়সড় লোকের জন্য তৈরি। বেলুনের মত প্লাস্টিকের কভারঅল, উপরে প্লাস্টিকের হেলমেট। সঙ্গে রয়েছে সেলফ-কনটেইণ্ড এয়ার প্যাক।

ওই একই কাবার্ডে পাওয়া গেল পেটমোটা ম্যাগলাইট ফ্ল্যাশলাইট। খুব কাজের জিনিস।

দেরি না করে একটা সুট পরে নিল তিশা, টেনে নিল যিপলক যিপার। নিজস্ব অক্সিজেন দিতে শুরু করেছে সুট। ফুলে উঠেছে বেলুনের মত। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পরিষ্কার শুনল তিশা।

আপাতত ডুম্স্ ডে ভাইরাসের হাত থেকে নিরাপদ ও।

এবার অন্য একটা কাজ শেষ করতে হবে।

ওর মনে আছে কী কাজে এসেছে। প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসের কমাণ্ড সেন্টার। ওখান থেকে জোগাড় করতে হবে ইনিশিয়েট/ টার্মিনেট ইউনিট— ব্রুকসের ট্র্যান্সমিটার। ওটা প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে কাজ করছে। ওই সিগনাল নকল

করতে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স এনেছিল।
এখন ডিটাচেবল এলিভেটারের কাছে কোথাও পড়ে আছে ব্ল্যাক বক্স।
ওটা লাগবে, কিন্তু তার আগে কমাণ্ড সেন্টার থেকে পেতে হবে আই/টি ইউনিট। জিনিসটা পেয়ে গেলে ব্ল্যাক বক্স লাগবে।
ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল তিশা। উঠে এল কমাণ্ড রুমের দরজায়।
হাঁ হয়ে আছে দরজা।
সামান্য দ্বিধা করে ভিতরে ঢুকে পড়ল তিশা। এলোমেলো হয়ে আছে গোটা ঘর।
মনে হলো ভিতরে তুমুল লড়াই হয়েছে।
ক্ষত-বিক্ষত দেয়ালে অসংখ্য বুলেট লেগেছে। চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়েছে ঢালু জানালার কাঁচ। বেশ কয়েকটা কমপিউটার মনিটরের ভিতর ঢুকেছে বুলেট। অন্যগুলো চুপ করে বসে আছে, ইলেকট্রিসিটি নেই বলে নীরব।
বায়োহ্যাযার্ড সুট পরনে, ধীর গতিতে ঘরের ভিতর ঢুকল তিশা, টপকে গেল এক মৃত নাইন্থ স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডোকে। পড়ে আছে আরও কয়েকজন। কারও কাছে কোনও অস্ত্র নেই।
ইনমেটেরা কেড়ে নিয়ে গেছে সব।
এয়ারটাইট সুটের ফেসপ্লেটের ভিতর দিয়ে কণ্ট্রোল রুমে চোখ বোলাল তিশা।
ওই যে...
হ্যাঁ, ওটাই তো!
একটা কমপিউটার মনিটরের ছাতে রাখা। প্রেসিডেন্ট ওটার বর্ণনা দিয়েছিলেন। ইউনিটের হ্যাণ্ডেল লাল রঙের। মাথার কাছে মোটা অ্যান্টেনা। বুকে বসানো বাটন।
সামনে বেড়ে ইনিশিয়েট/ টার্মিনেট ইউনিট তুলে নিল তিশা।

জিনিসটা ছোটখাটো মোবাইল ফোনের মত।

বুকের ভিতর দুটো বাটন। সেগুলোর উপর টেপ লাগানো। কাগজে হাতে লেখাঃ ওয়ান এবং টু।

ভুরু কুঁচকে গেল তিশার।

আর্লিং এফ ব্রুকস দ্বিতীয় বাটন রাখল কেন...

চিন্তাটা মন থেকে সরিয়ে দিল তিশা।

বায়োহ্যাযার্ড সুটের বুক পকেটে রেখে দিল আই/টি ইউনিট। এবার জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল। আঁধার এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইল।

ওদিকে মিনি এলিভেটারের কাছে থাকবে ব্ল্যাক বক্স।

ওখানে ভাসছে হলদে ভাইরাস-কণা।

এখনও বেশ কিছু মশাল জ্বলছে মেঝের উপর।

কোথাও কিছু নড়ছে না।

আঁধারের ভিতর একের পর এক স্তূপ। পড়ে আছে লাশ। থম মেরে আছে মেরিন ওয়ান। বিধ্বস্ত হয়েছে একটা হেলিকপ্টার ও তেলাপোকা। ওগুলোর কাছে ক্রেট ও বাক্স দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিল কোবরা ইউনিট।

তিশার ফ্ল্যাশলাইট অত্যন্ত শক্তিশালী আলো ফেলে। খাদের ভিতর একপাশে মিনি এলিভেটারের কাছে চকচক করছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স।

পাওয়া গেছে...

এবার বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

এমনসময় অদ্ভুত ফ্যাকাসে নীল আলো চোখে পড়ল ওর।

ওখানেই থমকে গেল তিশা।

চোখের কোণে আলো কীসের?

ঘুরে চাইল। কন্ট্রোল রুমের সব মনিটর নিভে গেছে তা বোধহয় ঠিক নয়। একটা স্ক্রিনে আলো দপদপ করছে।

ভুরু কুঁচকে ফেলল তিশা।

ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার বন্ধ। তার মানে সব সিস্টেম বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু ওই আলো আসছে অন্য কোনও পাওয়ার সোর্স থেকে। আর তার মানেই ওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও...

সামনে বেড়ে মনিটরের উপর থেকে দেয়ালের প্লাস্টার সরিয়ে দিল তিশা।

স্ক্রিনে দপদপ করছে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি

৮-২-৩৪৫৭০২২৪১

টাইম

কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ॥ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ॥ ইনিশিয়েট কোড এণ্টার্ড এনেবল ॥ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড ইণ্টার্ড ॥ কণ্টিনিউ ॥ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ॥ লকডাউন প্রোটোকল ॥ এক্সটেনশন কোড এণ্টার্ড ॥ কণ্টিনিউ ॥ ১০০৫ ॥ নো অথোরাইযড কোড ॥

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট এণ্টার্ড

মেকানিযম আর্মর্ড ॥ ১০০৫

....

ওয়ার্নিং: ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড। ইফ ইউ ডু নট এণ্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স

ডিউরেশনঃ ১০:০০ মিনিট্‌স্‌।

....

ওয়ার্নিং!

....

বড় বড় হয়ে গেল তিশার দুই চোখ।

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিকিউয়েন্স...

এই কমপিউটার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আলাদাভাবে এটার জন্য অন্য পাওয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যে কারণেই হোক, সঠিক সময়ে ব্রুকসের লোকরা লকডাউন এক্সটেনশন কোড দিতে পারেনি। তখন বোধহয় এই ঘরে এসে ঢুকেছিল ইনমেটরা। তখন বা পরে সকাল দশটার সময় থেকে সতর্ক করতে শুরু করেছে এই কমপিউটার।

এখন যদি কেউ এগারোটা পাঁচ মিনিটের ভিতর এয়ার বেস যিরো নাইনের সেলফ-ডেস্ট্রাকশন সিকিউয়েন্স বন্ধ না করে, আর মাত্র দশমিনিট পর ফ্যাসিলিটির নীচে ফাটবে এক শ' মেগাটন থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড!

'হায় আল্লা,' বিড়বিড় করে বলল তিশা।

চট্‌ করে দেখে নিল ঘড়ি।

এখন সকাল দশটা পনেরো মিনিট।

ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়াল তিশা, আর ঠিক তখনই ওর মাথার উপর নামল লম্বা এক স্টিলের পাইপ। হেলমেট পুরো রক্ষা করল না তিশাকে, ধপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। জানে না কখন জ্ঞান হারিয়েছে।

জানল না, ওকে কাঁধে তুলে নিয়েছে এক কুৎসিত দানব।

কন্ট্রোল রুম থেকে বেরুল দৈত্য, সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

পনেরো

টানেলে ঝড়ের মত শোঁ-শোঁ আওয়াজ তুলছে এক্স-রেল ট্রেন, রকেটের মত গতি ওটার, বিদ্যুদ্বেগে পিছনে পড়ছে ট্র্যাক— মাসুদ রানার বাহন যেন উড়ছে এয়ার বেস যিরো এইট লক্ষ্য করে।

বেশিক্ষণ লাগবে না গন্তব্যে পৌঁছতে। ঘণ্টায় দুই শ' মাইলের বেশি গতিতে বিশ মাইল পেরুতে বড়জোর ছয় মিনিট।

রানা এখনও জানে না পলকে কোথায় নিচ্ছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা। ওর শুধু জানা আছে, তারা চলেছে এয়ার বেস যিরো এইটে।

একেবারেই কিছু না জানবার চেয়ে একটু জানা অনেক ভাল।

এক্স-রেল ট্রেন চলছে অটোপাইলট মোডে, ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে আবারও ফিরল রানা। চুপ করে বসে আছে নিশাত সুলতানা ও প্রেসিডেন্ট। পিছনের ছোট বগিতে রয়ে গেছে হফসন নিরো। কী নিয়ে খুব চিন্তিত, বারবার টিপছিল সেলুলার ফোনের বাটন।

নিশাত ও প্রেসিডেন্টের পাশে বসে পড়ল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'বলুন তো, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আসলে কী ঘটছে এয়ার বেস যিরো এইট বা নাইনে?'

দুই ঠোঁট চেপে বসল পরস্পরের উপর, কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, প্রেসিডেন্ট কিছু বললেন না।

'শুরু থেকে বলুন কেন সবার সামনে আপনাকে খুন করতে চাইছে এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস,'

বলল রানা। 'সে চাইছে জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্ড এক ছেলেকে। ওই ছেলে নিজেই ভ্যাকসিন, আর ওই ভাইরাস হয়ে উঠতে পারে এথনিক বুলেট।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'সত্যি বলতে আর্লিং এফ ক্রুকস এখন আর এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নয়। ধরে নেয়া হয়েছিল সে মারা গেছে। এ বছর জানুয়ারির বাইশ তারিখে আমার ইনোগিউরেশন সেরেমনির দিন চরম বিশ্বাসঘাতকতার জন্য টেরে হউটে নিয়ে লিথাল ইঞ্জেকশন দিয়ে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আগে সে চাইত, এ দেশ যেন একদম বদলে যায়। কৃষ্ণাঙ্গরা থাকবে চাকর হয়ে। আর শ্বেতাঙ্গরা হবে তাদের মনিব। কিন্তু এসব করতে হলে প্রথমে দুটো কাজ করতে হবে তাকে। প্রথম কাজঃ সবার চোখের সামনে আমাকে মেরে ফেলতে হবে। ছোট করতে হবে সরকারী দল এবং বিরোধী দলকে। সবাই যেন বুঝতে পারে, রাজনীতিকদের কোনও ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় কাজঃ হাতে পেতে হবে ডুমস্ ডে ভাইরাস ও তার অ্যান্টিডোট। এ দুটো পেয়ে যাওয়ার পর গোটা দুনিয়ার সবাইকে পায়ের নীচে পিষতে পারবে। তার সঙ্গে রয়েছে একদল বর্ণবাদী অফিসার ও সৈনিক।

'আপনার প্রথমে বুঝতে হবে, আর্লিং এফ ক্রুকস কী ধরনের গোঁড়া লোক। মিলিটারির ভিতর ব্রাদারহুড নামের আণ্ডারগ্রাউণ্ড এক সংগঠন গোপনে দেশের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে অনেক দিন ধরে। ওই সংগঠনের উচ্চ পদে ছিল ক্রুকস। এরা ঘৃণা করে অন্য বর্ণের মানুষকে। ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই চাই না এদের।'

'এবার তা হলে একটু খুলে বলুন এদের কাজ কী ধরনের।'

'আশির দশকে মিলিটারির ভিতর গোপন এক সংগঠনের নাম ছিল বিচ কিলার। এরা চেয়েছিল মিলিটারির ভিতর যেন কোনও

মেয়ে না থাকে, আর সেকারণে নানাভাবে তারা মেয়েদের ত্যক্ত করত। বাইশটার বেশি ধর্ষণ দুর্ঘটনা ঘটে এদের মাধ্যমে। অবশ্য প্রমাণ করা যায়নি কারা করেছে। নিজেদের কাজ গোপনে চালিয়ে গেছে। অদৃশ্য লোকের মত এরা, হয়তো দেখাও গেল না, সামান্য মাথার ইশারা করল হলওয়েতে— পরদিন কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার, সৈনিক বা নারী সামরিক অফিসারকে রাতের আঁধারে প্রচণ্ড পেটানো হলো, ভেঙে দেয়া হলো হাত-পা-পাঁজর।'

বেশিরভাগ দেশের সামরিক বাহিনীতে এমন সংগঠন থাকে, রানা ভাল করেই জানে।

'এরা নানা কারণে এসব সংগঠনে যোগ দেয়। কেউ ধর্মের কারণে, অন্যরা ফুর্তির জন্য। সবাই চায় কোনও দলে থাকতে, তাতে অনেক লাভ। এমন কী এল.এ.পি.ডি-র ভিতর বর্ণবাদী অফিসার আছে। এ ধরনের লোক হিংস্র হয়, প্রতিটি সার্ভিসে এরা আছে।

'নেভির ভিতর তাদের নাম: অর্ডার অভ হোয়াইট আমেরিকা। আর্মির ভিতর: ব্ল্যাক ডেথ। এয়ার ফোর্সের ভিতর এদের নাম: ব্রাদারহুড। এদের কাজ কৃষ্ণাঙ্গ অফিসার-সৈনিকদের বা নারী অফিসার বা সৈনিককে মেরে তাড়ানো।

'সবাই ভেবেছিল উনিশ শ' আশির দশকে ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স এসব বর্ণবাদীদেরকে বের করে দিয়েছে আর্মি বা নেভি থেকে। কিন্তু কিছুদিন আগে জানা গেল, এয়ার ফোর্সে এখনও ভালভাবেই কাজ করছে ব্রাদারহুড। তাদের অন্যতম উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ক্রুকস।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা।

নড়েচড়ে বসলেন প্রেসিডেন্ট।

'আর্লিং এফ ক্রুকসের বিরুদ্ধে খুনের মামলা হয়। সে নির্দেশ দিয়েছিল দু'জন অ্যাডমিরালকে খুন করতে। তাঁরা ছিলেন জয়েন্ট

অভ স্টাফের পরামর্শক। আমি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়ব ঘোষণা দেয়ার ক' দিন পর ওই দুই নেভির অ্যাডমিরালের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল ব্রুকস। পাল্টে দেবে তারা বর্তমানের আমেরিকাকে। প্রথমেই সরিয়ে দেয়া হবে প্রেসিডেন্টকে। নষ্ট রাজনীতিকদেরকে ভরে দেয়া হবে কারাগারে, বা মেরে ফেলা হবে। দেশ চালাবে সামরিক বাহিনী। কিন্তু এসব শুনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন দুই অ্যাডমিরাল। সতর্ক হয়ে ওঠে এফবিআই ও সিক্রেট সার্ভিস। কিন্তু তারা দুই অ্যাডমিরালকে রক্ষা করতে পারেনি। মেরে ফেলা হয় তাঁদেরকে।

'হত্যাকারী ও দেশদ্রোহী হিসাবে গ্রেফতার করা হয় আর্লিং এফ ব্রুকসকে। সামরিক আদালতে বিচার হয়। এদিকে এফবিআই তথ্য খুঁজতে থাকে কারা এ পরিকল্পনা করেছিল। ধারণা করা হয়, এয়ার ফোর্সের উচ্চপদস্থ কয়েকজন জেনারেল এসবের পিছনে ছিল। গড়ে তুলেছে তারা ব্রাদারহুড নামের বর্ণবাদী সংগঠন। এরা ইউনাইটেড স্টেটসের দক্ষিণ এলাকার লোক। অবশ্য, তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ফেঁসে গেল ব্রুকস, দুই অ্যাডমিরালের সঙ্গে তার কথার ভিডিয়ো টেপ ছিল নেভির হাতে। বিচার শেষে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো। সে এমন কী একবারের জন্য আপিলও করেনি। এর কিছুদিন পর আমরা জানলাম, কার্যকর করা হয়েছে ব্রুকসের মৃত্যুদণ্ড।'

'আপনি বোধহয় জানতেন এমন পরিস্থিতি হতে পারে, কিন্তু কোর্টে কিছুই বলা হয়নি?' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট।

'গত দশবছর ধরে ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্সের বেশিরভাগ বেসের দায়িত্বে ছিল আর্লিং এফ ব্রুকস, সেই ফ্লোরিডা থেকে নেভাডা এয়ার বেস পর্যন্ত। ওয়াইয়োমিঙের ওয়ারেনে আইসিবিএম স্টকপাইল, সেসব ছিল তার দায়িত্বে। স্যাটালাইট ও

স্পেস মিশন নিয়ন্ত্রণ করে কলোরাডোর ফ্যালকনের স্পেস ওয়ারফেয়ার ডিফেন্স, তারও প্রধান ছিল সে। এয়ার বেস যিরো নাইন তো বটেই, ফ্লোরিডার হার্লবার্ট ফিল্ডের এএফএসওসি নিয়ন্ত্রণ করত সে। এয়ার ফোর্সের ক্র্যাক স্পেশাল অপারেশন টিম, বা নাইন্থ স্কোয়াড্রন চলত তার কথায়। সবখানে ছড়িয়ে রয়েছে তার অনুচর। নিজ হাতে এদেরকে পদোন্নতি দিয়েছে ব্রুকস। আমরা ধারণা করতাম, এদের বেশিরভাগই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর বর্ণবাদী সংগঠন ব্রাদারহুডের সদস্য।

'আর্লিং এফ ব্রুকস এ দেশের বেশিরভাগ এয়ার বেসে কী আছে ভাল করেই জানত। কিছুই গোপন ছিল না তার কাছে। শুরু থেকেই চোখ রেখেছে ডুম্‌স্ ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোটের উপর। এই ভাইরাস বা অ্যান্টিডোট কী করতে পারে, ভাল করেই জানত।

'খুবই বুদ্ধিমান লোক— খুবই। সহজেই বুঝে ফেলেছে, একজন লোক ওই এথনিক বুলেট এবং তার ভ্যাকসিন হাতে পেলে তার চেয়ে শক্তিশালী কেউ থাকবে না। আগেই আমার হৃৎপিণ্ডে ট্র্যান্সমিটার বসিয়ে দিয়েছে, এবার বাকি রইল সঠিক সময়ে আমাকে সরিয়ে দেয়া। ডুম্‌স ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোট তো সে পেয়েই গেল। ...আর কী চাই তার?'

চুপ করে শুনছে রানা ও নিশাত।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনারা তো শুনেছেন এ দেশের কোন্ কোন্ শহরে প্লাজমা বোমা রাখা হয়েছে। চোদ্দটা পারমাণবিক ওয়ারহেড। কথাটা ঠিক নয়। গোটা দেশে এসব ছড়িয়ে দেয়া হয়নি। শুধু রাখা হয়েছে দেশের উত্তরদিকের শহরে। নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডি.সি., শিকাগো, এলএ, স্যান ফ্রান্সিসকো, সিয়েটল ইত্যাদি। দক্ষিণে শেষ বোমা সেন্ট লুইয়ে। আটলান্টা, হিউস্টন বা মায়ামিতে নেই। আসলে টেনেসি-কেন্টাকি স্টেট সীমানার নীচে দক্ষিণে কোনও বোমা রাখা হয়নি।'

'কিন্তু এসব শহরে বোমা কেন?' নিচু স্বরে বলল নিশাত।

'কারণ এসব শহর দেশের উত্তরাংশের, এসব শহরের লোক বর্ণবাদী নয়, বড় বড় কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই উৎপাদন করে না। আর্লিং এফ ক্রুকস আসলে উত্তরাংশ বাদ দিয়ে আমেরিকা চাইছে।

'এখন হাতে এসেছে ডুম্‌স্‌ ডে ভাইরাস ও অ্যান্টিডোট, এবার উত্তরাংশের লোকগুলো টুঁ শব্দ করবে না। করলে শেষ করে দেবে তাদেরকে। সাদা, কালো, শিশু— কাউকে ছাড়বে না। ভ্যাকসিন না পেলে কারও বাঁচবার উপায় নেই।'

ভুরু কুঁচকে মেঝের দিকে চাইলেন প্রেসিডেণ্ট।

'ধারণা করছি, প্রথমে মরবে কালোমানুষরা। বশ্যতা মেনে নিলে অ্যান্টিডোট দেয়া হবে উত্তর এলাকার শ্বেতাঙ্গদেরকে।

'আগেই বলেছি, এখন মাত্র দুটো বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে আর্লিং এফ ক্রুকসকে। প্রথম কথাঃ হাতে চাই অ্যান্টিডোটের ফ্যাক্টরি পলকে। দ্বিতীয় কথাঃ আগে খুন করতে হবে আমাকে। সত্যিকারের কোনও বিপ্লব চাইলে শাসকদের রক্ত লাগে। ফ্রান্সের রাজা-রাণী হোক বা রাশার জার, আগে তাদেরকে খুন করতে হয়েছে, নইলে লোকে বুঝবে কী করে নতুন শাসক এসেছে!

'কৌশলী হলে প্রেসিডেণ্টকে মেরে ফেলতে পারে যে-কেউ, কিন্তু তার ফলে সমাজ বদলে যায় না। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের হত্যা করলে চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেয়া যায়ঃ কী করতে পারল এরা, দিলাম তো শেষ করে!

'আমেরিকার জনগণের সামনে তাই দেখাতে চাইছে ক্রুকস। গরীব, মধ্যবিত্ত, বড়লোক— সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাইছে সে আসলে কে। দরিদ্র দক্ষিণের লোক এমনিতেই খেপে আছে বড়লোকদের উপর। নিউ ইয়র্কের বা শিকাগোর বড়লোকরা ক্যাপেচিনো কফিতে চুমুক দিচ্ছে, কিন্তু বোমা দিয়ে তাদেরকে

উড়িয়ে দেবে ব্রুকস।'

'তার ফলে দেশটা তো ফিরবে আদিম আমলে,' মন্তব্য করল নিশাত। 'ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়া দেশ দিয়ে কী করবে সে?'

'তার বোধহয় ধারণা, আবারও গড়ে নেবে দেশ, তখন আর কালোমানুষ বা বড়লোক শ্বেতাঙ্গরা থাকবে না। পরিষ্কার করতে চাইছে গোটা একটা সমাজকে। নতুন করে শুরু করবে সব। দক্ষিণের শহরগুলো ঠিকই থাকবে। মাঝের রাজ্যগুলোর খুব ক্ষতি হবে না। যা উৎপাদন হবে তাতে সবার ভালভাবেই চলবে।'

'অন্য সামরিক বাহিনী কী করবে?' জানতে চাইল রানা।

'মিস্টার রানা, জানেন,' তিক্ত হাসলেন প্রেসিডেণ্ট। 'অন্য সব সার্ভিস যে ফাণ্ড পায়, সবমিলেও এয়ার ফোর্সকে তার চেয়ে বেশি দেয়া হয়। এদের সদস্য বড়জোর তিন লাখ পঁচাশি হাজার, কিন্তু তাদের হাতে তুলে দিয়েছি আমরা অন্যদের চারগুণ মিসাইল ও ওয়ারহেড। এদের স্ট্রাইক কেপাবিলিটি নেভি বা আর্মির চেয়ে অনেক বেশি।

'আর আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে রয়েছে ব্রাদারহুড। প্রত্যেকে তারা তার লোক। সংখ্যায় এরা এয়ার ফোর্সের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এখন যদি তার কথায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ বম্বার আকাশে ওঠে, সহজেই উড়িয়ে দেবে আর্মি বা নেভির গুরুত্বপূর্ণ সব ইন্সটলেশন। আর যেসব এয়ার বেস তাকে মানবে না, তারা কাউণ্টারঅফেন্স শুরু করবার আগেই মিশে যাবে মাটিতে।

'বিদেশি রাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তার ব্যাপারেও একই কথা বলা যায়। ব্রুকসের স্টেলথ বম্বার, স্ট্রাইক ফাইটার ও নিউক্লিয়ার মিসাইলের আঘাতে ধ্বংসস্তূপ হবে সব। তার প্রশিক্ষিত বাহিনী যে-কোনও দেশকে পায়ের নীচে পিষবে।

'মিস্টার রানা, মনের ভিতর কোনও ভুল ধারণা রাখবেন না, আবারও সবার কাছ থেকে আলাদা হবে ইউনাইটেড স্টেটস অভ

আমেরিকা। তাতে এ দেশের ক্ষতি নেই, দুনিয়ার ষাট ভাগ সম্পদ এ দেশে, কিন্তু গোটা দুনিয়া মস্ত হোঁচট খাবে। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকার চালাবে এই সোনার দেশ। পরিবেশ হবে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের সেই বদ্ধ কূপের মত।'

'হারামজাদা লোকটা...' বলতে শুরু করেও চুপ হয়ে গেল নিশাত।

ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, যদি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পান, আপনি কি ডুমস ডে ভাইরাসের অ্যান্টিডোট প্রতিটি দেশের সরকারের হাতে তুলে দেবেন?'

গম্ভীর চেহারায় কী যেন ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর বললেন, 'সত্যি যদি ফিরতে পারি, ঠিক তাই করতে চাইব আমি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'অর্থাৎ আর্লিং এফ ব্রুকস্ যদি হেরে যায়...'

'আজই নির্দেশ দেব প্রতিটি দেশে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দিতে।'

'সন্দেহ নেই সহজে হার মানবে না সে,' বলল নিশাত। 'সেক্ষেত্রে বোমাও ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'এ কাজ করতেই পারে,' গম্ভীর সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে চারকোনা সুড়ঙ্গের বহু দূরে চেয়ে রইল রানা, কী যেন ভাবছে।

ষোলো

পারসোনেল এলিভেটারের দরজা খুলে যেতেই 'উপরের দরজা'র

একসিটের সামনে পৌঁছে গেছে হোসেন আরাফাত খবির ও জেসিকা গোল্ডিং। কর্নেল বার্নটন ডানকানের কোড: ৬৬৫৩৫৫৫ ভালভাবেই মনে রেখেছে স্পেশাল এজেন্ট, কি প্যাডে লেখা শেষে এণ্টার টিপে দিল সে।

জোরালো হিস্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল ভারী টাইটেনিয়াম দরজা।

এপারে এসে কংক্রিটের করিডোরে দৌড় শুরু করল ওরা, দু'জনের হাতে একটা করে নিকেল-প্লেটেড পিস্তল।

চল্লিশ গজ যাওয়ার পর আরেকটা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল জেসিকা সাধারণ এক এয়ারক্রাফট হ্যাঙারে। সামনে চওড়া দরজা, ওদিক দিয়ে গনগনে রোদ পড়ছে মেঝেতে। হ্যাঙারের ভিতর কিছুই নেই। না বিমান, না কোনও গাড়ি।

কিন্তু...

পিছনের দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল দানব গ্রিজলি।

প্রথমে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে জেসিকা, আর ঠিক তখনই ওর মাথার পাশে চেপে ধরেছে লোকটা পি-৯০ রাইফেলের মাযল।

'বুম! আর তুমি শেষ, সোনা,' খিকখিক করে হাসল ভালুকের মত লোকটা।

ট্রিগারে চাপ দিতে শুরু করেছে, কিন্তু সে জানে না পিছনে রয়ে গেছে খবির— ঝট্ করে সামনে বাড়ল ও, বিদ্যুদ্বেগে পি-৯০র চার্জিং হ্যাণ্ডেল পিছিয়ে দিল। চেম্বার থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল বুলেট।

ক্লিক!

জেসিকার মাথার পাশে ঠেঁসে ধরা মাযল গর্জে উঠল না।

'আরিহ্ স্লা...' চট্ করে খবিরের দিকে ঘুরে চাইল গ্রিজলি।

বিজলির ঝলকের মত ঘটল পরের ঘটনা।

একটানে গ্রিজলির পি-৯০-র ব্যারেল সরিয়ে দিল জেসিকা,

পিস্তল তুলেই গুলি করতে চাইল। কিন্তু ঠিক তখনই দানবটার অন্যহাতে ধরা ম্যাগহুক নেমে এল জেসিকার মুখের পাশে। রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার পর যন্ত্রটা বয়ে চলেছে সে।

পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল ও জেসিকা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল সামনের মেঝেতে। খট-খটাং আওয়াজ তুলে সরে গেল রাইফেল।

বেরেটা উঁচু করল খবির, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত নয় ও।

খপ করে ওর পিস্তল ধরল গ্রিজলি, ভয়ঙ্কর গর্জন ছেড়ে ঘুরে চাইল।

একই পিস্তল ধরে রেখেছে দু'জন।

গ্রিজলি ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে অস্ত্রটার মাযল।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত থুতনি খবিরের মুখের সামনে নামিয়ে আনল দানব। বাঙালি সৈনিকের স্বাভাবিক তর্জনির উপর চেপে বসল কলার মত আঙুল।

বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম-বুম!

খালি হ্যাঙারের ভিতর বিকট আওয়াজ তুলছে পিস্তল।

হ্যাঁচকা টানে পিস্তল খবিরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে গ্রিজলি। আর কয়েক রাউণ্ড গুলি শেষে পিস্তল তাক হবে খবিরের মাথা লক্ষ্য করে।

লড়ছে দু'জন যেন পাঞ্জা!

পিস্তলের নল ঘুরে আসছে, গায়ের জোরে ওটাকে সরাতে চাইছে খবির। কিন্তু গ্রিজলি যেন ভয়ঙ্কর কোনও অসুর।

বুম-বুম-বুম!

পিস্তলের নল এখন খবিরের বাম বাহুর দিকে...

বুম!

বিস্ফোরিত হলো খবিরের বাম বাইসেপের মাংস। ওর চোখে-মুখে ছিটকে লাগল রক্তের ফোঁটা। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল বাঙালি সৈনিক।

এক সেকেণ্ড পর দেখল অস্ত্রের নল এখন ঠিক ওর মুখের দিকে তাক করা...

ক্লিক!

বুলেট শেষ।

'এ-ই ভাল হলো,' ভয়ঙ্কর নোংরা দাঁতের হাসি দিল গ্রিজলি। 'এবার বাপের ব্যাটার মত লড়ব আমরা।'

একটানে পিস্তল নিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল সে। অন্যহাতে খপ করে ধরেছে খবিরের গলা, ওকে হ্যাঁচকা টানে তুলে ঠেসে ধরল দেয়ালে।

খবিরের পাদুটো ঝুলছে মেঝে থেকে পনেরো ইঞ্চি উপরে।

ছটফট করতে শুরু করেছে খবির। ভীষণ জ্বলছে আহত বামবাহু। ডানহাতে দুর্বল ঘুষি দিল গ্রিজলির ফোলা কপালে।

মনে হলো না গ্রিজলি টের পেয়েছে।

খবিরের মনে হলো, কপালে লেগে ছিটকে এল ওর ঘুষি।

খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল গ্রিজলি। 'স্টিলের প্লেট। ওটার জন্যে বুদ্ধি বাড়েনি বটে, কিন্তু বুলেট ঠেকিয়ে দেয়।'

অন্যহাতে ম্যাগহুক তুলল সে, মাযল তাক করল খবিরের ডান চোখের দিকে।

'সোলজার বয়, তোমার কপালের হাড় কেমন শক্ত? দেখি তো ছোট্ট এই হুক গান তোমার কপাল ভাঙে কি না! ...এবার দেখব ভাঙল কি না, আর...'

ম্যাগহুকের শীতল ম্যাগনেটিক হেড ঠেকিয়ে দিল সে খবিরের নাকে।

ঘাড় ধরে ওকে উঁচু করে রেখেছে লোকটা, দুই হাতে ম্যাগহুক ধরল খবির, বামবাহুর ব্যথা ভুলতে চাইছে। ম্যাগহুক ঠেলে দিতে চাইল দানবের দিকে। খাড়া হয়ে গেল ম্যাগহুক, তারপর ভীষণ ভয় নিয়ে খবির দেখল, আবারও যন্ত্রটা ওর মুখের দিকে ফিরছে।

এবারের এই পাঞ্জা যুদ্ধেও হারতে শুরু করেছে খবির।

তারপর হঠাৎ বুদ্ধি এল ওর মগজে।

'আরে, একটা কথা জানো?' হঠাৎ করে বলল খবির।

'কী?' ঘোঁৎ করে উঠল গ্রিজলি।

'এটা!' ডানহাত বাড়িয়ে ম্যাগহুকের লঞ্চারের 'এম' বাটন টিপে দিল ও। মুহূর্তে কাজ শুরু করল গ্র্যাপলিং হুকের শক্তিশালী ম্যাগনেটিক চার্জ।

পরক্ষণে ফল পেল খবির।

জ্বলে উঠেছে ম্যাগহুকের ম্যাগনেটিক হেড, খুঁজতে শুরু করেছে ধাতব কিছু।

পেয়েও গেল, গ্রিজলির কপালের ভিতরের স্টিলের প্লেট। ঠাস্ করে লাগল ম্যাগনেটিক হেড! প্রচণ্ড জোরে লেগেছে লোকটার ভুরুর উপর। আটকে রইল চুম্বক, যেন চুষতে শুরু করেছে ত্বক।

ভীষণ ব্যথায় গর্জন ছাড়ল গ্রিজলি। কপাল থেকে টেনে সরাতে চাইল ম্যাগহুক। ফলে ছেড়ে দিল খবিরকে।

আলতো পায়ে মেঝেতে নামল সার্জেন্ট, বামবাহুর লাল ক্ষতটা চেপে ধরেছে, ব্যথায় কুঁচকে গেছে চেহারা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল গ্রিজলি। মুখে আটকে থাকা ম্যাগহুকের সঙ্গে বোকার মত কুস্তি শুরু করেছে লোকটা।

দূরত্ব বজায় রাখল খবির, তারপর যেই দেয়ালের দিকে পিঠ দিল লোকটা, ঝট্ করে সামনে বাড়ল সার্জেন্ট, খপ করে ধরল ম্যাগহুকের হ্যাণ্ডগ্রিপ, পরক্ষণে সামান্যতম দয়া না করেই টিপে দিল ট্রিগার।

হুম্প!

ডিসচার্জ করবার সময় বিদঘুটে আওয়াজ তুলল ম্যাগহুক।

ভয়ঙ্কর গতিতে পিছিয়ে গেল গ্রিজলির মাথা। উল্টোদিকে নব্বুই ডিগ্রি কাত হলো ঘাড়। পিছনের দেয়ালে খট্টাস্ করে লাগল

ইঁটের মত মাথা। কংক্রিটের মাঝে তৈরি হলো ক্রিকেট বল আকৃতির গর্ত।

ম্যাগহুকের উল্টো ধাক্কা খেয়ে নিউটনের তৃতীয় আইন অনুযায়ী কয়েক গজ দূরে দিয়ে পড়েছে খবির।

কিন্তু গ্রিজলি নামের দানবের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় আছে ও।

দেয়াল ঘেঁষে নেমে এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে লোকটা, চোখগুলো গলফ বলের মত বড় হয়ে উঠেছে, ফাটা ডিমের মত চুরচুর হয়ে গেছে করোটি, ওই গর্ত থেকে বেরুতে শুরু করেছে রক্ত ও মগজের সুপ।

প্রাণপণ এই লড়াই দেখবার সময় ছিল না জেসিকার, ঘোর কেটে যেতেই খুঁজতে শুরু করেছে পিস্তল। একটু দূরে পেয়ে গেল ওটা। জিনিসটা তুলে নিয়ে ঘুরতেই হতবাক হয়ে গেল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে বিশগজ দূরে।

হ্যাঙারের আরেক পাশে।

রন ম্যাকলিন!

'এবার মনে পড়ল তুমি কে,' সামনে বাড়তে শুরু করেছে লোকটা।

একটা কথাও বলল না জেসিকা, অপলক চেয়ে রইল। লোকটার একহাতে ফুটবল, অন্যহাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। ওটার মাযল তাক করেছে ওর কপালে।

'ওই হোটেলে রাজাসাহেবকে গুলি করবার আগে তোমাকে দেখেছিলাম,' নিচু স্বরে বলল রন ম্যাকলিন। 'তুমি সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট। তোমার কাজ বিপদ হলেই প্রেসিডেন্টকে আড়াল দেয়া। আসলে সাহস আছে তোমাদের।'

নীরব রইল জেসিকা।

ওর ডান উরুর পাশে ঝুলছে নিকেল বেরেটা পিস্তল।

কপালের দিক থেকে মাযল সরিয়ে বুকে তাক করল রন ম্যাকলিন, মৃদু মৃদু হাসছে।

'এবার গুলি ঠেকাও দেখি, এজেন্ট!' পি-৯০-র ট্রিগার টিপতে শুরু করেছে সে।

বরফের মত ঠাণ্ডা রেখেছে জেসিকা মাথাটা। ওর জানা আছে, মাত্র একবার সুযোগ পাবে। সিক্রেট সার্ভিসের অন্যদের মতই দুর্দান্ত মার্কসওউম্যান ও। এটাও জানে, বেশিরভাগ সন্ত্রাসী উরুর কাছ থেকে গুলি করে, তাদের প্রথম গুলি লাগে না টার্গেটে।

এবং ওই প্রথম সুযোগেই পিস্তল তুলতে হবে ওকে, ঠিক নিশানায় গুলি লাগাতে হবে।

এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

রন ম্যাকলিন ট্রিগার টিপবার সময় ঝট্ করে পিস্তল তুলল জেসিকা। দেরি না করেই গুলি করেছে, ওদিকে পর পর তিনটে বুলেট পাঠিয়েছে লোকটা।

জেসিকার মনে হলো, মস্ত ভুল করেছে ও।

একইসঙ্গে পিছনে গিয়ে ছিটকে পড়ল দু'জন— যেন আয়নার একই প্রতিবিম্ব। হ্যাঙারের মেঝে ভেসে গেল তাজা রক্তে।

চকচকে মেঝের উপর চিত হয়ে পড়েছে জেসিকা, পাগল হয়ে উঠেছে ব্যথায়। ঘনঘন শ্বাস নিতে শুরু করেছে। চেয়ে আছে সিলিঙের দিকে। ওর বাম কাঁধে তৈরি হয়েছে লাল গর্ত।

ওদিকে রন ম্যাকলিন চুপ, আর নড়ছে না।

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কোনও সাড়া নেই।

চিত হয়ে পড়ে আছে।

জেসিকা এখনও জানে না, কিন্তু ওর গুলিটা ফুটো করে দিয়েছে ম্যাকলিনের নাকের গোড়া। গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে রক্ত। কাপের মত গর্ত তৈরি করে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

কোনও সন্দেহ নেই মারা পড়েছে রন ম্যাকলিন।
পাশেই প্রেসিডেন্টের ফুটবল।

চারকোনা সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলে ছুটে চলেছে এক্স-রেল ট্রেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ শেষ করে ড্রাইভারের সিটে বসে পড়েছে রানা। আর দু'এক মিনিট পর এয়ার বেস যিরো এইটে পৌঁছবে ওরা। পিছনের ছোট বগিতে গিয়ে বসেছেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল নিশাত।

ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টের দরজা খুলবার হুস্ আওয়াজ হলো, আবারও ভিতরে এসে ঢুকল নিশাত।

'এর পর কী করব আমরা?' রানার পাশের সিটে বসল ও।

'ঘুম থেকে উঠে একবারও ভাবিনি আজকের দিনটা এমন হবে,' নিচু স্বরে বলল রানা। দূর আঁধারে চেয়ে আছে।

'আচ্ছা, ভাইডি... আমাদের তিশা...' হঠাৎ শুরু করেই আবারও থেমে গেল নিশাত।

'কিছু বলবেন, আপা?' অবাক হয়েছে রানা।

নিশাত সুলতানা তো কখনও নিজের জন্য কিছু চায় না কারও কাছে!

'ওই তিশা, ওর কথাই বলছিলাম।'

'বলুন, কী হয়েছে?'

'ওকে ডিনারে নিয়ে গেলেন, ওর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, কিন্তু...' আর কিছুই বলছে না নিশাত।

আস্তে করে শ্বাস ফেলল রানা। 'আপা, আপনি কোনওদিন কূটনীতিক হবেন না।'

'তা বোধহয় ঠিক।' কয়েক মুহূর্ত পর নিশাত বলল, 'কাঁধে তো একটা হাত রাখতে পারতেন? ...আজ যদি মরেই যাই, কৌতূহল

থাকবে কেন ওকে...'

চুপ করে আছে রানা।

'তিশা খুব হতাশ হয়েছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। ভেবেছিল অন্তত হাতটা একটু ধরবেন, আর...'

নিশাত থেমে যেতে বলল রানা, 'কেমন যেন ভয় লেগেছিল ওকে কাছে টানতে।'

'ভয়? কীসের?' নড়চড়ে বসল নিশাত। 'আপনিও ভয় পান? ...ওই মেয়ে তো আপনাকে পাগলের মত ভালবাসে!'

'আমিও তো ওকে... ' হঠাৎ থেমে গেল রানা।

'তা হলে বাধা কোথায়?'

'জানি না,' দ্বিধা নিয়ে বলল রানা। 'ও অন্য মেয়েদের মত নয়। যদি কষ্ট দিয়ে ফেলি?'

'দূরে সরে যেতেও কষ্ট, তাই না? দেখেছেন ওর আঁধার-সাগর কালো চোখ? ও আপনাকে প্রাণমন দিয়ে চায়।'

জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে নিশাত।

'হয়তো শেষে হতাশই হবে,' বলল রানা।

'সেসব না হয় বুঝবে তিশা,' হাসতে শুরু করেছে নিশাত। বুঝে ফেলেছে, সত্যিই প্রেমে পড়েছে ওর নির্ভীক, দুর্ধর্ষ স্যর।

'অমন হাসছেন কেন, আপা?' অসহায় শোনাল রানার কণ্ঠ।

'আপনিও মানুষের মত কাজ করেন, তাই ভেবে হাসছি। আপনি বরফের উঁচু ক্লিফ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন, লাফ দেন গভীর, বিশাল এলিভেটার শাফটে— কিন্তু সাহস করে একটা চুমু দিতে পারেন না ভালবাসার মেয়েটাকে। সত্যিই আপনি অদ্ভুত সুন্দর মনের মানুষ।'

চুপ করে রইল রানা।

'কিন্তু আমাকে কথা দিন, স্যর, পরের বার...' রানার দিকে

ঘুরে চাইল নিশাত।

আস্তে করে মাথা কাত করল রানা বাচ্চা ছেলের মত।

হলদে মরুভূমির তলা দিয়ে চারকোনা সুড়ঙ্গের ভিতর তীব্র গতি তুলে ছুটে চলেছে রানার এক্স-রেল ট্রেন, কিন্তু ওদিকে এয়ার বেস যিরো এইট কমপ্লেক্সের কাছে পৌঁছে গেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। তার সঙ্গে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের চার কমাণ্ডো। দুই পেনিট্রেটার নিয়ে আকাশ থেকে নামতে শুরু করেছে তারা রানওয়ের দিকে। এক্স-রেল ট্রেন মাত্র দু-এক মিনিট পিছনে আছে।

হেলিকপ্টার থেকে নীচে দেখা গেল মরুভূমির কর্কশ জমিতে কয়েকটা দালান।

এয়ার বেস যিরো এইট আসলে এয়ার বেস যিরো নাইনের ছোটখাটো সংস্করণ। ছোট বাক্সের মত দুটো হ্যাঙার, একপাশে পাঁচতলা এয়ারফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ার। সামনেই কালো বিটুমেন রানওয়ে, চলে গেছে অনেক দূরে।

দুই পেনিট্রেটার এগিয়ে চলেছে। সেগুলোর একটা থেকে নীচে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। ওদিকে দেখা গেল কমপ্লেক্সের মাঝে বড় এক হ্যাঙার, ওটার দরজা হাঁ হতে শুরু করেছে।

আরও খুলে যাচ্ছে কবাট।

ওদিকে চেয়ে চোয়াল ঝুলে গেল ব্রুকসের।

হ্যাঙারের ভিতর থেকে বেরুতে শুরু করেছে বিশাল এক বিমান।

এক সেকেণ্ড পর দেখল আসলে দুটো বিমান। প্রথমটা প্রকাণ্ড এক বোয়িং ৭৪৭ জাম্বো জেট, চকচক করছে রুপালি রং। নাকটা ওটার হংসীর মত, দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল দুই ডানা, হ্যাঙারের ছায়া থেকে বেরুতে শুরু করেছে সব।

আর ওই ৭৪৭ বিমানের পিছনে, পিঠের উপর বসে আছে ছোট

এক এয়ারক্রাফট।

ওটাকে বর্তমানের বিমান মনে হলো না ক্রুকসের।

নাসার সাধারণ স্পেস শাটলের মতই শরীর ওটার সাদা, একপাশে আঁকা আমেরিকান পতাকা, পাশে মোটা করে লেখা: ইউনাইটেড স্টেটস। বিমানের নাক কুচকুচে কালো, পেট একই রঙের।

কিন্তু ওই বিমান সাধারণ কোনও শাটল নয়।

ওটা এক্স ৩৭।

এয়ার বেস যিরো এইটের দুই মিনি শাটলের একটা।

অন্যদেশের স্যাটালাইট ফেলে দেয়ার জন্য ওগুলোকে ব্যবহার করবে ইউনাইটেড স্টেটসের এয়ার ফোর্স। দখল করে নেবে ভিনদেশি স্পেস স্টেশন, বা ধ্বংস করে দেবে।

আকৃতি ওটার সাধারণ শাটলের মতই— তিনকোনা প্ল্যাটফর্ম, কনকর্ডের মত ত্রিকোণ ডানা, লেজ অত্যন্ত অ্যারোডাইন্যামিক, পিছনে তিনটে থ্রাস্টার। অন্য শাটলের চেয়ে অনেক শক্তপোক্ত মনে হলো ওটাকে। আটলান্টিস বা সিস্টার শাটলগুলো ভারী সব স্যাটালাইট মহাশূন্যে তুলবার কাজ করে, কিন্তু এ জিনিস তৈরি করা হয়েছে শুধু প্রচণ্ড গতিতে চলবার জন্য। স্পোর্টস্ ভার্শন বলা যেতে পারে। মুহূর্তে উড়িয়ে দেবে স্যাটালাইট বা স্টেশন।

ডানার নীচে চারটে বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা যিরো গ্র্যাভিটি অ্যামব্রাম মিসাইল। শাটলের নীচে, বাইরের দিকে বিশাল দুটো পেগাসাস ১১ বুস্টার রকেট। ওগুলোর পেটে রয়েছে সিলিণ্ডারের ভিতর লিকুইড অক্সিজেনের থ্রাস্টার।

বেশিরভাগ মানুষ জানে না, আজও স্পেস ফ্লাইটে উনিশ শ' ষাট দশকের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। ইউএস ও সোভিয়েত স্পেস-রেসের সময়কালে স্যাটার্ন ৫ বা টাইটান ১১ বুস্টার আজও ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু এক্স ৩৭ আলাদা। লঞ্চের জন্য ওটা ব্যবহার করবে ৭৪৭ বিমানের প্ল্যাটফর্ম, সঙ্গে থাকবে পেগাসাস ১১ বুস্টার। এবং এ কারণেই এ শাটল সত্যিকারের প্রথম অরবিটার, নির্দ্বিধায় বলা যায় একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত।

এক্স ৩৭-এর লঞ্চার হিসাবে কাজ করবে ৭৪৭ বিমান, ওটার রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইটনি টার্বোফ্যান ইঞ্জিন। বিমানের ভিতর অংশ রেডিয়েশন মুক্ত রাখতে ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ প্রেশারাইযেশন সিস্টেম। সাধারণ কমার্শিয়াল জাম্বো জেট উঠতে পারে বড়জোর তেতাল্লিশ হাজার ফুট উপরে, কিন্তু প্রকাণ্ড বোয়িং বিমান ষাতষট্টি হাজার ফুট উপরে তুলে দেবে শাটলকে। আগেই বিমানের পিঠে শাটল অনেক উপরে উঠে যাবার ফলে তিন ভাগের এক ভাগ পাওয়ার/লিফট রেশিয়ো ব্যবহার করতে হবে না এক্স ৩৭কে।

সঠিক সময়ে কাজ শুরু করবে পেগাসাস ১১ বুস্টার।

টাইটান ১১১-র চেয়ে অনেক শক্তিশালী ওটা, সহজেই তুলে দেবে নিচু মহাশূন্যে। কাজ শেষে বুস্টারগুলো খসে পড়বে শাটল থেকে। ততক্ষণে এক্স ৩৭ পৌঁছে গেছে পৃথিবীর দুই শ' দশ মাইল উপরে, ভাসছে অরবিটে। এরপর সহজেই মহাশূন্যে ঘুরবে শাটল, অন্যদেশের স্যাটালাইট ফেলে দেবে। কাজ শেষে আবারও কোঅর্ডিনেটস দেখে নেমে আসবে নিজের ইঞ্জিন ব্যবহার করে।

অদ্ভুত সুন্দর বিমান এবং শাটল।

জন স্কল্টের দিকে ঘুরে চাইল আর্লিং এফ ব্রুকস। 'ওই শাটল উঠতে দেয়া...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, ঠিক তখনই কোনও সতর্কতা ছাড়াই আঁধার হ্যাঙারের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল পাঁচটা স্টিংগার মিসাইল। রুপালি ৭৪৭-র ডানাকে পাশ কাটাল ওগুলো, তারপর সাঁই-সাঁই করে উঠতে লাগল সোজা দুই পেনিট্রেটার লক্ষ্য

করে।

ওয়াং ইউনিট দেখে ফেলেছে ব্রুকসের দুই কপ্টারকে।

এয়ার বেস যিরো এইটের এক্স-রেল স্টেশন ঠিক এয়ার বেস যিরো নাইনের পাতাল স্টেশনের মতই। দু'পাশে দুটো ট্র্যাক, মাঝে প্ল্যাটফর্ম। উত্তরদিকের ট্র্যাকের কাছে দেয়ালে এলিভেটার।

পাক্কা সাত মিনিট প্রচণ্ড গতি তুলে চলবার পর রানার এক্স-রেল ট্রেন এইমাত্র এসে পৌঁছেছে স্টেশনে, ক্রমেই কমে আসছে গতি। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে স্টেশনে।

হিসহিস আওয়াজ তুলে খুলে গেল ট্রেনের দরজাগুলো, রানা-নিশাত ও প্রেসিডেন্ট প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন বগি থেকে।

একদৌড়ে পৌঁছে গেল ওরা উত্তর দেয়ালের এলিভেটারের সামনে। পিছনে ছুটে আসছে হফসন নিরো, কানে ধরে রেখেছে সেল ফোন।

এলিভেটারের কল বাটন টিপে দিল রানা। ওরা অপেক্ষা করছে, যে-কোনও সময়ে নেমে আসবে লিফট। প্রথমবারের মত ভাল করে হফসন নিরোর দিকে চাইল রানা। লোকটার পরনের হোয়াইট হাউসের সুট ময়লা হয়ে গেছে। তার চেয়ে বড় কথা, লোকটা কথা বলছে মোবাইল ফোনে।

কার সঙ্গে বলছে?

'না,' বিরক্ত হয়ে বলল হফসন। 'তার আগে বলো তুমি কে! আমার ফোন ধরলে কেন? চেনো আমাকে? আমার স্টকব্রোকারের সঙ্গে এখনই কথা বলতে হবে! তুমি কে!'

'কী করছেন?' জানতে চাইল রানা।

ভুরু আরও কুঁচকে ফেলল লোকটা। মনেই হলো না বর্তমানে আছে। খুব গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমি আমার ব্রোকারকে ফোন দিয়েছি। আজ যা শুরু হয়েছে, আমেরিকান ডলারও বিক্রি করে

দেয়া উচিত। টানেল থেকে বেরুতেই ফোন দিয়েছি, মাত্র লাইন পেয়েছি, আর ওমনি কোথাকার এক গাধার সঙ্গে ক্রস কানেকশন হয়ে গেল!'

হ্যাঁচকা টানে মোবাইল কেড়ে নিল রানা।

'আরে!' হাঁ হয়ে গেল লোকটা।

কথা বলতে শুরু করেছে রানা, 'আমি মেজর মাসুদ রানা, ইউনাইটেড স্টেটস মেরিন কর্পসের তরফ থেকে বলছি। প্রেসিডেন্টের ডিটাচমেন্টে আছি। হোয়াইট হাউসে আমার কোড: এমআর৯। ...কে আপনি?'

ফোনে ভেসে এল পুরুষ কণ্ঠ: 'আমি কেভিন কনলন, ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি থেকে। ডি.সি.-র একটা মনিটরিং স্টেশন থেকে বলছি। আমরা ইউটা মরুভূমির দুটো এয়ার বেসের সমস্ত ট্র্যান্সমিশন স্ক্যান করছি। আমাদের ধারণা, দুই এয়ার বেসের একটাতে নকল এয়ার ফোর্স কমাণ্ডো ইউনিট আছে। এবং মস্ত বিপদে আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট। এইমাত্র আপনার বন্ধুর কল পেলাম।'

'মিস্টার কনলন, আপনারা জানেন না এখানে কী ঘটছে,' বলল রানা।

'প্রেসিডেন্ট এখন নিরাপদে আছেন তো?'

'আমার পাশেই আছেন,' প্রেসিডেন্টের দিকে ফোন বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা নিয়ে বললেন তিনি, 'আমি ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট বলছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার মাসুদ রানা।'

রানা একটু উঁচু স্বরে বলল, 'আমরা আপাতত নকল ওই কমাণ্ডো ইউনিটের পিছু নিয়েছি। এদের সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে বলুন।'

ঠিক তখনই খুলে যেতে লাগল এলিভেটারের দরজা।

'একমিনিট!' এলিভেটারের দিকে পি-৯০ তাক করেছে রানা।

পুরোপুরি খুলে গেল দরজা। ভিতরের দেয়ালে দাগড়া দাগড়া রক্তের ছোপ। মেঝের উপর পড়ে আছে তিন এয়ার ফোর্স কর্মকর্তা, মৃত। বুঝতে দেরি হলো না রানার, এরা এয়ার বেস যিরো এইটের স্কেলিটন ক্রুদের ক'জন।

'এইমাত্র এদেরকে মেরে ফেলেছে,' মন্তব্য করল নিশাত।

প্রায় হুড়মুড় করে লিফটের ভিতর ঢুকল রানা ও নিশাত।

পিছনে রয়ে গেল হফসন নিরো। কিছুতেই বিপদের ধারে-কাছে যাবে না। অবশ্য রানা ও নিশাতের সঙ্গে থাকতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

'কিন্তু, মিস্টার প্রেসি...'

'মিস্টার রানা, আজ যদি এ দেশের নাগরিক হিসাবে মরতেই হয়, আমি মরব, কিন্তু কাপুরুষের মত বাঁচতে চাই না। তা ছাড়া, আপনাদের সাহায্য লাগতে পারে। দলে আপনারা মাত্র দু'জন।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে, আসুন। আমাদের পিছনে থাকবেন, এবং ঠিক লক্ষ্যে গুলি করবেন।'

প্রেসিডেন্ট উঠবার কয়েক সেকেণ্ড পর বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটারের দরজা, গ্রাউণ্ড লেভেলে উঠবার জন্য বাটন টিপে দিল রানা।

এবার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে হফসনের মোবাইল নিয়ে কানে ঠেকাল ও। 'ঠিক আছে, মিস্টার কনলন, পঁচিশটা শব্দের ভিতর বলুন নকল এয়ার ফোর্স ইউনিট সম্পর্কে।'

ভূগর্ভস্থ অফিসের ভিতর নিজ চেয়ারে পিঠ-সোজা করে বসল কেভিন কনলন।

ঘটনা যাই হোক, খুব ভয়ঙ্কর কিছুই হবে।

এয়ার বেস যিরো এইট থেকে হঠাৎ করেই একটা ছাগল ফোন দিয়েছিল, তারপর কথা বলতে লাগল এক কঠোর কণ্ঠের লোক,

সে আবার প্রেসিডেন্টের মেরিনদের হেলিকপ্টারের কেউ, তারপর কথা বললেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট! তখনই হোয়াইট হাউসের ডেটা বেসে সার্চ করবার জন্য ও এমআর৯ অক্ষরগুলো ও সংখ্যা তুলে দিয়েছে কমপিউটারে। এখন একের পর এক অকল্পনীয় তথ্য আসতে শুরু করেছে। ওই লোক মস্ত এক যোদ্ধা, আপাতত আছেন মেরিন ওয়ানের দায়িত্বে!

'জী, বলছি,' হেডসেট মাইকে বলল কনলন। 'আমি ডিআই এর সঙ্গে আছি। আনঅথোরাইযড ট্র্যান্সমিশন আসছিল এসব বেস থেকে। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ওগুলো আসছে দক্ষিণ-আফ্রিকান রেকণ্ডোদের কাছ থেকে...'

'ওসব বাদ দিন। ওদেরকে মেরে ফেলেছি আমরা,' বলল রানা। 'নকল ইউনিট সম্পর্কে বলুন।'

'ও... হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল কনলন। 'এরা নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পাঁচ ইউনিটের একটা। এদের কাজ ছিল এয়ার বেস যিরো নাইন পাহারা দেয়া। নাম ছিলঃ ওয়াং ইউনিট। কিন্তু...'

দ্রুত উপরে উঠছে এলিভেটার।

এক সেকেণ্ড পর আবারও শোনা গেল কনলনের কণ্ঠঃ 'আমাদের ধারণা চিন সরকারকে গদি থেকে ফেলে দেয়ার জন্য কয়েকজন জেনারেল ওই ভাইরাসের অ্যান্টিডোট চাইছে। সেজন্য ওটা বের করে নিয়ে যেতে চাইছে আমেরিকা থেকে।'

'আপনি কি জানেন, কীভাবে সরিয়ে নেবে অ্যান্টিডোট?' জানতে চাইল রানা।

'অ্যাঁ? ...হ্যাঁ,' বলল কনলন। 'বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু...'

'যা খুশি বলবেন, আমি বিশ্বাস করব,' বলল রানা। 'যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।'

'এয়ার বেস যিরো এইটের একটা স্যাটালাইট-কিলার শাটলে তুলবে অ্যান্টিডোট। মহাশূন্যে উঠবার পর মিলিত হবে চায়নিজ

আর্মির এক স্পেস শাটলের সঙ্গে। ওটা ক'দিন আগে অরবিটে উঠেছে। আবারও নামবে গিয়ে চায়নার কোনও দুর্গম এলাকায়। তারপর চায়নিজ জেনারেলরা...'

'বুঝলাম,' বলল রানা।

'আপনি হয়তো ভাবতে পারেন...'

'সহজেই আমেরিকা থেকে সরিয়ে নেবে কীভাবে, এই তো?' বলল রানা। 'বাধা না দিলে তাই করবে ওরা।'

'ঠিক, স্যর।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার কনলন। এবার মেরিন ও আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওরা যেন মোবিলাইয করে এয়ার কেপেবল ইউনিটগুলো। ক্যারিয়ার, কপ্টার, যা পারে— সরাসরি যেন আসে এয়ার বেস যিরো এইট লক্ষ্য করে। ভুলেও এয়ার ফোর্সকে কিছু জানাতে যাবেন না। নতুন কোনও নোটিফিকেশন না দেয়া পর্যন্ত এয়ার ফোর্সের সদস্যদেরকে সন্দেহের আওতায় রাখতে হবে।'

কথা বলবার ফাঁকে এলিভেটারের জ্বলজ্বলে প্যানেলের দিকে চেয়েছে রানা। টিকটিক করে উঠছে সংখ্যা ও অক্ষর: এসএল-৩... এসএল-২...

'এবার কাজে নামতে হবে আমাদেরকে, পরে কথা হবে আপনার সঙ্গে,' বলল রানা।

'আপনারা কী করবেন? প্রেসিডেন্টের কী হবে?'

এসএল-১ হয়ে গেল 'জি'। অর্থাৎ গ্রাউণ্ড লেভেলে পৌঁছে গেছে এলিভেটার। দরজার ওদিক থেকে আবছা গোলাগুলির আওয়াজ পেল রানা।

'টিং!' শব্দ তুলল এলিভেটার।

'ভ্যাকসিনের পিছু নেব আমরা,' বলল রানা। 'পরে কথা হবে।'

লাইন কেটে বুক পকেটে ফোন রেখে দিল রানা।

এক সেকেণ্ড পর খুলে গেল এলিভেটারের দরজা।

সতেরো

গনগনে রোদে পুড়ছে মরুভূমির এয়ার বেস যিরো এইট।

জুলাই, তৃতীয় দিবস।

সকাল দশটা তিরিশ মিনিট।

নতুন করে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছে রানা, নিশাত; সঙ্গে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট।

হ্যাঙারের বাইরে একটার পর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, সেই সঙ্গে চলছে গোলাগুলি।

হ্যাঙারের বিশাল চওড়া কবাটের ওদিক থেকে আসছে সোনালী রোদ। কিন্তু উল্টোদিকে পঞ্চাশ গজ দূরে এইমাত্র খুলতে শুরু করেছে এলিভেটারের দরজা, ওখানে পৌঁছায়নি ওই সোনালী রোদ। তার মূল কারণ, হ্যাঙার থেকে বেরুতে শুরু করেছে বিশাল এক ৭৪৭ রুপালি বিমান।

ওই বিমানের পিঠে বসে রয়েছে স্পেস শাটল।

লিফটের কবাট খুলে যেতেই ভীষণ চমকে গেছে রানা।

গোলাগুলির আওয়াজ হ্যাঙারের দরজার কাছে।

ওদিকে কালো ইউনিফর্ম পরনে নাইন্থ স্কোয়াড্রনের পাঁচজন কমাণ্ডোকে দেখল রানা।

এরা ওয়াং ইউনিটের সদস্য, চরম বিশ্বাসঘাতক।

'লোকগুলো দরজার আড়াল নিয়ে পি-৯০ দিয়ে গুলি করছে বাইরের দিকে।

'আমার সঙ্গে আসুন,' তাড়া দিল রানা, ঝটপট বেরিয়ে এল

এ্যালভেটার থেকে।

একটা হামভি ও দুটো তেলাপোকাকে পাশ কাটাবার পর দূরে পরিষ্কার দেখা গেল হ্যাঙারের দরজা। বাইরে টারমাকের সামান্য উপরে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার কপ্টার। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি: শাটল পিঠে তোলা ৭৪৭ বিমানকে যে ভাবে হোক বাধা দেবে। হ্যাঙারে লুকিয়ে থাকা ওয়াং ইউনিটকে লক্ষ্য করে আকাশ থেকে তুমুল বর্ষণের মত আসছে অজস্র ট্রেসার গুলি। বাইরে থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে চায়নিজদেরকে। মাত্র বিশ গজ পেরুতে পারলে তারা উঠে পড়তে পারবে ৭৪৭-র স্টেয়ারওয়েলে।

দুই পেনিট্রেটারের স্টাব থেকে আসছে একের পর এক মিসাইল। নিশানা তাক করেছে ৭৪৭ বিমানের উপর, কিন্তু জাম্বো জেট সম্ভবত ব্যবহার করছে সর্বাধুনিক ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কাউন্টারমেজার। ওটার কাছে যেতে পারছে না একটা মিসাইলও, তার আগেই মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে, সাঁই-সাঁই উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, একটু পর আছড়ে পড়ছে বালি বা রানওয়ের উপর— ছিটকে উঠছে কংক্রিট ও বালির ফোয়ারা।

এমন কী কপ্টারের তপ্ত কমলা ট্রেসার বুলেট বাঁক নিয়ে আরেক দিকে রওনা হচ্ছে। ধীর গতি তুলে সামনে বাড়ছে প্রকাণ্ড ৭৪৭ জাম্বো। অদৃশ্য কোনও ম্যাগনেটিক শিল্ড রক্ষা করছে ওটাকে।

একটা তেলাপোকার আড়ালে থেমে গেছে রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট। সামনের কপ্টারের কেবিনে পরিচিত দু'জনকে দেখল রানা। তারা আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্ট।

ওয়াং ইউনিটের বিশ্বাসঘাতকতায় খেপে আছে প্রাক্তন জেনারেল, ভাবল রানা। বেশিক্ষণ হয়নি লোকটা এসে হাজির হয়েছে। তখন মাত্র বিমানে উঠতে শুরু করেছিল ওয়াং ইউনিটের সবাই। দেরি না করেই গোলাগুলি শুরু করেছে ব্রুকস।

ওই পাঁচ কমাণ্ডোর সঙ্গে পলকে দেখল না রানা। তার মানে, আগেই ওকে তুলে দিয়েছে বিমানে।

হঠাৎ করেই ইঞ্জিনের গতি বাড়ল বোয়িং ৭৪৭ জাম্বোর। গর্জে উঠেছে প্রকাণ্ড সব জেট ইঞ্জিন। পিছনে বইছে তুমুল হাওয়া। হ্যাঙারের ভিতরে আলগা সবকিছু উড়ে যেতে শুরু করেছে।

ধীরে ধীরে গতি তুলছে দানব বিমান, এবার হ্যাঙার থেকে বেরুবে রানওয়েতে— সরাসরি সামনে পড়বে দুই পেনিট্রেটার। মেঝের উপর খট্‌-খট্‌ আওয়াজ তুলছে বিমানের স্টেয়ারকেস।

ভাল বুদ্ধি করেছে কপ্টারের দুই পাইলট।

তাদের জানা আছে, বিমান ৭৪৭-র বিপুল ওজনের সামনে তারা কিছুই নয়, কাজেই ভীত পায়রার মত দু'পাশে সরে গেল।

গুমগুম আওয়াজ তুলে সামনে বাড়ছে প্রকাণ্ড বিমান। পাশের ডোরওয়েতে এক লোককে দেখতে পেল রানা। পরনে তার নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিফর্ম। হাত নাড়ছে নিজ দলের লোকদের উদ্দেশে। নীচে ফেলে দিল পাতলা এক দড়ির মই।

দূর থেকে খুদে মনে হলো ওই দরজা।

ছুটন্ত বিমান থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে দড়ির মই।

চোখের কোণে হ্যাঙারের দরজার সামনে নড়াচড়া দেখল রানা। ঝট করে ঘুরল ও।

পাঁচ ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডো দৌড়ে আসছে পাশের হামভি লক্ষ্য করে।

সামান্য দূরে তেলাপোকার আড়ালে বসে আছে রানা, নিশাত ও প্রেসিডেন্ট।

চলন্ত বিমানে উঠতে চায় লোকগুলো।

তাদের দিকে আসছে দুই পেনিট্রেটারের অসংখ্য ট্রেসার বুলেট। খুবলে তুলছে কংক্রিট।

ছিটকে পড়ল দুই চায়নিজ কমাণ্ডো, যেন বিস্ফোরিত হয়েছে

দেহ। চারপাশে ছিটকে গেল লাল কী যেন। অন্য তিন কমাণ্ডো পৌঁছে গেছে হামভির পাশে। দেরি না করে উঠে পড়ল কেবিনে। চালু হয়ে গেছে হামভির ইঞ্জিন, হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল প্রকাণ্ড গাড়ি, কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলছে চাকাগুলো। বড় একটা বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল হ্যাঙারের দরজা লক্ষ্য করে।

তখনই ওদিক থেকে ভিতরে ঢুকল মিসাইল। সোজা এল হামভির লক্ষ্য করে।

মাত্র দুই সেকেণ্ড সময় পেল হামভির লোকগুলো।

হামভির নাকে এসে বিঁধল মিসাইল। ওখানেই থেমে গেল প্রকাণ্ড জিপ, পরক্ষণে ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল হ্যাঙারের পিছলা মেঝের উপর। ভিতর থেকে বেরুল অতি উজ্জ্বল আলো। চারপাশে ছিটিয়ে গেল হাজারো ধাতব টুকরো, একেকটা গ্রেনেডের শ্র্যাপনেলের মত ধারালো।

'উচিত শাস্তি হয়েছে হারামজাদাদের!' বলল নিশাত।

'এবার চলুন!' তাড়া দিল রানা। 'জলদি!'

'কী করব আমরা?' অবাক হয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

হ্যাঙারের বাইরে জাম্বো জেটের দিকে আঙুল তুলল রানা। 'আমরা ওই বিমানে উঠব।'

মরুভূমির বেশিরভাগ এয়ার বেসের মতই এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়ে L-র মত। বাহুর ছোট অংশের মুখে রয়েছে হ্যাঙারের দরজা। বাঁক নিয়ে মূল রানওয়েতে পৌঁছবার পর বিমান ছুটতে শুরু করে।

এই বেসের মূল রানওয়ে পাঁচ হাজার গজ দীর্ঘ, সংক্ষিপ্ত বাহু বড়জোর চার শ' গজ।

পিঠে চকচকে এক্স ৩৭ স্পেস শাটল নিয়ে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে ট্যাক্সিওয়েতে বেরিয়ে গেছে রুপালি ৭৪৭ বিমান। দুই পাশে ভাসছে দুই পেনিট্রেটার কপ্টার।

বিমানের চারপাশে বালির চাদর উড়ছে। সূর্যের আলোয় চকচক করছে জাম্বো জেটের দু'পাশ।

ট্যাক্সিওয়ের মাঝে পৌঁছে গেছে ওটা, এমনসময় মেইন হ্যাঙারের দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুল ওটা।

একটা তেলাপোকা।

একটু আগেও হ্যাঙারের ভিতর পড়ে ছিল। জিনিসটা দেখতে থান ইঁটের মত, অবশ্য চাকা আছে নীচে। ট্যাক্সিওয়ে ধরে দ্রুত গতি তুলে বিমানের দিকে ছুটছে ওটা।

তেলাপোকার ঠাসাঠাসি ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্টের প্রায় সবটা জুড়ে বসে ড্রাইভ করছে নিশাত। গম্ভীর।

প্যাসেঞ্জার সিটে কোনওমতে চাপাচাপি করে বসেছে রানা ও প্রেসিডেন্ট।

'আপা, গতি বাড়ান!' তাড়া দিল রানা। 'ধরতে হবে ওটাকে! একবার ফ্লাইট রান শুরু হলে আর ধরতে পারব না!'

তেলাপোকার উঁচু গিয়ার, অর্থাৎ তৃতীয় গিয়ার এনগেজ করল নিশাত। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল টোয়িং ভেহিকেল, ভি৮ ইঞ্জিন বিকট গর্জন ছাড়ছে। মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরেছে নিশাত। মরুভূমির ভিতর থরথর করে কাঁপছে দূরের দৃশ্য।

বিদ্যুদ্বেগে ছুটতে শুরু করেছে তেলাপোকা, দূরত্ব কমিয়ে আনছে শাটল পিঠে নিয়ে ছুটন্ত বিমানের সঙ্গে।

বিদঘুটে গাড়ির দিকে গুলি পাঠাতে শুরু করেছে পেনিট্রেটার কপ্টার দুটো। কিন্তু ঝট্ করে প্যাসেঞ্জার দরজা খুলে ফেলল রানা, নিশাত এবং ওর রাইফেলদুটোর মাযল বের করে দিল বাইরে, নিশানা তাক করেই গুলি শুরু করল এক পেনিট্রেটারের নাকের ভালকান ক্যানন লক্ষ্য করে।

চট্ করে সরে পড়ল পেনিট্রেটার, গুলি করছে দূরে সরে গিয়ে, বুলেট এসে বিঁধছে দ্রুতগামী তেলাপোকার শরীরে।

'আপা! বিমানের নীচে যান!' বলল রানা। 'কাউন্টারমেজারের আড়াল চাই!'

গতি আরও বাড়ছে তেলাপোকার। তুলছে টপ স্পিড। ইঞ্চি ইঞ্চি করে প্রকাণ্ড বিমানের দিকে এগুতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর দুলতে থাকা বিমানের লেজের নীচে ঢুকে পড়ল।

ওরা যেন পানির নীচে ঢুকেছে মস্ত কোনও বুদ্বুদের পেটে।

এখন আর চারপাশে লাগছে না গুলি। দূরে রানওয়ের উপর নামছে গুলির স্রোত।

ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে তেলাপোকা। বিমানের পিছনের ল্যাণ্ডিং গিয়ার সামনে। ওটার উপর ভর করে চলেছে মস্ত দানব।

৭৪৭ বিমানের বাম ডানার তলা দিয়ে চলেছে তেলাপোকা, সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে কালো রানওয়ে। গাড়ি সরে আসছে বিমানের দড়ির মইয়ের দিকে।

'ধূর!' প্রকাণ্ড বিমানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিশাত, আবারও বেরিয়ে এসেছে রোদের ভিতর।

'মেইন রানওয়েতে উঠে যাচ্ছে!' বলল রানা।

মস্ত দানব পাখির মত পিঠে এক্স ৩৭ শাটল নিয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। এবার উঠে পড়বে প্রধান রানওয়েতে।

'আপা, মইয়ের কাছে যান!' নিচু স্বরে বলল রানা।

আবার অ্যাক্সেলারেটার পুরো দাবিয়ে ধরল নিশাত। বনবন করে ঘুরিয়ে নিল স্টিয়ারিং হুইল। নতুন উদ্যমে রওনা হয়েছে তেলাপোকা। কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে এসেছে জাম্বো বিমানের ইলেকট্রম্যাগনেটিক নিরাপত্তা থেকে। ছুটছে এখন দড়ির মইয়ের দিকে। কিন্তু এইমাত্র ৭৪৭-এর সামনে ঘুরে দাঁড়িয়েছে একটা পেনিট্রেটার, এক সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করল ওটা।

তেলাপোকার সামনে রানওয়ের উপর নামল অসংখ্য ট্রেসার বুলেট। বিটুমেন থেকে তুলছে রঙিন ফুলকি, ছিটকে যাচ্ছে নানা

দিকে।

খটা-খট কয়েকটা বুলেট এসে লাগল তেলাপোকার বডিতে। ফুটো হয়ে গেল কয়েক জায়গায় উইণ্ডশিল্ড। টোয়িং ভেহিকেলের বাম্পারের নীচে লেগেছে কমপক্ষে বিশটা গুলি। তিনটা লেগেছে গাড়ির স্টিয়ারিং কলামে।

ফলাফল হলো খুব খারাপ।

দুই হাতে ধরা নিশাতের স্টিয়ারিং হুইল পাগল হয়ে উঠল।

নানাদিকে ছুটতে চাইছে তেলাপোকা। দু'পাশে দুলতে শুরু করেছে। এখনও রানওয়ের উপর আছে, এগিয়ে চলেছে বিমানের ডানার নীচ দিয়ে। মাতালের মত একবার ডানে আবার বামে সরতে চাইছে।

গায়ের জোরে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রেখেছে নিশাত। সঠিক দিক থেকে সরতে দেবে না গাড়ি।

ট্যাক্সিওয়ে শেষে প্রধান রানওয়ের দিকে ঘুরতে শুরু করেছে প্রকাণ্ড বিমান। কয়েক সেকেণ্ডে সিধে হয়ে গেল।

সামনে শুধু বিশাল রানওয়ে। কালো রঙের, মিশেছে গিয়ে দিগন্তে।

'আপা...' গলা উঁচু করল রানা।

'জানি!' পাল্টা চেঁচাল নিশাত। 'উঠে যান ছাতে! মইয়ের কাছে নিয়ে যাব! সঙ্গে প্রেসিডেন্টকে নিন!'

'কিন্তু আপা, আপনার কী হবে?'

'আহ্! বড়জোর বারো সেকেণ্ড! ওই বিমান সত্যি সত্যি দৌড় শুরু করলে বাচ্চাটাকে আর পাব না! ড্রাইভ করতে হবে আমাকে! নইলে... যাও!'

'একবার বিমানের আড়াল থেকে বেরুলেই তো দুই পেনিট্রেটার আপনাকে...'

'জানি, তাই বলছি প্রেসিডেন্টকে সঙ্গে নিয়ে যান!' কড়া ধমক

দিল নিশাত। 'আমার কথা ভাবতে হবে না! দেখবেন, ওদের পোঁদে লাথি দিয়ে ঠিকই বেঁচে আছি! ...যাও তো এবার!'

মনটা খুব ছোট হয়ে গেল রানার। বাঁচবে না আপা।

কঠোর চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে নিশাত। হঠাৎ করেই রানার মনে হলো, সত্যি ওর কোনও বড়বোন থাকলে বোধহয় এমনই বকা দিত!

যেভাবেই হোক তেলাপোকা চালিয়ে যাবে নিশাত, থামবে না কিছুতেই। মরতে হলে মরবে। নীরবে যেন বলে দিয়েছে, যেভাবে হোক প্রেসিডেন্টকে নিয়ে বিমানে ওঠো, উদ্ধার করে নিয়ে এসো ছেলেটাকে!

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। 'আসুন। আপনি আমার সঙ্গে আসছেন।'

প্রকাণ্ড বিমানের পাশে ছুটছে তেলাপোকা। আবারও আড়াল পেয়েছে ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজারের। বোয়িঙের বামদিকের দরজার দিকে সরতে শুরু করেছে গাড়ি। ওদিকে ঝুলছে সরু দড়ির মই।

কয়েক সেকেণ্ড পর কালো কমব্যাট ড্রেস পরা প্রেসিডেন্ট ও রানা উঠে পড়ল টোয়িং ভেহিকেলের ছাতে। কপাল ভাল ওদের নাইন্থ স্কোয়াড্রন ইউনিফর্মের সঙ্গে রয়েছে গগলস। ওগুলো পরে নিয়েছে ওরা, এখন আর বুলেটের বেগে এসে চোখে পড়ছে না বালি।

গাড়ির ভিতর স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে লড়ছে নিশাত সুলতানা, সোজা রাখতে চাইছে গতি পথ।

তেলাপোকার ছাতে তুমুল হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে রানা ও প্রেসিডেন্টকে। পিনের মত এসে লাগছে মুখে বালিকণা। উড়ন্ত দড়ির মইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। নানা দিকে সরছে ওটা। নাগাল থেকে একটু দূরে।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ ছাড়ল ৭৪৭ বোয়িং জেট।

প্রথমবার সত্যিকারের মত চালু হয়েছে চার জেট ইঞ্জিন।

ধক্ করে উঠল রানার বুক।

এবার টেকঅফ করবার জন্য দৌড় শুরু করবে বিমান। সামনে শুধু লম্বা রানওয়ে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনে পড়বে তেলাপোকা, তুমুল গতি তুলবে বিমান, তারপর নির্দিষ্ট রানওয়ে পেরিয়ে ভেসে উঠবে আকাশে।

এখনই শেষ সময়।

পাগলা হাওয়ায় ন্যাকড়ার মত ভাসছে দড়ির মই। তেলাপোকা থেকে মাত্র দুই ফুট সামনে। চারপাশে শুধু মেঘের মত বালিকণা, হাতে-মুখে এসে পিনের মত লাগছে।

গলা ফাটিয়ে প্রেসিডেন্টকে বলল রানা, 'ঠিক আছে! আমি মই ধরব! আর আপনি ধরবেন আমাকে!'

'কী?'

'নিজেই বুঝবেন!'

তেলাপোকার ছাতে দৌড় শুরু করল রানা। চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে মারাত্মক আহত হবে। মাত্র দুই সেকেণ্ড পর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাতাসে ভেসে উঠেছে, দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে... এক সেকেণ্ড পর ধরে ফেলল দুল্যমান দড়ির মইয়ের শেষ ধাপ।

বারকয়েক মাথা নেড়ে ইশারা করল রানা। ওর পিছু নেবেন প্রেসিডেন্ট।

'লাফ দিয়ে ধরে ফেলুন আমার কোমর!'

ভীষণ দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট, 'আচ্ছা!'

পরক্ষণে দৌড় দিলেন তেলাপোকার ছাতে, কয়েক পা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সামনে। আর অমনি বিকট গর্জন ছাড়ল বিমানের ইঞ্জিনগুলো, বিদ্যুদ্বেগে ছুট দিয়েছে রুপালি ৭৪৭ বোয়িং।

তেলাপোকার একফুট সামনে ভেসে উঠেছেন প্রেসিডেন্ট, আর ঠিক তখনই মাথা দিয়ে গুঁতো দিলেন রানার নিতম্বে। দুই হাতে জাপ্টে ধরে ফেললেন দুঃসাহী মানুষটার কোমর।

রানা দুই হাতে ধরে রেখেছে মইয়ের শেষ ধাপ।

প্রায় উড়ছে দু'জন।

পিছিয়ে গেল নিশাতের তেলাপোকা, বাঁক নিতে শুরু করেছে আরেকদিকে। হতাশ হয়ে বিমানের পিছু নেয়া বাদ দিয়েছে দুই পেনিট্রেটারের পাইলট, ভাসছে রানওয়ের আকাশে।

দড়ির মই থেকে ঝুলছে রানা ও প্রেসিডেন্ট, উড়ে চলেছে এক শ' মাইল গতি তুলে। তারই ফাঁকে ঘাড় ফিরিয়েছে রানা, গলা শুকিয়ে গেল ওর। এক পেনিট্রেটার মিসাইল ছেড়েছে নিশাতের তেলাপোকা লক্ষ্য করে!

তেলাপোকার পিছনে গিয়ে লাগল মিসাইল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। রানওয়ে থেকে পাঁচ ফুট উপরে লাফ দিল গাড়ির পিছন অংশ।

ভীষণ এক মোচড় খেলো তেলাপোকা, রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ছে, গিয়ে নামল একপাশের বালির মেঝেতে— ছিটকে উঠল বিপুল বালি— ধুপ করে চিত হলো ভেহিকেল, লক্ষ্যহীন লাটিমের মত গড়াতে শুরু করেছে— একবার, দু'বার, তিনবার— তারপর বিকট আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ল ককপিটের উপর ভর করে। উড়ন্ত বালি ঢেকে ফেলল গাড়ির চারপাশ।

দূরে পড়ে রইল নিশাতের তেলাপোকার ধ্বংসাবশেষ।

বাঁচবার কোনও সম্ভাবনা নেই নিশাত সুলতানার।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

এবার অন্য কাজে ব্যস্ত হতে হবে ওকে।

রানওয়ে ধরে তুমুল গতি তুলছে ৭৪৭ বোয়িং জাম্বো জেট।

বামদিকের দরজার কাছে ভাসছে ওরা, ছোট দুটো মূর্তি।

গতি আরও তুলছে বিমান। পিঠে এক্স ৩৭ শাটল রয়েছে বলে অতিরিক্ত রানওয়ে ব্যবহার করতে হচ্ছে ওটাকে।

রানা ও প্রেসিডেন্টের চারপাশে চাপড় দিচ্ছে দমকা হাওয়া। উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দড়ির মই।

'আপনি আগে উঠুন!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা। 'কমব্যাট হার্নেস ধরে উঠবার পর মই বেয়ে উঠবেন!'

এক মুহূর্ত পর নির্দেশ মেনে নিলেন প্রেসিডেন্ট।

সাঁই-সাঁই করে নীচে পিছিয়ে চলেছে রানওয়ে।

রানার কমব্যাট ওয়েবিং ধরে বেয়ে উঠছেন ভদ্রলোক। ব্যবহার করছে চার হাত-পা। কয়েক সেকেণ্ড পর রানার কাঁধের পা রাখলেন, তরতর করে মই বেয়ে উঠে গেলেন বিমানের কেবিনে।

তাঁর পর পর মই বেয়ে উঠল রানা, ডোরওয়েতে পৌছে গেল। প্রচণ্ড হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। একবার নীচে চাইল ও, বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে যাচ্ছে রানওয়ে। কিন্তু পরের সেকেণ্ডে হঠাৎ করেই অনেক নীচে চলে যেতে লাগল সব।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার ঢোক গিলল রানা।

ওরা ভেসে উঠেছে আকাশে!

আঠারো

দেখতে না দেখতে উপরে উঠছে দ্রুত গতি বিমান। আস্তে করে রানওয়ে স্পর্শ করল আর্লিং এফ ক্রুকসের পেনিট্রেটার কপ্টার। ওটা নেমেছে নিশাতের বিধ্বস্ত তেলাপোকা থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে।

কপ্টার থেকে নেমে পড়ল ব্রুকস, চেয়ে রইল বহু দূরে চলে যাওয়া বিমানের দিকে।

মিসাইল লাগা তেলাপোকার কাছে চলে গেল মেজর জন স্কল্ট।

দুমড়ে-মুচড়ে গেছে গাড়িটা।

চারপাশে ছিটিয়ে আছে ইস্পাতের টুকরো।

পুরো তুবড়ে গেছে ড্রাইভারের কমপার্টমেন্ট। একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে উইণ্ডশিল্ড ও ছাত ধরে রাখা স্ট্রাট। সব যেন আলিউমিনিয়ামের ক্যানের মত চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়েছে।

চোখ সরিয়ে নেবে স্কল্ট, এমন সময় হঠাৎ করেই দেহটা দেখল। বিধ্বস্ত গাড়ির সামনে বালির ভিতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুচড়ে গেছে শরীর। বোধহয় একটা হাড়ও আস্ত নেই। গাড়ির নীচ থেকে বেরিয়ে আছে লাশের বুক ও দুই হাত। মাথা দেখা গেল না। বোধহয় তেলাপোকার সামনের বাম্পারের নীচে চাপা পড়েছে মাথা। গাড়ি আছড়ে পড়তেই শক্ত বালির উপর পিষে গেছে। ছিঁড়ে পড়েছে বাম হাঁটু।

আবারও আর্লিং এফ-ব্রুকসের পাশে ফিরল স্কল্ট।

দূরে চলে যাওয়া বিমানের দিকে এখনও চেয়ে আছে লোকটা।

'ছেলেটাকে নিয়ে গেছে ওয়াং ইউনিট,' বলল স্কল্ট। 'আর বাঙালি সৈনিকরা নিয়ে গেছে প্রেসিডেন্টকে।'

'হ্যাঁ,' আস্তে করে বলল ব্রুকস। দূরের ওই বিমানের উপর থেকে চোখ সরাল না সে। 'কপাল মন্দ, এবার অন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তার মানেই, আবারও আমাদেরকে ফিরতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।'

বিমানের দরজার পাশেই ধপ্ করে বসে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছেন।

ধুপ আওয়াজ তুলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, ঘুরে চাইল। ওর মন চাইল মেঝেতে শুয়ে পড়তে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের পাশে বসে পড়ল রানা। ওদের চোখে এখনও গগলস, এক সেকেণ্ড পর ভীষণ চমকে গেল ও। এইমাত্র প্রকাণ্ড বিমানের আপার ডেক থেকে নেমে এসেছে এক লোক। ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডো সে।

পরনে পাইলটের ঢিলাঢালা উজ্জ্বল কমলা রঙের ফ্লাইট সুট।

সঙ্গে সঙ্গে ওটা চিনল রানা।

জিনিসটা প্রেশার সুট।

হাই-অল্টিচ্যুড বা লো-অরবিটাল ফ্লাইটে অবশ্যই প্রেশার সুট ব্যবহার করতে হয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় ঢিলাঢালা, কিন্তু আসলে ভিতর অংশ সেঁটে থাকে শরীরে, কবজি ও গোড়ালির শেষে থাকে ইলাস্টিক কাফ। ওগুলোর কাজ হাত-পায়ের রক্ত স্বাভাবিক রাখা, যেন মুখ-নাক-কান দিয়ে বেরুতে না পারে রক্ত।

লোকটার সুটে গলার কাছে গোল ধাতব রিং, তার সঙ্গে আটকে নেয়া হবে স্পেস-ফ্লাইট হেলমেট; সংযুক্ত হবে কোমরের হোস সকেটে, ওটা বেরিয়ে আছে লাইফ সাপোর্ট ইউনিট থেকে।

'যাক, উঠতে পেরেছ,' রানাদের দিকে আসতে আসতে বলল চায়নিজ কমাণ্ডো। এখনও রানা ও প্রেসিডেন্টের নোংরা নাইন্থ স্কোয়াড্রন আউটফিট ও বালিভরা গগলস খেয়াল করেনি। 'সরি, বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে ফেলে যেতে হচ্ছিল। ওয়াং যোগাযোগ করেছে। উপরে যেতে হবে। শুধু আমি আর লি চিং-হুয়া রয়ে গেছি। অন্যরা উঠে গেছে শাটলে...'

'ধুপ!'

প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, ওর ডানহাতি ঘুষি নেমেছে লোকটার নাকের উপর। এক সেকেণ্ড টলল সে, তারপর

ধড়াস্ করে পড়ে গেল মেঝের উপর, অজ্ঞান।

'তোর সরির খ্যাঁতা পুড়ি,' বিড়বিড় করল রানা। প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে বলল, 'এখানেই অপেক্ষা করুন।'

'বেশ,' সংক্ষেপে সারলেন প্রেসিডেন্ট।

এখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উপরে উঠছে ৭৪৭ বিমান।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল রানা, তরতর করে উঠতে লাগল জাম্বো জেটের উপর ডেকে। দশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ককপিটের কাছে। পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে। আগে নিরস্ত্র করতে হবে দ্বিতীয় পাইলটকে। তার নাম বোধহয় লি চিং-হুয়া।

পেয়েও গেল রানা তাকে। এইমাত্র বেরিয়েছে ককপিট দরজা দিয়ে, এমন সময় তার মাথার উপর নামল পি-৯০-র বাঁট। কার্টুনের ভিলেনদের মত ধুপ্ করে পড়ে গেল মেঝেতে। তার আগেই চেতনা হারিয়েছে।

চট্ করে ককপিটে ঢুকল রানা, চোখ বোলাল ডিসপ্লের উপর।

আশা করেছিল আবারও ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে পড়তে পারবে এয়ার বেস যিরো এইটের রানওয়েতে।

সে সুযোগ নেই।

ককপিটের ডিসপ্লে স্ক্রিন বলছে, বিমান চলছে অটোপাইলটে। ওই অদৃশ্য পাইলট উড়োজাহাজ নিয়ে যাবে ষাতষট্টি হাজার ফুট উপরে। এবং কাজটা শেষ হতেই পিঠের স্পেস শাটল রওনা দেবে মহাশূন্যের দিকে।

স্ক্রিনের নীচে কয়েকটা শব্দ:

অটোপাইলট এনগেজ॥

টু ডিজএবেল অটোপাইলট অর
অল্টার সেট কোর্স

'সেরেছে, অথোরাইযেশন কোড?' বিড়বিড় করল রানা।

সহজ কোনও পথে অটোপাইটের সুইচ অফ করা যাবে না। তার মানে, এই বিমান নামাতে পারবে না ও।

এবার কী? ভাবল রানা। চট্ করে চারপাশ দেখে নিল। উইণ্ডশিল্ডের ওদিকে সাদা সব মেঘ। ককপিটের বাইরে মেঝের উপর পড়ে আছে পাইলট লি চিং-হুয়া।

কখন জ্ঞান ফিরবে কে জানে!

ককপিট থেকে বেরিয়ে একবার লোকটাকে দেখল রানা, তারপর কাঁধে তুলে নিল তাকে, রওনা হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এল প্রেসিডেন্টের সামনে। ধপ্ করে কাঁধ থেকে ফেলে দিল ভারী লোকটাকে। মাথা কাত করে অচেতন দুই পাইলটকে দেখাল।

'আসুন, ওদের ফ্লাইট সুট পরে নিই।'

দেরি না করে বসে পড়ে একজনের সুট খুলতে শুরু করেছে রানা। একমিনিট পর পাইলটের পরনে থাকল শুধু লাল জাঙ্গিয়া। অন্যজন পুরোই উলঙ্গ!

পরবর্তী তিন মিনিটে ফ্লাইট সুট পরে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর আগেই সত্যিকারের পাইলট হয়ে উঠেছে রানা।

উজ্জ্বল কমলা প্রেশার সুট পরে পরস্পরের দিকে চাইল ওরা দু'জন। থাই পকেটে রেখে দিয়েছে সিগ-সাওয়ার পিস্তল দুটো।

'এবার কী?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে চাইল রানা। 'এবার আমরা চলেছি সেখানে, যেখানে আগে কেউ যায়নি।'

'আপনি টিভির স্টার-ট্রেক মুভি দেখেছেন,' মন্তব্য করলেন প্রেসিডেন্ট।

লঞ্চ করবার জাম্বো জেটের পিঠের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে এক্স ৩৭ স্পেস শাটল। মাঝে সিলিণ্ডারের মত আম্বিলিকাল। ৭৪৭ বিমানের পিঠে রয়েছে ছয়টি টাইটেনিয়াম স্ট্রাট, ওগুলো ধরে রেখেছে শাটল। মাঝে পুরু হোসের মত অ্যাক্সেস টিউব। ওদিক দিয়ে ওঠা যায় স্পেস শাটলে। আবার ওখান থেকে নেমে আসা যায়।

জিনিসটা খাড়া টিউবের মত, উঠে গেছে শাটল পর্যন্ত। জাম্বো জেটের পেট থেকে শুরু হয়েছে ওই টানেল।

হনহন করে হেঁটে আম্বিলিকালের সামনে পৌঁছে গেল দু'জন।

তার আগে দুই সিটে পেয়েছে ওয়াং ইউনিটের সদস্যদের জন্য সাতটা সাদা ব্রিফকেস। ভিতরে রয়েছে সেলফ কণ্টেইণ্ড এয়ার কনডিশনার। এসব ব্যবহার করে শাটলের নভোচারীরা। পাশেই সোনালী স্পেস হেলমেট। দুটো সাদা ব্রিফকেস ও হেলমেট তুলে নিয়েছে ওরা। ঝুলিয়ে নিয়েছে কোমরে ছোট ব্রিফকেস। প্রেশার সুটের গলার রিঙে আটকে নিয়েছে হেলমেট।

সোনালী হেলমেটের গম্বুজের মত ভাইযার ঠেকাবে মহাশূন্যের ভয়ঙ্কর আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন।

অন্য কারণে খুশি হয়ে উঠল রানা।

কেউ দেখবে না ওদের চেহারা।

আম্বিলিকাল দিয়ে উপরে উঁকি দিল রানা। চিকন স্টিলের ধাপ উঠে গেছে ছাত ভেদ করে।

একবার প্রেসিডেন্টকে দেখে নিল ও। ভদ্রলোকের স্পেস সুট ভালভাবেই মানিয়ে গেছে। আর সোনালী ভাইযারের কারণে কেউ দেখবে না উনি কে।

আম্বিলিকালের ভিতর আবারও উঁকি দিল রানা। তিরিশ ফুট উপরে এক্স ৩৭-র মেঝে। একবার উঠে গেলেই ঢুকে পড়তে পারবে ওরা নভোযানের ভিতর।

আকাশের দিকে আঙুল তাক করল রানা, তারপর মই বেয়ে উঠতে শুরু করল।

উনিশ

গোল আম্বিলিকালের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে রানা ও প্রেসিডেন্ট। পুরু স্পেস সুট এবং লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেস বেশ ভারী।

একমিনিট উঠবার পর উপরের গোল হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল রানার হেলমেট পরা মাথা।

পৌঁছে গেছে ও নভোযানের মেঝেতে।

মইয়ের ধাপে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিল।

স্পেস শাটলের পিছনে কার্গো কমপার্টমেন্ট প্রায় হাই-টেক বাসের মত। বাড়তি কোনও জায়গা নেই কোথাও। খুব ছিমছাম। লোক বহন করতে পারবে, আবার দরকার পড়লে বইবে অস্ত্র বা ছোট স্যাটালাইট। দুধসাদা দেয়ালে একের পর এক লাইফ-সাপোর্ট সকেট, কিপ্যাড ও ইকুইপমেন্ট আটকে রাখবার স্টাড

আপাতত কেবিনের ভিতর যাত্রী বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঝে পথ, দু'পাশে একটা করে ভারী ফ্লাইট সিট, ওপাশে মুখোমুখি আরেক জোড়া সিট। সবই ভাল ট্রেনের সিটের চেয়ে ঢের বিলাসবহুল।

বেশ কয়েকটা সিটে বসেছে ওয়াং ইউনিটের যোদ্ধারা। কার্গো কেবিনে তারা পাঁচজন। পরনে একইরকম কমলা রঙের স্পেস সুট ও সোনালী হেলমেট। আলো পড়ে ঝিকঝিক করছে ভাইযার।

সুটের কাঁধে সেলাই করে দেয়া হয়েছে ইউএসএ-র পতাকা।

প্রত্যেকে নিজেকে ভালভাবে আটকে নিয়েছে সিটের বেল্টে। মহাকাশযান অরবিটের দিকে রওনা হলে এসব বেল্ট সহ্য করবে ভয়ঙ্কর জি ফোর্স।

ককপিটের দরজার ফাঁক দিয়ে আরও তিন স্পেস সুট পরা লোককে দেখল রানা। এরা শাটল ফ্লাইট টিম। পাশ দিয়ে দেখা গেল পরিষ্কার নীল আকাশ।

শাটলের মেঝের হ্যাচ দিয়ে মাঝামাঝি উঠে এসেছে রানা, শিরার ভিতর টের পেল অ্যাড্রেনালিনের স্রোত।

হেলমেটের সোনালী ভাইযারের কারণে ওদের দু'জনকে চিনতে পারবে না লোকগুলো। তবুও ভীষণ সচেতন হয়ে উঠল রানা। নিজেকে চোর-চোর লাগছে। শত্রুর ডেরায় ঢুকে পড়েছে।

কমপার্টমেন্টের সামনের দিকে কয়েকটা সিট খালি। বোধহয় জেট বিমানের দুই পাইলট ও ওয়াং ইউনিটের সদস্যদের ওখানে বসবার কথা।

ধীর ভঙ্গিতে আম্বিলিকাল টানেল থেকে বেরিয়ে এল রানা।

সন্দেহ নিয়ে চাইল না কেউ। চট করে কেবিনের ভিতর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতর।

ছেলেটা নেই!

সত্যিই নেই!

তা হলে...

তারপর রানা দেখল, স্পেস সুট পরা পাঁচ মূর্তির একজন কুঁকড়ে আছে সিটে। ঢলঢল করছে সুট।

হাস্যকর লাগছে তাকে। ঝুলছে সুটের দুই বাহু, মেঝের উপর বেকায়দাভাবে পড়ে আছে দুই বুট।

সুটের তুলনায় অনেক ছোট বেচারা।

পল!

গ্লাভস্ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি ওর কবজি।

বাধ্য হয়ে ওর প্রেশার সুটের কবজি ও গোড়ালি আচ্ছামত রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকে দিয়েছে ওয়াং ইউনিটের কেউ, নইলে সুটের ব্লাড-রেগুলেটিং কাফ কাজ করবে না।

বড় সুটে ঢুকে পড়া চার্লি চ্যাপলিনের মত লাগছে পলকে।

আম্বিলিকাল হ্যাচ থেকে সরে এল রানা, ভাবতে শুরু করেছে: 'এবার ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাই কী করে?'

লোকগুলো সিট-বেল্ট খুলে বাধা দেয়ার আগেই যদি পলকে খপ করে ধরে নিয়ে নেমে পড়ে বিমানে?

মাত্র ভেবেছে রানা, ঠিক তখনই খপ্ করে ওর বাহু ধরল একজন, কানের ভিতর রিনরিনে কণ্ঠ বলল: 'অ্যাই চিং-হুয়া।'

লোকটা শাটলের পাইলটের একজন। সোনালী ভাইযারের ওপাশে তার চেহারা দেখা গেল না। এইমাত্র এসে ঢুকেছে পারসোনেল কেবিনে। হেলমেট ইণ্টারকমে চড়ুই পাখির মত পিনপিন করে কথা বলছে।

'তোমরা মাত্র দু'জন? অন্যদের কী হলো?'

ভীষণ দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়ল রানা।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' মুখবিহীন নভোচারী বলল। ককপিটের পিছনের দেখিয়ে দিল দুটো সিট। 'সিটে বসে স্ট্র্যাপ আটকে নাও।'

এবার আম্বিলিকাল থেকে প্রেসিডেন্ট বেরিয়ে আসতেই উবু হলো লোকটা, বন্ধ করে দিল হ্যাচের ঢাকনি।

আবারও গিয়ে ঢুকল ককপিটে। ইণ্টারকমে ম্যাণ্ডারিন ভাষায় বলল, 'পার্সোনেল, লঞ্চ ভেহিকেল থেকে সরে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকো। তিরিশ সেকেণ্ড পর সেপারেশন।'

ধুপ্ করে বন্ধ হলো ককপিট দরজা।

কেবিন থেকে নিজেদেরকে সিল করে দিয়েছে।

এক মুহূর্ত বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল রানা, একবার দেখে নিল মেঝের প্রেশার হ্যাচ। ওর মন চাইলে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ওখানে চলে যাবে, লাফ দিয়ে নেমে পড়বে বিমানের ভিতর, তারপর...

সর্বনাশ! এবার মরেছি! ঝড়ের গতিতে ভাবছে ও।

ওদেরকে তুলে দেবে লোকগুলো অরবিটে!

পিছনে প্রেসিডেন্ট, এক সেকেণ্ড পর দৃঢ় পায়ে ককপিটের পিছনের দুটো সিটের সামনে চলে গেল রানা।

আগেই খেয়াল করেছে কীভাবে শাটলের সেন্ট্রালাইযড্ লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম ব্যবহার করেছে ওয়াং ইউনিটের সদস্যরা।

ঝটপট সিটে বসে পড়ল রানা, কোমরের লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেসের সঙ্গে আটকে নিল সেকেণ্ডারি হোস, ওটা বেরিয়ে এসেছে সিটের বাহু থেকে। এবার ঠিকভাবে আটকে নিল সিট হার্নেস।

ওর কাজ মনোযোগ দিয়ে দেখলেন প্রেসিডেন্ট, অনুকরণ করলেন। ওপাশের সিটে বসেছেন, ঠিকভাবে আটকে নিলেন নিজেকে।

কাজ শেষে মুখ তুলে চারপাশে চাইল রানা, একবার দেখল প্রেসিডেন্টকে। এবার ঘুরে চাইল পিছনে। প্রেসিডেন্টের ঠিক পিছনের সিটে কাত হয়ে বসে আছে পল। মস্ত স্পেস সুটের ভিতর ওকে দেখতে হাস্যকর লাগছে।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

পল হাত নাড়ল ওর দিকে চেয়ে।

কিন্তু ছেলেটা কী করে বুঝল, ও কে?

ল্যাগব্যাগ করছে কনুই দুটো।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

ওর মুখ ঢেকে রেখেছে সোনালী ভাইযার। কারও বাপের সাধ্য নেই বলবে, ও আসলে কে। অথচ মনে হলো ছেলেটা ঠিকই

চিনতে পেরেছে!

সত্যিই কি চিনেছে?

কীভাবে?

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল রানা। হয়তো যে-কোনও নভোচারীর দিকেই হাত নাড়ে ওই ছেলে।

আবারও প্রেসিডেন্টের উপর মনোযোগ ফিরিয়ে আনল রানা। ভদ্রলোক ভাল করেই বুকের সঙ্গে আটকে নিয়েছেন সিট হার্নেস। মনে হলো একবার বড় করে শ্বাস নিলেন।

রানা আন্দাজ করতে পারল, তাঁর মন এখন কেমন করছে।

হঠাৎ হেলমেট ইন্টারকমে ভেসে এল কয়েকটা কণ্ঠ:

'বুস্টার ইগনিশন স্ট্যাণ্ডিং বাই...'

'অ্যাপ্রোচিং লঞ্চ হাইট...

'আম্বিলিকাল রিলিয ইন থ্রি... টু... ওয়ান... মার্ক।'

শাটলের নীচে জোরালো ঘট-ঘঠাং আওয়াজ উঠল, ঠিক তখনই হালকা হয়ে গেল স্পেসক্রাফট, যেন ভেসে উঠেছে বাতাসে।

'আম্বিলিকাল হ্যায সেপারেটেড... আমরা সরে গেছি লঞ্চ-ভেহিকেল থেকে...

চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে এল। তারপর বলে উঠল ওয়াং ইউনিটের চিফ: 'বার্ন করুন।'

'নিশ্চয়ই, স্যর। এনগেজ করছি পেগাসাস বুস্টার... ইগনিশন তিন সেকেণ্ডের ভিতর...'

ভীষণ গুড়গুড় আওয়াজ শুরু করেছে শাটল।

'টু...'

বুকের ভিতর ধুপধাপ করছে রানার হৃৎপিণ্ড।

'...ওয়ান... মার্ক!'

মনে হলো কেউ জ্বেলে দিল ফ্লেম থ্রোয়ার।

পরক্ষণে জ্বলে উঠল এক্স ৩৭-র পেগাসাস বুস্টারগুলো।

পরিত্যক্ত ৭৪৭-বিমানের একটু উপরে ছিল স্পেস শাটল, ফলে বুস্টারদুটো তাদের লেজ তাক করেছে রুপালি জাম্বো জেট বিমানের পেটে।

একইসময়ে জ্বলে উঠেছে অতি উজ্জ্বল ম্যাগনেযিয়াম আগুন। এক্স ৩৭-র দুই সিলিণ্ডারের মত বুস্টার থেকে বেরুল সাদা দুই দীর্ঘ জিভ, যেন বজ্রের মত দুই আগুন নামল বিমানের মাঝে। সঙ্গে সঙ্গে মাখনের মত দু' টুকরো হয়ে গেল বিমান। যেন ব্লো টর্চ ব্যবহার করা হয়েছে।

দু'ভাগ হয়ে গেল এতবড় বিমান। পরক্ষণে জ্বলে উঠল ডানার ফিউয়েল। কেবিনের দুই অংশ গিলে নিল আগুন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো মাঝ আকাশে। ঝরঝর করে নীচে রওনা হয়ে গেল হাজারো টুকরো।

বিমান ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখবার সময় পায়নি রানা, বেচারা আছে অন্য জগতে।

বুস্টার জ্বলে উঠতেই ভীষণ ঝাঁকি খেয়েছে ও। জীবনে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজও শোনেনি।

চারপাশে রইল শুধু বিকট বুম-বুম-বুম! আওয়াজ।

জেট ইঞ্জিন চালু করলে এ ধরনের শব্দ হয়, কিন্তু এই আওয়াজ তার কমপক্ষে একহাজার গুণ বেশি।

এক সেকেণ্ড পর উপরে নাক তাক করল শাটল, উঠতে লাগল রকেটের গতি তুলে

জি ফোর্সের টান খেয়ে সিটের ভিতর গেঁথে গেল রানা। থরথর করে কাঁপতে লাগল কেবিন নব্বুই বছরের বুড়োর মত চেপ্টে গেল ওর দুই গাল। দাঁতে-দাঁত চিপে নিজেকে সামলে নিতে চাইল রানা।

কার্গো কমপার্টমেন্টের সামনে ককপিটের দরজায় রয়েছে পাঁচ

ইঞ্চি পুরু কাঁচ। ওদিক দিয়ে চাইল ও। উইণ্ডশিল্ড দেখা গেল। লালচে হয়ে উঠছে আকাশ। ক্রমেই আরও উপরে উঠছে শাটল।

পরের কয়েক মিনিট শুধু উঠল শাটল, বিশাল বুস্টারগুলো তুলে দিচ্ছে ওটাকে আরও উঁচু আকাশের দিকে।

তারপর হঠাৎ করেই রকেটের গর্জনের উপর দিয়ে ভেসে এল ফ্লাইট টিমের লোকগুলোর কথা:

'এবার ত্যাগ করতে হবে বুস্টারগুলো, এরপর সেলফ কণ্টেইণ্ড পাওয়ার ব্যবহার করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'বুস্টার রিলিযের জন্য তৈরি থাকুন। থ্রি... টু... ওয়ান... মার্ক!'

জোরালো আওয়াজ হলো: কারচুঙ্ক!

পরিষ্কার টের পাওয়া গেল অসম্ভব ভারী এবং প্রকাণ্ড বুস্টারগুলো খসে পড়েছে শাটল থেকে।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। ভদ্রলোক শক্ত করে ধরে আছেন দুই হাতল।

স্বস্তি বোধ করল ও, উনি ঠিকই আছেন, চেতনা আছে।

আকাশ চিরে ছুটে চলেছে এক্স ৩৭।

থেমে গেছে থরথর করে কাঁপা, মসৃণভাবে চলেছে নীরবে, যেন ভেসে আছে চুপচাপ।

এবার একটু সুযোগ পেয়ে চারপাশে চাইল রানা।

প্রথমে ওর চোখ পড়ল ককপিটের দরজার কি প্যাডের উপর। ওটার লকিং মেকানিজম আছে, কেবিনের প্রেশার নষ্ট হওয়ার মত জরুরি কোনও ইমার্জেন্সির সময়ে ওটা ব্যবহার করা হবে।

এবার নিজের স্পেস স্যুট মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। বাম আস্তিনের কাছে ছোট একটা ইউনিট। মনে হলো ওটা হেলমেট ইন্টারকম নিয়ন্ত্রণ করে। ডিসপ্লেতে এখন লেখা: ০৫ চ্যানেল।

প্রেসিডেন্টের দিকে চাইল রানা। ইশারা করে কবজির ইউনিট

দেখাল। আঙুল তুলল: চ্যানেল তিনে সুইচ করুন।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'আমার কথা শুনছেন?'

'হ্যাঁ। কী করতে চান এবার?'

'চুপ করে বসে থাকব। অপেক্ষা করব। তারপর সুযোগ বুঝে এই পাখি দখল করে নেব।'

খাড়াভাবে উঠছে শাটল।

উইণ্ডশিল্ডের বাইরে ক্রমেই বদলে চলেছে আকাশ। যেন জমেছে লালচে মেঘ। তারপর সব কালো হয়ে গেল।

হঠাৎ করেই যেন সরিয়ে নেয়া হয়েছে একটা পর্দা। ওদিকে কোটি কোটি নক্ষত্র দেখল রানা। কুচকুচে আকাশে ফুটে আছে জ্বলজ্বলে হীরার মত সব তারা। অনেক নীচে পৃথিবী, দুই পাশে চাইলে দেখা যায়, ঢালু হয়ে নেমে গেছে কোথাও। নীলচে, বিশাল গোলক টলমল করছে। এতই প্রকাণ্ড, মন মানতে চায় না যে এত বড় কিছু থাকতে পারে।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে শ্বাস আটকে আসতে চায়।

ওরা অনেক উপরে উঠতে পারেনি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর অংশ ও মহাকাশের নীচের অংশ এখানে মিলিত হয়েছে। জমি থেকে দুই শ' মাইল উপরে ভাসছে শাটল।

পৃথিবীর মস্ত বাঁক দখল করে রেখেছে রানার দৃষ্টির চারভাগের তিনভাগ।

চুপ করে চেয়ে রইল ও, মহাকাশে ভাসছে নীলচে গোলক। ওটার উপর দিয়ে নক্ষত্ররাজির দিকে চাইল। সাদা-নীল-লাল-হলুদ বিন্দুগুলো ঝকমক করছে! সংখ্যায় এতই বেশি, অসহায় লাগে—আমি এতই ছোট, আর এই মহাকাশ বা চারপাশের সব এত বড় কেন!

তারপর হঠাৎ করেই দেখা গেল, নক্ষত্রগুলোর ভিতর থেকে

এগিয়ে আসতে শুরু করেছে একটা তারা।

বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আবারও ওটার দিকে চাইল রানা।

সন্দেহ নেই, ওই বিশেষ নক্ষত্র নড়ছে! বড় হচ্ছে ক্রমে।

হঠাৎ করেই বুঝে ফেলল রানা।

ওটা কোনও নক্ষত্র নয়।

স্পেস শাটল। আকৃতি আমেরিকান শাটলের মতই।

ওজনশূন্যতার ভিতর অনায়াসে ভেসে আসছে ওদের শাটলের দিকে। কাছে চলে এল ওটা।

লেজের কাছে লাল ও হলুদ রঙে আঁকা পতাকা।

মহাচিনের শাটল।

চায়নিজ আর্মির।

চট্‌ করে চ্যানেল পাঁচ-এ ফিরল রানা।

তখনই ওয়াং ইউনিটের হেডের কথা শুনতে পেল:

'নীল ড্রাগন, উড়ন্ত ঈগল বলছি। আপনাদেরকে দেখতে পেয়েছি। আমরা থ্রাস্ট কমিয়ে আনছি। অরবিটে পার্ক করব। তিরিশ সেকেণ্ড পর এগিয়ে আসতে পারবেন।'

কথাটা শেষ হতেই একপাশে সরে গেল ককপিটের স্লাইডিং ডোর, বেরিয়ে এল এক্স ৩৭-র দুই পাইলট।

চট্‌ করে মুখ তুলে চাইল রানা।

ওরা আছে লো অরবিটে, কেবিনের ভিতর নড়াচড়া করতে পারবে। ওজনশূন্যতা চলছে। যিরো গ্র্যাভিটি। সিলিঙের হ্যাণ্ডগ্রিপ ধরে প্রায় ভাসতে ভাসতে চলেছে লোক দু'জন।

দুই পাইলটের মাথায় এখনও হেলমেট, কোমরে লাইফ-সাপোর্টের ব্রিফকেস। রানা ও প্রেসিডেন্টকে পাশ কাটিয়ে গেল তারা, চায়নিজ শাটলের সঙ্গে ডক করবার জন্য প্রস্তুতি নেবে।

কার্গো হোল্ডে সিট-বেল্ট খুলতে শুরু করেছে ওয়াং ইউনিটের

সদস্যরা। বোধহয় দুই পাইলটকে সাহায্য করবে।

সুযোগটা নিল রানা, রেডিয়োর চ্যানেল তিন-এ আবারও ফিরে গেল। প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এবার তৈরি থাকুন। আমার পিছু নেবেন।'

অলস ভঙ্গি করে সিট-বেল্ট খুলে লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেসের সঙ্গে এয়ার হোস আটকে নিল রানা।

একই কাজ করলেন প্রেসিডেন্ট।

বেল্ট খুলে যেতেই রানা টের পেয়েছে, ভাসতে শুরু করেছে ও। অন্য কেউ বাধা দেয়ার আগেই খপ্ করে ধরল সিলিঙের হ্যাণ্ডহোল্ড, প্রায় উড়ে চলে গেল পল ছেলেটার পাশে। ওর লাইফ-সাপোর্ট ব্রিফকেস সরিয়ে নিল সিট থেকে।

মুখ ঢাকা হেলমেটের ভিতর দিয়ে রানার দিকেই চাইল কয়েকজন ওয়াং ইউনিট কমাণ্ডো, কৌতূহলী।

ককপিটের দিকে ইশারা করল রানা। ছেলেটাকে বোঝাতে চাইল: ঘুরে দেখতে চাও?

আস্তে করে মাথা দোলাল পল।

আবারও নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়াং ইউনিটের লোকগুলো।

সিলিঙের হ্যাণ্ডহোল্ড ব্যবহার করল রানা, সামনে ছেলেটাকে এবং পিছনে প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ককপিটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল ওরা ককপিটে।

এখান থেকে দেখতে আরও অদ্ভুত লাগে মহাকাশ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশে বিশাল পৃথিবী। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত, যেন ঢেউ তোলা প্রকাণ্ড কোনও নীল কনভেক্স লেন্স।

ওরা ভিতরে এসে ঢুকতেই সিটের উপর ঘুরে চাইল তৃতীয় পাইলট।

রেডিয়ো চ্যানেল পাঁচ-এ কাশবার ফাঁকে ম্যাণ্ডারিন ভাষায় বলল রানা, 'ভাবলাম একবার দেখে যাই এদিকটা।'

'দারুণ সুন্দর, তাই না? ভাইযার আবার খুলতে যেয়ো না। রেডিয়েশন খুন করবে। তা ছাড়া, সূর্যের আলো এখানে অতিরিক্ত উজ্জ্বল।'

ছেলেটাকে কো-পাইলটের খালি সিটে বসিয়ে দিল রানা। ঘুরে চাইল প্রেসিডেন্টের দিকে। রেডিয়োর চ্যানেল আবারও বদলে নিয়েছে তিন-এ।

'আপনি এর সিট-বেল্ট খুলুন, ওটা দিয়ে আচ্ছামত বেঁধে দেবেন দুই হাত। আমি সরিয়ে নেব লাইফ-সাপোর্ট হোস।'

'হ্যাঁ? কী? কখন?'

'এই ঘটনার পর...' বলল রানা।

ঘুরেই সামনে ঝুঁকল ও, খপ্ করে ধরল পাইলটের সোনালী ভাইযার, হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল ওটা।

'আহ্!' গর্জে উঠল পাইলট। চোখে এসে পড়েছে সূর্যের ভয়ঙ্কর সাদা আলো। ভাইযারের নীচে পরিষ্কার কাঁচের চশমা পরা, ওটা অতি উজ্জ্বল রোদ ঠেকাতে পারল না।

বিদ্যুদ্বেগে হাত চলছে রানার। সাদা দেয়ালের সকেট থেকে হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম। আর ঠিক তখনই লোকটার সিট-বেল্ট খুলে ফেললেন প্রেসিডেন্ট, ঘুরিয়ে আনলেন সিটের পিছনে, কষে বেঁধে দিলেন। দেহের দু' পাশে আটকা পড়েছে পাইলটের দুই হাত।

এমনিতেই লাইফ-সাপোর্ট নেই, তার উপর দুই হাত দু'পাশে বাঁধা— মস্ত একটা হাঁ করে খাবি খেতে শুরু করেছে লোকটা।

এবার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ককপিট দরজার সামনে চলে গেল রানা। পাশের দেয়ালে কবাট বন্ধ করবার সুইচ। ওটা টিপে দিতেই ঝট্ করে বন্ধ হয়ে গেল স্লাইডিং ডোর। ককপিটে আটকা পড়েছে

ওরা চারজন।

ঘুরে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'এবার কী...'

কিন্তু এখনও কাজে ব্যস্ত রানা, ওর জানা আছে, আর বড়জোর তিন সেকেণ্ড, তার পর কার্গো কমপার্টমেন্ট থেকে এসে কেউ খুলে ফেলবে দরজা।

কবাটের পাশে আছে একটা কিপ্যাড, বাইরেও ওই একই জিনিস রাখা হয়েছে।

কিপ্যাডের পাশে পৌঁছে গেল রানা।

প্যানেলে ওপেন/ক্লোজ সুইচের নম্বর লেখা বাটনগুলোর নীচে রয়েছে লম্বা লাল এক বাটন। ওটা আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের সেফটি কেসিঙের ভিতর। উপরে লেখা:

ইমার্জেন্সি ইউয ওনলি:
ককপিট সিকিউরিটি লক

টান দিয়ে সেফটি কেসিং খুলে ফেলল রানা, টিপে দিল লাল রঙের বড় বাটন।

জোরালো খট-খট-খট-খট-খট আওয়াজ উঠল। দরজার ভিতর দিক থেকে আটকে গেল পাঁচটা ইমার্জেন্সি ডেডবোল্ট। ব্যাঙ্কের ভল্টের মত হয়ে উঠেছে ককপিট।

এক সেকেণ্ড পর দরজার ওদিক থেকে এল ধুপ-ধাপ আওয়াজ। কার্গো হোল্ডের ভিতর খেপে উঠেছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

পাঁচ ইঞ্চি পুরু জানালার ওপাশে দেখা গেল সোনালী হেলমেট। হাত তুলে ঘুষি দেখাচ্ছে লোকগুলো।

পাত্তা দিল না রানা।

আপাতত এই শাটল ওর সম্পত্তি।

কো-পাইলটের সিটে বসা পলের দিকে ঝুঁকে এল রানা, উইণ্ডশিল্ড দিয়ে দেখা গেল পৃথিবী ও তারকারাজ্য।

আরেকটা দৃশ্য ওকে চিন্তিত করে তুলেছে। এক্স ৩৭-র ফ্লাইট কন্সোলে ছোট ছোট অসংখ্য বাটন, বাতি, সুইচ এবং মনিটর। দেখতে জাম্বো জেট বিমানের ককপিটের মতই, কিন্তু আরও অনেক জটিল।

ন্যাভিগেটারের সিটে বসে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। কোলে তুলে নিয়েছেন ছোট্ট ছেলেটাকে।

'এবার?' জানতে চাইলেন। 'এবার কি বলবেন আপনি স্পেস শাটলও চালাতে পারেন?'

'কপাল মন্দ যে পারি না,' বলল রানা। খাবি খেতে থাকা পাইলটের দিকে ঘুরে গেল ও। 'কিন্তু এই লোক পারে।'

থাই পকেট থেকে সিগ-সাওয়ার বের করল ও, ঠেসে ধরল পাইলটের ভাইযারের পাশে।

প্রেসিডেন্ট আবারও লোকটার লাইফ-সাপোর্ট হোস আটকে দিলেন। খাবি খাওয়া বন্ধ করেছে পাইলট, তার ইন্টারকম রেডিয়োর চ্যানেল তিন-এ নিয়ে গেল রানা।

'তোমার সাহায্য চাই, আবার ফিরব পৃথিবীতে,' বলল।

'মর্ শালা, হারামজাদা...' শুরু করেছিল চায়নিজ পাইলট, কিন্তু থমকে গেল।

প্রেসিডেন্টের দিকে ইশারা করেছে রানা। ফলে দেরি না করেই পাইলটের লাইফ-সাপোর্ট খুলে নিয়েছেন তিনি সকেট থেকে।

পানি থেকে তোলা বোয়াল মাছের মত মস্ত এক হাঁ করে খাবি খেতে শুরু করেছে পাইলট।

নরম স্বরে বলল রানা, 'মন দিয়ে শোনো, তুমি হয়তো নামাবে না শাটল, সেক্ষেত্রে আমি নিজেই নামাতে চাইব ইউটার এয়ার বেসে। আর এ কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটবে। হয়তো জ্বলে

ছাই হয়ে গেলাম, বা পড়লাম গিয়ে পাহাড়ের উপর। যাই হোক, সেক্ষেত্রে আমরা সবাই মরব। ...এবার ভেবে দেখো, আমাকে শিখিয়ে দেবে কি না, নইলে দেখবে চেষ্টা করতে গিয়ে মরছি আমরা সবাই।'

আবারও পাইলটের লাইফ-সাপোর্ট হোস আটকে দিলেন প্রেসিডেন্ট। হাত-বাঁধা লোকটা প্রায় নীল হয়ে উঠেছে।

'ঠিক আছে,' বড় করে শ্বাস নিল সে। 'ঠিক আছে।'

'আমিও তো বলি সব ঠিক,' বলল রানা, 'এবার প্রথম কাজ হবে...'

মনোযোগ দিল রানা। ককপিটের স্বচ্ছ হেডস্ আপ ডিসপ্লে, বা উইণ্ডশিল্ডের উপর ভেসে উঠছে সবুজ শব্দগুলো:

উড়ন্ত ঈগল, আমি নীল ড্রাগন। তুমি বদলে নিয়েছ কোর্স। নতুন করে কোর্স পাল্টে নাও ভেক্টর থ্রি-যিরো-ওয়ানে।

স্বচ্ছ পর্দার দিকে চেয়ে আছে রানা। অক্ষরগুলো যেন ভাসছে নক্ষত্ররাজির ভিতর।

তারপর তারাগুলোর ভিতর দিয়ে দেখা গেল আসছে চায়নিজ আর্মির শাটল। অনেক কাছে চলে এসেছে। আগের চেয়ে ঢের বড় মনে হচ্ছে। মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে আসছে মেঘের মত করে।

আর বড়জোর তিন শ' গজ দূরে।

উড়ন্ত ঈগল, আমি নীল ড্রাগন। নতুন করে কোর্স বদলে নাও ভেক্টর থ্রি-যিরো-ওয়ানে।

'নতুন করে কোর্স পাল্টে...' বিড়বিড় করল রানা। চোখ বোলাচ্ছে ককপিটের অসংখ্য সুইচের উপর। কয়েক সেকেণ্ড পর

পেয়ে গেল ওয়েপন্সের সেকশনের সুইচগুলো।

চট্ করে দুই লাল বাটনের উপরের সেফটি কেসিং খুলে ফেলল, বাটনের উপর লেখা: **মিসাইল লঞ্চ**।

দুই বাটন টিপে দেয়ার সময় একপলকের জন্য আপার হাসিমুখ ভেসে উঠল রানার চোখে। ভাবল, এরা সবাই মিলে শেষ করে দিয়েছে অনেক তাজা প্রাণ!

বিশ

মহাশূন্যে আড়াই শ' গজ দূরে মুখোমুখি হয়েছে দুই শাটল, ভাসছে ওজনশূন্যতায়। অনেক নীচে নীল পৃথিবী, আর এত উপরে ওরা। উড়ন্ত ঈগলের প্রায় দ্বিগুণ বড় চায়নিজ আর্মির শাটল।

হঠাৎ আমেরিকান শাটলের ডানার নীচ থেকে ছিটকে বেরুল দুটো সাদা রেখা। ওগুলো যিরো গ্র্যাভিটি অ্যাম্রাম। দুই শাটলের মাঝের শূন্যতায় বিদ্যুদ্বেগে পথ করে নিল মিসাইল।

গতি অকল্পনীয়, ডানাওয়ালা দুটো পিনের মত গিয়ে বিঁধল চায়নিজ আর্মির শাটলের দেহে।

কোনও ধোঁয়া তৈরি হলো না। সামান্যতম আগুনের শিখা রইল না। ভ্যাকিউমের ভিতর কিছুই থাকে না। নক্ষত্রভরা কালো আকাশের পটভূমিতে দেখা দিল শুধু মিসাইলের কমলা রঙের দুই টেইল থ্রাস্টার।

চায়নিজ আর্মির শাটলের কিছুই করবার ছিল না।

কোনও আত্মরক্ষার উপায় থাকে না আকাশের এত উপরে।

একইসময়ে চায়নিজ শাটলে লেগেছে দুই মিসাইল। একটা

শাটলের পেটে, অন্যটা নাকের উপর।

মুহূর্তে চুরচুর হলো শাটল।

ওটার ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল চোখ ধাঁধানো সাদা আলো। পরক্ষণে কোটি টুকরোয় বিস্ফোরিত হলো শাটল। মনে হলো ছড়িয়ে পড়ছে সব খুব ধীরে।

আর কখনও পৃথিবীতে ফিরবে না নীল ড্রাগন।

এখনও ককপিটের দরজার ওপাশে ধুপধাপ আওয়াজ তুলছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

হাত বাঁধা পাইলটের পরামর্শে এক্স ৩৭-র অটোমেটেড রি এণ্ট্রি প্রসিড্যুর শুরু করল রানা।

কার্গো হোল্ডে কিছুই করবার রইল না ওয়াং ইউনিট কমাণ্ডোদের।

ককপিট ডোর তিন ইঞ্চি পুরু টাইটেনিয়াম পাত দিয়ে তৈরি। আর পাঁচ ইঞ্চি কাঁচের জানালা দিয়ে গুলি করা মোটেও বুদ্ধির কাজ নয়, বিশেষ করে মহাশূন্যে।

ইতিমধ্যেই নিয়ন্ত্রিত ভাবে অরবিটের নীচের দিকে রওনা হয়ে গেছে এক্স ৩৭ শাটল। পৃথিবীর পরিবেশে ঢুকবার আগেই হিট শিল্ড চালু করল রানা।

বাইরে ৪,০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা।

শাটলের সবাই আবারও বসে পড়েছে যার যার সিটে, আটকে নিয়েছে সেফটি হার্নেস।

রকেটের মত শাটল নামিয়ে আনছে অটোপাইলট। শেষবারের মত মাথা তুলে আকাশভরা নক্ষত্র দেখে নিল রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও ডুবে গেল ওরা লালচে এক সাগরে। তারপর হঠাৎ করেই আবারও উদয় হলো ঝকমকে নীল আকাশে।

হড়বড় করে গালি দিতে শুরু করেছে চায়নিজ পাইলট। বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন প্রেসিডেন্ট। মাথার পেছনে

রানার পিস্তলের একটা গুঁতো খেয়ে পাইলট মুখটা হাঁ করতেই তার মুখে গুঁজে দিলেন সেটা।

পুবে চলেছে এক্স ৩৭, বেশিক্ষণ অরবিটে ছিল না বলে মাত্র অর্ধেক কলোরাডো পেরুতে পেরেছে। পশ্চিমের দিকে তাক করে নামছে ওরা, অনেক নীচে ধূসর পর্বতমালা। তারই ফাঁকে একের পর এক সবুজ উপত্যকা। ওদের পিছনের দিগন্ত ঢালু হয়ে নেমে গেছে, ওখানে রয়েছে ইউটার হলুদ মরুভূমি।

একবার দেখে নিল রানা ঘড়ি:

সকাল ১০:৩৬

বেশিক্ষণের জন্য মহাশূন্যে ছিল না ওরা। বড়জোর বিশ মিনিট। এখন সুপারসনিক গতিতে নেমে চলেছে, আর কয়েক মিনিট পর পৌঁছে যাবে ইউটার আকাশে।

হঠাৎ করেই হেডস্-আপ ডিসপ্লে জ্যান্ত হয়ে উঠল:

সোর্স এয়ারফিল্ড
বিকন ডিটেকটেড
এয়ারফিল্ড আইডেনটিফায়েড অ্যায
ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্স
এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো এইট

প্রোসিডিং টু সোর্স এয়ারফিল্ড

ওটা এয়ার বেস যিরো এইট, মনে মনে বলল রানা।

না, ওখানে যেতে চায় না ও।

এয়ার ফোর্সের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে, ওর প্রথম কাজ হওয়া উচিত প্রেসিডেণ্ট ও ফুটবল নিয়ে সরে যাওয়া।

কিন্তু সেটা করতে হলে আগে চাই ফুটবল।

ওই ব্রিফকেসের কাউন্টডাউনের কথা মনে আছে ওর। সকাল সাড়ে এগারোটার আগেই প্রেসিডেন্টের হাত রাখতে হবে পাম অ্যানালাইযার প্লেটে। কিন্তু ফুটবল আছে এখন এয়ার বেস যিরো নাইনে, ওটার দখল নিয়েছিল রনি ম্যাকলিন।

শাটলের বন্দি পাইলটের দিকে ফিরল রানা, তার মুখ থেকে রুমাল বের করে বলল, 'আমাদের নামতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনে।'

দ্রুত কয়েকটা কথা বলে চুপ হয়ে গেল লোকটা। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার শুরু করেছে কুৎসিত গালি।

রানার কাছ থেকে রুমাল নিয়ে আবারও তার মুখে গুঁজে দিলেন প্রেসিডেন্ট। এবার ব্যথা দেয়ার আগে নিজেই মুখ হাঁ করল পাইলট।

বিদ্যুদ্বেগে পশ্চিমে নামছে এক্স ৩৭ শাটল। চলেছে সোজা ইউটার মরুভূমি লক্ষ্য করে।

বিকট গর্জন ছাড়তে ছাড়তে এয়ার বেস যিরো এইটের দিকে নেমে চলেছে শাটল, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর অটোপাইলট ডিযএনগেজ করল রানা, ম্যানুয়ালি সাধারণ বিমানের মত চালাতে লাগল। এয়ার বেস যিরো এইটের উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল শাটল।

মাত্র একমিনিট, তার আগেই পেরিয়ে গেল বিশ মাইল।

নীচে দেখা গেল খাটো পাহাড়শ্রেণী। একপাশে কয়েকটা দালান ও হ্যাঙার, বালির ভিতর অনেক দূরে চলে গেছে বিটুমেন রানওয়ে। বহু দূর দিগন্তে ছিটিয়ে আছে লেক পাওয়েল এবং তার সবুজ পানিভরা ক্যানিয়নগুলো।

রানওয়ের দিকে শাটল তাক করল রানা, উড়ে এল নিচু পাহাড় ও দালানের মাথা ছুঁয়ে— বিকট আওয়াজে থরথর করে কাঁপতে লাগল এয়ার বেস যিরো নাইনের কমপ্লেক্স। পুব থেকে পশ্চিমে

গেছে রানওয়ে, সোজা ওটার উপর নেমে এল রানা।

কিন্তু অনেক বেশি গতি শাটলের। সে কারণেই রানা দেখল না হ্যাঙারের কাছে নিশ্চুপ দুই পেনিট্রেটার কপ্টার।

টাচ-ডাউন করতেই টারমাক ধরে রকেটের মত ছুটল এক্স ৩৭ শাটল। চাকা থেকে ভুস-ভুস করে উঠতে লাগল কালো ধোঁয়া। স্পেসক্রাফটের গতি কমিয়ে আনতে চাইল রানা। বাটন টিপে খুলে দিল ব্রেক প্যারাশুট। পিছনে ফুলে উঠল ওটা। এবার দ্রুত কমে আসতে লাগল গতি।

একটু পর একেবারেই থেমে গেল শাটল। পাইলটের কাছ থেকে শেখা কয়েকটা সুইচ টিপে দিল রানা। ঠিক করেছে, শাটল নিয়ে গিয়ে রাখবে মেইন হ্যাঙারে।

কিন্তু শাটল আর ঘোরাতে পারল না ও, সে সুযোগই পেল না।

ঠিক তখনই দেখল কোথা থেকে হাজির হয়েছে অশুভ চেহারার এক পেনিট্রেটার, বাতাসে ঝুলছে শাটলের নাকের কাছে। ভয়ঙ্কর রাগী কোনও বাজপাখির মত লাগল ওটাকে।

একদিকে স্পেস শাটল, আরেকদিকে ডানাওয়ালা অ্যাটাক কপ্টার— যেন বুনো পশ্চিমের দুই গানস্লিঙ্গার মুখোমুখি হয়েছে, এবার ড্র করবে সিক্সগান।

শাটল রানওয়ের উপর, মুখোমুখি আকাশে পেনিট্রেটার।

ঝট্‌পট্‌ মাথা থেকে হেলমেট খুলে ফেলল রানা। একই কাজ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এবার কী?' হতাশ হয়ে জানতে চাইলেন তিনি।

ধুম!

থরথর করে কেঁপে উঠল ককপিট ডোর।

ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে সিট ছেড়েছে, তাদের তাড়া রানাদের চেয়ে অনেক বেশি।

হঠাৎ রেডিয়োতে ভেসে এল পেনিট্রেটারের পাইলটের কণ্ঠ।

এরা আর্লিং এফ ব্রুকসের নাইন্থ স্কোয়াড্রনের লোক।

'এক্স ৩৭, আমি এয়ার ফোর্সের পেনিট্রেটার। মনে রেখো, আমরা তোমাদের উপর মিসাইল লক করেছি। এখনই ছেলেটাকে বের করে দাও।'

ঝট্ করে পিচ্চি পলের দিকে চাইল রানা, ঝড়ের গতিতে ভাবতে শুরু করেছে।

মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। বাইরে পেনিট্রেটার কপ্টার, এদিকে ভিতরে শত্রু-বিভীষণ ওয়াং ইউনিট। ...ওদিকে মিসাইল তাক করেছে...

পল ছেলেটার পাশে, উঁচু দেয়ালে এক কমপার্টমেন্টের উপর চোখ পড়েছে ওর।

প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি কি পলের সুট খুলতে পারবেন?'

কথা না বলে কাজে নেমে পড়লেন ভদ্রলোক। এদিকে টক বাটনে চাপ দিল রানা। 'এয়ার ফোর্স পেনিট্রেটার, তোমরা কী চাও?'

কথার ফাঁকে দেয়ালের কমপার্টমেন্টের সামনে পৌছে গেল রানা। টান দিয়ে ডালা খুলল।

দরজার উপরের প্যানেলে লেখা: সারভাইভাল কিট।

ককপিটের দরজায় ধুমধাম আওয়াজ তুলছে ওয়াং ইউনিটের কমাণ্ডোরা।

''ছেলেটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও,' বলল কপ্টার পাইলট, 'তার বদলে আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে দেব।'

'খুন করে ছেড়ে দেবে,' বিড়বিড় করল রানা।

শাটলের সারভাইভাল কম্পার্টমেন্টের ভিতর পাগল হয়ে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। মনে মনে বলল, 'অন্তত একটা তো থাকবে! সব সময় থাকে!'

অবশ্য মাইকে বলল, 'আর আমরা যদি ছেলেটাকে ছেড়ে না দিই?'

'সেক্ষেত্রে তোমাদের সবাইকে খুন করব।'

ঠিক তখনই কম্পার্টমেন্টের ভিতর পছন্দের জিনিস খুঁজে পেল রানা। জিনিসটা দেখতে দুই ফুটি সিলিণ্ডারের মত, ধাতব টিউব।

খপ করে ওটা তুলে নিল, চোখ তুলে চাইল ককপিটের পিছনের পাঁচ ইঞ্চি পুরু কাঁচের জানালার দিকে। ওদিক থেকে তাক করা হয়েছে একটা পিস্তল ওর মুখের দিকে!

চুপ করে বসে নেই ওয়াং ইউনিট!

আগুনের অতি উজ্জ্বল সাদা ঝলক দেখল রানা।

নিঃশব্দে গর্জে উঠেছে পিস্তল।

চোখ বুজে ফেলেছে রানা। এবার কাঁচ ভেদ করে ওর কপালে বা নাকের ডগায় এসে বিঁধবে বুলেট। ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে মগজ।

এক সেকেণ্ড পর চোখ খুলে চাইল রানা। ওই কাঁচ অতিরিক্ত পুরু। ওদিকে লেগে পিছলে আরেক দিকে গেছে বুলেট।

খুশি হয়ে নতুন করে আবারও শ্বাস ফেলল রানা। কয়েক পা সরে এল নিজের সিটের পাশে। গদির উপর বসে পড়ে বলল, 'এয়ার ফোর্স পেনিট্রেটার... ঠিক আছে...' ঝটপট সিটবেল্ট আটকে নিতে শুরু করেছে। কাজের ফাঁকে বলল, 'শুনুন, আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, তাঁকেও কি...' ভদ্রলোককে ইশারা করল রানা, তিনি যেন তাঁর সিট বেল্ট খুলে ফেলেন।

'কী বললেন? আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট...'

'জী। আমি ছেলেটার সঙ্গে তাঁকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাগ করবেন না তো? আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিলে আমাদের উপর গুলি করবেন না।'

'ঠিক কথাই বলেছেন।'

'বেশ,' পল ও প্রেসিডেন্টের দিকে চেয়ে বলল রানা, 'আমি

যখন হ্যাচ খুলব, দ্রুত শাটলের কাছ থেকে সরে যাবেন।'

'আচ্ছা,' বলল পল।

মাথা দোলালেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আপনার কী হবে?'

জবাব না দিয়েই লিভার ব্যবহার করে হ্যাচ খুলে ফেলল রানা।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো: হিস্-হুস্!

বন্দি পাইলটের ঠিক উপরে শাটলের ছাতের এক অংশ উড়ে গেছে। অনেক উপরে উঠে দূরে গিয়ে মরুভূমির ভিতর পড়ল ওটা।

মাথার উপর চার কোনা নীল আকাশ দেখা গেল।

'শাটল থেকে যতটা পারেন দূরে সরবেন,' আবারও বলল রানা। 'একটু পর আসব আমি। তার আগে একটা হেলিকপ্টার ফেলতে হবে।'

মরুভূমির প্রচণ্ড তাপদাহ এসে ঢুকেছে শাটলে। ককপিটের হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট ও পল।

প্রেসিডেন্টের পরনে এখনও কমলা ফ্লাইট সুট। অবশ্য এখন হেলমেট নেই। পলের পরনে সাধারণ পোশাক। ঢোলা সুটের নীচে ওসব ছিল।

শাটলের উপরে জোরালো দুপদুপ আওয়াজ তুলে ভাসছে পেনিট্রেটার। হুস-হুস করে নীচে নামছে তুমুল হাওয়া।

এস্কেপ হ্যাচ উড়ে যেতেই আপনাআপনি খুলে গেছে প্লাস্টিকের মই, নেমে গেছে রানওয়ের উপর।

প্রায় বাঁদরের দক্ষতায় মই বেয়ে নামলেন প্রেসিডেন্ট, সঙ্গে পল।

তাদের উপর চোখ রেখেছে পেনিট্রেটারের তিন ক্রু।

উত্তপ্ত টারমাকে নেমেই পলকে নিয়ে শাটল থেকে ছুটে সরে যেতে শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট।

শাটলের ককপিটে দেরি করছে রানা, অধীর অপেক্ষা করছে গুরুত্বপূর্ণ দু'জন বিদেয় হোক।

একবার হাত বাঁধা পাইলটের দিকে চাইল। 'চোখ বড় বড় করে কী দেখো?' জানতে চাইল ও।

'হুঁ-হাঁ!' প্রেসিডেন্টের ক্লেদাক্ত রুমাল মুখে নিয়ে কী যেন বলতে চাইছে লোকটা।

ঠিক তখনই কমলা আগুনের ফুলকি দেখল রানা। পিছনের দরজা থেকে আসছে!

আরে...

ব্লো টর্চ ব্যবহার করে দরজা কাটতে শুরু করেছে ওয়াং ইউনিট!

বোধহয় অপেক্ষা করছিল কখন প্রেসিডেন্ট ও পল সরবে।

ঠিক তখনই পেনিট্রেটারের পাইলটের কণ্ঠ শুনল রানা:

'ধন্যবাদ, এক্স ৩৭। আমি সত্যিই দুঃখিত, বোকা বানানো উচিত হয়নি। কিন্তু তোমাদেরকে উড়িয়ে দেব এবার। নালিশ কোরো ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হলে...'

কথা শেষ না করেই কাজে নেমে পড়েছে সে। পেনিট্রেটারের ডানদিকের ডানার স্টাব থেকে ছিটকে বেরুল সাইডওয়াইণ্ডার মিসাইল। পিছনে রেখে আসছে ঘুরপাক খাওয়া ধোঁয়া। বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে নামছে মিসাইল। সোজা এসে শাটলের উইণ্ডশিল্ডে ডেটোনেট করবে।

ককপিটের পিছনের দরজার ফাঁক দিয়ে ব্লো টর্চের ফুলকি ভিতরে এসে পড়ছে।

যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল রানা। এবার লেজ তুলে ভাগতে হবে। ভাবতে যা দেরি, ঝট্ করে সিটের পাশের ইজেকশন লিভারে টান দিল ও।

শুভ নববর্ষের পটকার মত হুউউউস্ আওয়াজ তুলে আকাশে উঠল রানার ভারী সিট। রকেটের মত চলেছে সূর্যের দিকে।

রানা যেন ত্রিকোণের একটা বাহু, আরেকটা বাহু স্পেস শাটল,

অন্য বাহু পেনিট্রেটার হেলিকপ্টার।

পরক্ষণে একইসঙ্গে সব ঘটতে শুরু করল।

প্রথমে, পেনিট্রেটারের মিসাইল গিয়ে লাগল রানার অনেক নীচের এক্স ৩৭-এর নাকে, ওয়াং ইউনিটের সবাইকে নিয়ে বিস্ফোরিত হলো স্পেস শাটল। আগুনের মস্ত এক লাল ফুটবল তৈরি হলো।

ততক্ষণে আরও অনেক উপরে উঠে গেছে রানা ওর সিট নিয়ে। আরোহণের শেষসীমায় পৌঁছে মুহূর্তের জন্য থামল, হতবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে পাশের কপ্টারের ক্রুরা।

আর ঠিক তখনই তারা দেখল: যমের অরুচি লোকটা সারভাইল কিট থেকে কী যেন নিয়ে এসেছে, কাঁধেও তুলে নিয়েছে।

কিন্তু ওটা সাধারণ কোনও টিউব নয়।

রকেট লঞ্চার!

বেঁটেখাটো এম-৭২ সিংগল্ শট ডিসপোযেবল রকেট লঞ্চার। বাধ্য হয়ে শত্রু এলাকায় ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং করতে হতে পারে, তাই সারভাইভাল কিটের সঙ্গে ওটা মহাকাশচারীদের দেয়া হয়। হালকা ওজনের অস্ত্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী।

ইজেকশন সিটে মহারাজার মত বসে আছে রানা, নীচে বলকে উঠছে বিস্ফোরিত এক্স ৩৭-এর মস্ত আগুনের কুণ্ডলী, আয়েস করে রকেট লঞ্চারের ট্রিগারে আঙুল রাখল ও, পরক্ষণে চাপ দিল।

ওর কাঁধের টিউব থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল এম-৭২ অ্যারোডাইন্যামিক ওয়ারহেড, তীব্র গতি তুলে মুহূর্তে পৌঁছে গেল পেনিট্রেটারের ককপিটে।

ওয়ারহেড ভেদ করেছে হেলিকপ্টারের সাইড উইণ্ডশিল্ড, তখনই বিস্ফোরিত হলো গোটা উড়োজাহাজ। বাইরের দিকে ছিটকে এল কপ্টারের দেয়াল, পরক্ষণে হাজারো টুকরো হলো।

মুহূর্তে চুরচুর হয়ে গেছে মাঝ আকাশে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় আকাশ থেকে ঝরে পড়তে লাগল বিস্ফোরিত কপ্টারের টুকরোগুলো, সেসব ঘিরে রাখল পুরু কালো ধোঁয়া ও লকলকে কমলা আগুন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর টারমাকের উপর নেমে এল পোড়া জঞ্জাল।

এবার শটাক্ আওয়াজ তুলে খুলে গেল রানার প্যারাশুট। সিট থেকে একটান খেয়ে আকাশে উঠে গেল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর অনেক নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ল ভারী সিট।

তার কিছুক্ষণ পর আস্তেধীরে রানওয়েতে নেমে এল রানা। একটু দূরে দেখল মস্ত দুটো অগ্নিশিখা— একটা বিস্ফোরিত স্পেস শাটল, অন্যটা ভয়ঙ্কর ভাবে বিধ্বস্ত পেনিট্রেটার।

প্রেসিডেন্ট ও পল ওর দিকে ছুটে আসছে।

'যা দেখালেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পল। 'সিনেমার মত!'

'ঠিক,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'যদি কখনও ভুল করে লোডেড অস্ত্র আপনার দিকে তাক করি, আমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেবেন আপনি কে!'

কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপ খুলে টারমাকে প্যারাশুট ফেলে দিল রানা, ওর চোখ চলে গেছে এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন দালান ও মেইন হ্যাঙারের দিকে।

ওর খেয়াল অন্যখানে। আপাতত ফুটবল বা এই দেশের নিয়তি নিয়ে ভাবছে না।

ওর মন পাগল হয়ে উঠেছে তিশার কথা ভেবে।

একুশ

রানা চুপ করে চেয়ে আছে মেইন হ্যাঙারের দিকে। শেষবার তিশাকে দেখেছে খাদের ভিতর। তখনই কর্নেল বার্নটন ডানকান ফাটিয়ে দিল ভাইরাসের গ্রেনেড। তারপর একেবারেই আলাদা হয়ে গিয়েছিল ওরা।

হ্যাঙারের পাশে আরেকটা পেনিট্রেটার দেখে সচেতন হয়ে উঠল রানা।

আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্টের পেনিট্রেটার চুপ করে বসে আছে হ্যাঙারের পাশে।

'আবারও এয়ার বেস যিরো নাইনে ফিরেছে ওরা,' মন্তব্য করল রানা। 'কিন্তু কীজন্য, জানি না।'

এয়ার ফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছে এক লোক, দুর্বল ভাবে নাড়ছে একটা হাত।

ওই তো, হোসেন আরাফাত খবির!

এয়ারফিল্ড কন্ট্রোল টাওয়ারের সামনে মিলিত হলো খবির, রানা, প্রেসিডেন্ট ও পল।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে খবিরের মুখ। বাম বাইসেপের উপর পুরু ব্যাণ্ডেজ। ওর কাঁধ থেকে কে যেন অদক্ষ হাতে ঝুলিয়ে দিয়েছে স্লিং।

'স্যর,' ব্যথা সহ্য করবার ফাঁকে বলল খবির। 'চলুন, জরুরি একটা জিনিস দেখাতে হবে।'

সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমের দিকে উঠতে শুরু করল ওরা।

'আর্লিং এফ ব্রুকস এয়ার বেস যিরো নাইনে আবারও এল

কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কয়েক মিনিট আগে ফিরেছে। সবাই গেছে উপরের দরজার দিকে। তখন লুকিয়ে ছিলাম এজেন্ট জেসিকা আর আমি। তারপর উঠে এসেছি এখানে। দেখলাম পেনিট্রেটারের কপালে কী ঘটল। আর তখন হ্যাঙারের দরজা কাছ থেকে সবই দেখেছে আর্লিং এফ ব্রুকস। তারপর চলে গেছে কমপ্লেক্সের ভিতর।'

'ভিতরে গেল... কেন?' চিন্তিত স্বরে বলল রানা। মুখ তুলে চাইল। 'তিশার কোনও খবর জানো?'

'না, স্যর,' বলল খবির। 'আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গেই আছেন।'

'ভাইরাসের গ্রেনেড ফেটে যাওয়ার সময় আলাদা হয়ে যাই, তিশা বোধহয় আছে কমপ্লেক্সের ভেতর।'

কন্ট্রোল টাওয়ারের উপর তলায় উঠে এসেছে ওরা। বড়সড় ঘরে ঢুকে জেসিকা গোল্ডিংকে দেখতে পেল রানা। মেয়েটা এলিয়ে পড়ে আছে একটা চেয়ারে, কাঁধে বুলেটের ক্ষত। ফ্যাকাসে মুখ। পাশেই রেখেছে ফুটবল।

'কী দেখতে হবে, বলেছিলে?' খবিরের কাছে জানতে চাইল রানা।

'দেখুন,' বলল খবির। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল একটা কমপিউটার। ওটার মনিটরে জ্বলজ্বল করছে কয়েকটা শব্দ।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার।

ফ্যাসিলিটির সমস্ত পাওয়ার বন্ধ। তার মানে সব সিস্টেম বন্ধ থাকবার কথা। কিন্তু ভিন্ন কোনও পাওয়ার সোর্স থেকে শক্তি পাচ্ছে এই কমপিউটার। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও...

স্ক্রিনে দপদপ করছে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর)
যিরো নাইন

ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি

৮-২-৩৪৫৭০২২৪১

টাইম

কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ঃ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ঃ ইনিশিয়েট কোড এন্টার্ড এনেবল ঃ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ঃ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ঃ কন্টিনিউ ঃ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ঃ লকডাউন প্রোটোকল ঃ এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ঃ কন্টিনিউ ঃ ১০০৫ ঃ নো অথোরাইযড কোড ঃ

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট এন্টার্ড

মেকানিযম আর্মর্ড ঃ ১০০৫

....

ওয়ার্নিং: ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড। ইফ ইউ ডু নট এন্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স ডিউরেশন: ১০:০০ মিনিট্স্।

....

ওয়ার্নিং!

....

চট্ ঘরে ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

সকাল দশটা তেতাল্লিশ মিনিট।

আর মাত্র বাইশ মিনিট পর কাজ শুরু করবে ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেসট্রাকশন মেকানিযম। তার দশ মিনিট পর ফাটবে

থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা!

এদিকে তিশার কোনও হদিস নেই।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল খবির, 'আবারও চালু করতে পেরেছি জেনারেটারগুলোকে। অবশ্য খুব লো ভোল্টে জ্বলছে বাতিগুলো। কয়েকটা সিস্টেমও চালু করতে পেরেছেন জেসিকা। তার মধ্যে কমিউনিকেশন লাইন আর ইন্টারনাল ব্রডকাস্ট সিস্টেমও আছে।'

'তাতে?' জানতে চাইল রানা।

'এবার এটা দেখুন।' একটা সুইচ টিপে দিল খবির, টিপটিপ করে জীবন ফিরে পেল একটা মনিটর।

মেইন হ্যাঙারের ভিতরের কন্ট্রোল রুমের দৃশ্য ভেসে উঠল।

ঘরের ভিতর যেন বয়ে গেছে তুমুল ঝড়। এ ঘর থেকেই তার বক্তৃতা দিয়েছিল আর্লিং এফ ক্রুকস।

তারচে' বড় কথা, এখন সেখান থেকেই ক্যামেরার দিকে চেয়ে চওড়া হাসি দিচ্ছে লোকটা!

এবার বলে উঠল, টাওয়ারের স্পিকারে গমগম করে উঠল তার কণ্ঠ: 'স্বাগতম: মিস্টার প্রেসিডেন্ট ও আমেরিকার জনগণ! জানি, সময়ের আগেই বক্তৃতা দিচ্ছি, কিন্তু মনে করি না আপনারা অখুশি হবেন আমার ভাষ্য শুনে।

'নিহত হয়েছে আমার বেশিরভাগ সৈনিক, এবার শেষ হয়ে এল এই লড়াই। প্রশংসা করছি প্রেসিডেন্টের সাহসী সৈনিকদের। বিশেষ করে বাংলাদেশি সৈনিকরা জান বাজি রেখে প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করেছে। তার পরও বলব, আমি হেরে যাইনি। চিরদিনের জন্য চলে যেতে হচ্ছে আমাকে, কিন্তু তার আগে মাত্র একটা কথাই বলব: আজ থেকে একেবারে বদলে যাবে এই মহান দেশ। কারণ...'

এবার আর্লিং এফ ক্রুকস যা করল, গলা শুকিয়ে গেল রানার।

লোকটা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে কমব্যাট ফেটিগ, দেখা গেল রোমহীন বুক।

অজান্তে ঢোক গিলল রানা।

আর্লিং এফ ব্রুকসের বুকে হৃৎপিণ্ডের উপর দীর্ঘ কাটা চিহ্ন। কোনও সময়ে অপারেশন হয়েছিল ওখানে।

অশুভ হাসি ঝুলছে ঠোঁটে, বদ্ধ-উন্মাদ মনে হলো লোকটাকে।

'এবার মরতে আপত্তি নেই আমার,' নিচু স্বরে বলল।

'ব্যাপারটা কী?' বিড়বিড় করলেন প্রেসিডেন্ট।

চুপ করে আছে রানা।

সবই বুঝতে পেরেছে।

পকেট থেকে বের করল একটা কাগজ। ওটা পেয়েছিল মেরিন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। তখনই প্রথমবার ওরা বুঝতে পেরেছিল প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার বসানো হয়েছে।

মনোযোগ দিয়ে প্রিন্টআউট দেখল রানা। গোল করে ওখানে দাগ দিয়েছিল বার্নি বেনেট।

তখন ছেলেটা বলেছিলঃ 'এটা সাধারণ রিবাউণ্ডিং সিগনেচার। মনিটরের খাড়া স্পাইকগুলো সব ধনাত্মক। একেকটা দশ গিগাহার্টযের। আর মাটিতে আছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর কাছ থেকে পাল্টা সিগনাল আসছে। এগুলো। নীচের নেগেটিভ স্পাইক।

'সার্চ এবং রিটার্ন,' গম্ভীর স্বরে বলেছিল। 'ইন্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে ফিরতি সিগনেচার দেখে মনে হচ্ছে, এটা ঘটছে পঁচিশ সেকেণ্ড পর পর। মিথ্যা বলছে না এয়ার ফোর্সের জেনারেল। বেসের ভিতর ট্র্যান্সমিটার আছে, বহু দূরের কোনও স্যাটালাইটে মাইক্রোওয়েভ সিগনাল পাঠাচ্ছে।'

'ইন্টারফেয়ারেন্স বাদ দিলে...' বিড়বিড় করল রানা। চেয়ে আছে প্রিন্টআউটের দিকে। 'কিন্তু এখানে কোনও ইন্টারফেয়ারেন্স নেই... আলাদা দুটো সিগনাল। তার মানে দুটো সিগনাল পেতে

হবে স্যাটালাইটকে...'

ডেস্ক থেকে কলম তুলে নিল রানা, গোল দুটো দাগের পর আরও দুটো এঁকে নিল। এবার চারটে দাগকে দুই ভাগে ভাগ করে নিল।

'এই গ্রাফ দেখাচ্ছে দুটো আলাদা সিগনাল প্যাটার্ন,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'প্রথম এবং তৃতীয়। তারপর আবার দ্বিতীয় আর চতুর্থ।'

'কী বলছেন, কিছুই তো বুঝছি না,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এই ফ্যাসিলিটিতে আপনি একমাত্র রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার সংযুক্ত লোক নন। ওটাই আর্লিং এফ ব্রুকসের তুরুপের তাস, শেষ ভরসা। যুদ্ধে হেরে গেছে, কিন্তু তার পরও জিতবে সে। এখন যদি মারা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক বোমা ফাটবে চোদ্দটা এয়ারপোর্টে।'

'লোকটা আছে এখন ফ্যাসিলিটির ভিতর,' ব্যথায় কোঁচকানো মুখে বলল খবির। 'আর ঠিক বিশ মিনিট পর ফ্যাসিলিটি উড়ে যাবে আরেকটা পারমাণবিক বোমার আঘাতে।'

'জানি,' বলল রানা। 'আর্লিং এফ ব্রুকসও তা জানে। এবার এমন এক কাজ করতে হবে, যেটা আমি চাইনি। আবারও ঢুকতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইনের মৃত্যু-কূপে। যেভাবে হোক বাঁচিয়ে আনতে হবে লোকটাকে!'

বাইশ

ইউটা মরুভূমির এয়ার বেস (রেসট্রিকটেড) যিরো নাইন।

সকাল পৌনে এগারোটা।

নতুন করে সশস্ত্র হয়ে নিচ্ছে মাসুদ রানা।

সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবির ও স্পেশাল এজেন্ট জেসিকা গোল্ডিং আহত, কাজেই রানাকে একা গিয়ে ঢুকতে হবে ফ্যাসিলিটির ভিতর।

খবিরের কাছ থেকে নিয়েছে ওর ম্যাগহুক, পিঠের হোলস্টারে রেখে দিয়েছে। রনি ম্যাকলিনের আনা পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল এখন ওর কাছে। ম্যাগাযিনে আছে মাত্র চল্লিশটা বুলেট— কিছুই না থাকার চেয়ে ভাল। কোমরে ঝুলিয়ে নিয়েছে দুই হোলস্টার, গুঁজে রেখেছে খবিরের এম৯ এবং ওর নিজের ডেযার্ট পিস্তল। এসব কাজ শেষে পানিতে প্রায় নষ্ট কবজির মাইক ও ইয়ারপিস পাল্টে নিয়েছে জেসিকার কাছ থেকে।

টাওয়ারের উপর তলায় থাকবে খবির ও জেসিকা, একটা পি-৯০ রাইফেল হাতে পাহারা দেবে প্রেসিডেন্ট, পল ও ফুটবলকে। আর্মি আর মেরিনরা আসবার পর ওদের ছুটি।

ইফসন নিরোর সেল ফোন বের করল রানা, ডায়াল কল থেকে নাম্বার নিয়ে ফোন দিল কেভিন কনলনকে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল যুবক।

'মিস্টার কনলন, সাহায্য দরকার,' বলল রানা।

'কী লাগবে, বলুন?'

'এয়ার বেস যিরো নাইনের লকডাউন রিলিয কোডগুলো চাই। আরেকটা ব্যাপারঃ সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট মেকানিযমের কোড লাগবে। ওটা থাকবে কোনও লগ বুকে। আগে আপনাকে লোকাল নেটওঅর্ক খুঁজতে হবে। খুব জরুরি।'

'সময় কতক্ষণ পাব?' জানতে চাইল কনলন।

'বড়জোর উনিশ মিনিট।'

'ঠিক আছে, কাজ শুরু করলাম।' ফোন রেখে দিল যুবক।

এমঌ পিস্তলের পিছনে নতুন ম্যাগাযিন ভরে নিল রানা। চোখের কোণে দেখল পিচ্চি ছেলেটা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার মনে হয় উনি বেঁচে আছেন,' হঠাৎ করেই বলল।

এক পলক ছেলেটাকে দেখল রানা, তারপর নরম স্বরে বলল, 'কী করে বুঝলে যে আমি ওর কথাই ভাবছি?'

'আমি জানি। আগেই জানতাম ডক্টর বয়েস ইংগিলস এয়ার ফোর্সের লোকগুলোকে মিথ্যা বলছে। সবই বুঝতে পারি মন দিয়ে। আপনি আসলে খুব ভাল, এখন কারও জন্যে খুব চিন্তিত। তাকে আপনি ভালবাসেন। সে আছে ওই ফ্যাসিলিটির ভিতর।'

'এজন্যেই স্পেস শাটলের ভিতর আমাকে চিনে ফেলেছিলে?'

'জী।'

অস্ত্রগুলো লোড করেছে রানা। গম্ভীর মুখে বলল, 'তোমার কোনও পরামর্শ?'

পিচ্চি ছেলেটা বলল, 'মাত্র একবার তাঁকে দেখেছি। আপনারা আমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন মনে হয়েছেঃ আপনাকে উনি খু-উ-ব পছন্দ করেন। তাই বলছি, ওঁকে বাঁচান।'

ক্লান্ত হাসল রানা। 'চেষ্টা তো করবই।'

প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল রানা। 'আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন, আর্মির রেসকিউ হেলিকপ্টার তুলে নেবে আপনাদের।'

রওনা হয়ে গেল ও।

টাওয়ার থেকে নেমে প্রথমে ঢুকতে চাইল হ্যাঙারের উপর দরজা দিয়ে।

কপাল মন্দ।

ম্যানুয়ালি কোড পাল্টে দিয়েছে আর্লিং এফ ব্রুকস।

সময় নেই যে কেভিন কনলন কোড ভাঙবে।

কাজেই একমাত্র উপায় এখনঃ ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।

ছুটতে ছুটতে আর্লিং এফ ব্রুকসের পরিত্যক্ত পেনিট্রেটারের

পাশে পৌঁছে গেল রানা।

দুই মিনিট পর সকাল দশটা আটচল্লিশ মিনিটে ব্রুকসের পেনিট্রেটার তৈরি করল ধুলোবালির ঝড়, নেমে পড়ল ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের পাশে। ককপিট থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, ছুটতে শুরু করেছে। ইইভি খুঁজতে কষ্ট হয়নি, একটু দূরেই পড়ে ছিল মৃত মিস্টার ম্যাকআর্থারের সবুজ, খুদে বিমান টাইগার মথ।

লাফ দিয়ে বালির ট্রেঞ্চের ভিতর নামল রানা, ছিটকে গিয়ে ঢুকে পড়ল একসিটের খোলা স্টিলের দরজা দিয়ে।

দশটা একান্ন মিনিটে লেভেল সিক্স-এর আঁধার এক্স-রেল ট্র্যাকের পাশে পৌঁছে গেল রানা, উঁচু করে রেখেছে অস্ত্র।

এত নীচে ঘুটঘুটে আঁধার। সামান্য আলো বলতে পি-৯০-এর ব্যারেলের ফ্ল্যাশলাইটের সরু আলো। আবছা দেখা গেল সকালের লড়াইয়ে রক্তাক্ত লাশগুলোকে— শুকিয়ে গেছে রক্ত, এখন খয়েরি দেখাচ্ছে।

এয়ার ফোর্স ভার্সেস সিক্রেট সার্ভিসের লড়াই।

দক্ষিণ-আফ্রিকান রেকণ্ডো ও এয়ার ফোর্সের খণ্ড যুদ্ধ।

রানার দল ও মেরিনদের বিরুদ্ধে এয়ার ফোর্স।

দুই কারণে আবার ঢুকেছে ও এই ফ্যাসিলিটিতে। ভাবতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করল রানা: এক, যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে আর্লিং এফ ব্রুকসকে! বিষিয়ে উঠতে চাইছে ওর মন। আবারও পলের কথা মনে পড়ল। আর দুই, তিশা। বাচ্চাটা ঠিকই বলেছে, নিজ স্বার্থেই আবার এই মৃত্যু-কারাগারে এসে ঢুকেছে ও।

খুঁজে বের করতে হবে তিশাকে।

ভাইরাসের গ্রেনেড ফাটবার পর তিশার কী হয়েছে, জানে না। কী ঘটেছিল মেইন হ্যাঙারে? ওর বারবার মন বলছে: আর যাই হোক, তিশা মারা যায়নি। বাচ্চাটাও সেটা কনফার্ম করেছে।

কবজির মাইকে বলে উঠল রানা, 'তিশা! তুমি কোথায়? রানা

বলছি, ফিরে এসেছি। শুনতে পাচ্ছ?'

এয়ার বেস যিরো নাইনের আঁধার কোথাও একটু নড়ে উঠল লেফটেন্যান্ট তিশা করিমের দেহ।

ওর স্বপ্নের ভিতর অদ্ভুত পুরুষালী ওই কণ্ঠ কী যেন বলছে!

'...এসেছি। শুনতে পাচ্ছ?'

প্রায় একঘণ্টা চেতনা ছিল না তিশার। জানে না, কোথায় আছে, এতটা সময়ে কী ঘটেছে।

মনে পড়ছে, ও ছিল কন্ট্রোল রুমে, তখন জরুরি কী নিয়ে যেন ভাবছিল, তারপর হঠাৎ করেই...

আর কিছুই মনে নেই।

পিটপিট করে চোখ মেলল তিশা। ওর পরনে এখনও উজ্জ্বল হলদে বায়োহ্যাযার্ড সুট। তবে এখন আর হেলমেট নেই মাথায়। ওটা সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

এবার কাঁধের ব্যথাটা টের পেল তিশা। পুরো চোখ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল বরফের মত ঠাণ্ডা স্রোত।

দুই স্টিলের গার্ডারের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে ওর উর্ধ্বাঙ্গ। ওকে আধ-শোয়া করে রেখেছে এক্স-এর মত করে। মাথার উপরে দুই কবজি, যেন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে ওকে। ডাক্ট টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে ওর দুই বাহু। গলার পুরু টেপ এক্স-এর সঙ্গে আটকানো। ওই একই জিনিস ওর দুই গোড়ালিতে।

অজান্তেই ঘনঘন শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে তিশা।

কী ঘটছে এসব?

ও এখন কারও বন্দি!

ক্রুশে অসহায় ভাবে আটকানো। বড় বড় হয়ে উঠেছে ওর দুই চোখ। আস্তে আস্তে ফিরছে হুঁশ। চারপাশে চোখ ফেলল।

প্রথমে বুঝল, এখানে কোনও বৈদ্যুতিক বাতি নেই। আবছা

লালচে আলো আসছে তিনটি আগুনের কুণ্ডলী থেকে।

আবছা আভায় দেখা গেল কর্নেল চাক কোসলোস্কিকে। তাকে ক্রুশে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওর ডানদিকে। মেঝের উপর দুই পা, দুই হাত ক্রুশের উপর। চোখ বন্ধ করে রেখেছে। মাথা নেমে এসেছে বুকের উপর। সর্বক্ষণ গুঙিয়ে চলেছে।

চারপাশে চাইল তিশা।

একটা মঞ্চের কাছে কোনও ছাউনির নীচে রাখা হয়েছে ওকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাচ্চাদের অসংখ্য খেলনা। মেঝের উপর ভাঙা কাঁচ।

তিশার বুঝতে দেরি হলো না, কোথায় আছে।

এখানেই রাখা হতো পলকে, স্টেরেলাইযড লিভিং এরিয়ায়।

একটু দূরেই অবযার্ভেশন ল্যাব।

ওখান থেকে দেখা হতো ছেলেটাকে।

ঘরের ভিতর তৃতীয় এক লোককে দেখল তিশা।

তিক্ত হয়ে উঠল ওর মন।

এয়ার ফোর্স কর্নেল বার্নটন ডানকান।

বা বলা উচিত তার অবশিষ্ট!

তিশার বামের ক্রুসে রয়েছে লোকটা। দুই কবজি ক্রুসের সঙ্গে আটকানো। বুকের উপর নেমে এসেছে মাথা। আরও নামত, কিন্তু গলার টেপ বাধা দিচ্ছে।

লোকটার নিম্নাঙ্গ দেখে চমকে গেল তিশা।

ডানকানের দুই পা নেই!

কুঠার দিয়ে কেটে নেয়া হয়েছে!

কোমরের কাছ থেকে কোপ মেরে নামিয়ে দিয়েছে!

লোকটাকে দু' টুকরো করেছে। কাঁচা লালচে থকথকে মাংস বেরিয়ে আছে। চারপাশে গরু জবাইয়ের মত থিকথিকে রক্ত। মেরুদণ্ডের হাড়ের নীচের অংশ খোঁচা দিচ্ছে মেঝেতে।

জীবনে এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেনি তিশা।

চোখ সরিয়ে নিয়ে ঘরের চারপাশে চাইল।

বুঝে ফেলেছে ওর পরিণতি কী হতে চলেছে।

এবার দানবটাকে দেখতে পেল তিশা।

বেশি দিন হয়নি এয়ার বেস যিরো নাইনে এসেছে পিশাচটা।

ডেভিল ডেভিডসন!

লাসভেগাসের সার্জেন!

এই লোক ইন্টারস্টেট জুড়ে মানুষ তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে খুন করত। প্রাক্তন মেডিকেল ছাত্র। শিকার ধরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কেটে খেয়ে ফেলত এই লোক।

বুকের ভিতর ভীষণ ভয় টের পেল তিশা।

দানবের মত বিশাল লোক সে, কমপক্ষে পৌনে সাত ফুটি। মুখ ভরা উল্কি।

একবার চাক কোসলোস্কির দিকে চাইল তিশা।

ওরা দু'জন এবং ওই দানব ছাড়া অবযার্ভেশন এলাকায় আর কেউ নেই।

এই কারণে আরও ভয় লাগছে তিশার।

লেভেল সিক্সে পুবের স্টেয়ারওয়েলে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা। ওকে পৌঁছে যেতে হবে মেইন হ্যাঙারের কন্ট্রোল রুমে। এগারোটা পাঁচ মিনিটের আগেই টারমিনেশন কোড লাগবে, নইলে এগারোটা পনেরো মিনিট বাজতেই ফাটবে নিউক্লিয়ার বোমা।

ঝটকা দিয়ে সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলল রানা, আর অমনি আঁৎকে উঠল ভয়ে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড এক মর্দা ভালুক, পিছনে একের পর এক মাদি ভালুক ও বাচ্চা!

ছোট ফ্ল্যাশলাইটের আলো চোখে পড়তেই থমকে গেছে মর্দা ভালুক। সিধে হয়ে দাঁড়াল আট ফুটি দানব, উঁচু করে ধরেছে দুই

থাবা। বিকট এক গর্জন ছাড়ল।

অত দেখবার সময় কই রানার, এক্স-রেল প্ল্যাটফর্মের কোনায় ক্ষিপ্র বাঁদরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বেচারা। ভয়ে শুকিয়ে গেছে গলা।

মর্দা তার বউ-বাচ্চা নিয়ে রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে।

গাধা হফসন নিরো লোকটা ঠিকই বলেছে, তিক্ত মনে ভাবল রানা।

ভালুকের পাল বেরিয়ে এসেছে খাঁচা থেকে।

মস্ত মর্দা ভালুক হঠাৎ করেই থামল, নাক তুলে কী যেন শুঁকল, তারপর চলল পশ্চিমদিকে। ওটা স্টেশনের উল্টো দিকে।

পিছু নিয়েছে তার দলের সবাই।

পানির গন্ধ পেয়েছে। চলেছে বোধহয় লেক পাওয়েল লক্ষ্য করেই!

ভালুকের পাল একটু দূরে সরে যেতেই সাহসী হয়ে উঠল রানা, এক ছুটে ঢুকে পড়ল স্টেয়ারওয়েলে।

কেভিন কনলন প্রায় উন্মাদের মত সুপার কমপিউটারের কি বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে। শ্বাস ফেলবার সময় নেই তার।

পাঁচ মিনিট পর খুঁজে পেল এয়ার বেস যিরো নাইনের সেলফ-ডেসট্রাকশন রিলিয কোড।

কাজ খারাপ করিনি, ভাবল কনলন। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে।

কোডের নাম্বার ছয় শ' চল্লিশ মিলিয়ন ডিজিট!

দ্রুত টাইপ করতে লাগল কনলন।

রানা দেখে নিল আরেকবার ঘড়িঃ

১০:৫২

ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি ভাঙছে। প্রায় অন্ধকার চারপাশ। আলো

বলতে শুধু রাইফেলের ফ্ল্যাশলাইটের সামান্য রশ্মি। এয়ারওয়েভে আবারও যোগাযোগ করতে চাইল।

'তিশা! রানা বলছি। শুনছ?' ফিসফিস করে বলছে। 'তিশা, আমি রানা...'

জবাব নেই কোনও।

ঝড়ের গতিতে লেভেল পাঁচের ফায়ার ডোর পাশ কাটাল রানা। দরজার পাশ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে পানি।

পৌঁছে গেল চতুর্থ লেভেলে। এটা ল্যাব লেভেল।

আর তখনই আবারও রানার কণ্ঠ শুনল তিশা। মনে হলো কত দূর থেকে আসছে ওই অদ্ভুত পুরুষের কণ্ঠ!

'আবারও বলছি, তিশা। আমি রানা।'

রানা?

ওর ইয়ারপিসে কথা বলছে মানুষটা!

কান থেকে প্রায় খসে এসেছে ওর ইয়ারপিস। তখন ওর মাথায় বাড়ি দিয়েছিল দানবটা।

বাম কবজির দিকে চাইল তিশা। ডাক্ট টেপ আটকে রেখেছে ওর কপালটাও।

কবজির উপর এখনও রয়ে গেছে সিক্রেট সার্ভিস মাইক। কিন্তু ওটার কাছে মুখ নিতে পারবে না।

আঙুলগুলো পিছনে ঘুরিয়ে নিয়ে মাইক্রোফোনে টোকা দিতে শুরু করল তিশা।

ওদিকে লেভেল টু-র দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। ওখানেই হঠাৎ থমকে গেল।

ইয়ারপিসে অদ্ভুত আওয়াজ।

ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাআপ। ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাআপ...

দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত টোকা আসছে।

মোর্স কোড!

মোর্স কোডে বলছেঃ 'তি....শা! তি... শা!'

'তুমি, তিশা? প্রথম আওয়াজের জন্য— "না"। দুবার আওয়াজ তুলবার জন্য— 'হ্যাঁ'!'

ট্যাপ-ট্যাপ।

'তুমি ঠিক আছ?'

ট্যাপ।

'তুমি কোথায়? শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে দাও কোন্ লেভেলে।'

ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ-ট্যাপ।

ঘড়ি দেখবার সময় নেই, কিন্তু সময় এখন ১০:৫৩।

লেভেল চারের ফায়ার ডোর খুলে ঝড়ের গতিতে ডিকমপ্রেশন চেম্বার এরিয়ায় ঢুকল রানা, হাতে উদ্যত অ্যাসল্ট রাইফেল।

চারপাশ আঁধার।

কালির মত ঘুটঘুটে।

না, লালচে আবছা আলো আসছে কোথা থেকে যেন!

এই ফ্লোরের আরেকদিকে তেমন কিছুই নেই। ডিকমপ্রেশন চেম্বার ফাঁকা, উল্টোদিকে খালি টেস্ট চেম্বার, উপরে ক্যাটওয়াক। একদিকে উপরে এবং নীচের লেভেলে যাওয়ার দরজা ও র‍্যাম্প।

লেভেল পাঁচে নামবার দরজা এখনও খোলা।

গত কয়েক ঘণ্টা ধরে অনেক উপরে উঠেছে পানি। ছল-ছলাৎ লাগছে লেভেল চারের মেঝের নীচে। সমান্তরাল দরজাটা ছোট চারকোনা পুলের মত লাগছে।

পানির নীচে পুরো ডুবে গেছে লেভেল পাঁচ।

চারকোনা পুল পাশ কাটাল রানা, ওটার ভিতর ঝলাৎ আওয়াজ তুলল কী যেন। চরকির মত ঘুরে গেল রানা, রাইফেল তাক করল, কিন্তু ওখানে যাই থাক, সরে গেছে আগেই।

ধড়াস ধড়াস করে লাফাতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ড।

এই ফ্যাসিলিটির সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মস্ত সব ভালুক, অস্ত্র হাতে কোথাও লুকিয়ে আছে আর্লিং এফ ব্রুকস ও জন স্কল্ট। বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে ভয়ঙ্কর সব অপরাধী, অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে খুশি।

লেভেল চারের মাঝ দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল রানা, ঝটকা দিয়ে খুলল দরজা, কাঁধে তুলে নিয়েছে রাইফেল।

তখনই তিশাকে দেখল। ও আছে পলের চারকোনা ভাঙা কাঁচের ঘরে। বিদঘুটে এক স্টিলের ক্রুশের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে ওকে।

প্রায় উড়ে অবযার্ভেশন এরিয়া পেরুল রানা, গিয়ে বসে পড়ল তিশার পাশে। হাত থেকে নামিয়ে রাখল পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল, দুই হাতে আলতো করে ধরল তিশার মুখ, কী করছে বুঝবার আগেই চুমু দিল ঠোঁটে।

অবাক হয়ে বড় বড় চোখে ওকে দেখছে তিশা। তারপর বুঝল, সত্যিই রানা ওকে চুমু দিয়েছে!

এবার সাড়া দিল তিশা।

কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে নিল।

তিশার দু'পাশে দুই ক্রুশে দু'জনকে দেখল রানা।

চাক কোসলোস্কি, বোধহয় চেতনা হারিয়েছে ভয়ে।

উল্টো দিকে মৃত কর্নেল ডানকান। কোমরের নীচ থেকে কেটে নেয়া হয়েছে তার দুই পা। ছুরির মত বেরিয়ে আছে লোকটার কাটা মেরুদণ্ড।

'সর্বনাশ...' ফিসফিস করে বলল রানা।

'হাতে সময় নেই, রানা,' কেঁপে গেল তিশার কণ্ঠ। 'লোকটা যে-কোনও সময় ফিরবে।'

'কে সে?' চড়াৎ চড়াৎ আওয়াজে তিশার ডাক্ট টেপ খুলতে শুরু করেছে রানা।

'ডেভিল ডেভিডসন।'

হাতের গতি বাড়ল রানার। খুলে এল তিশার গলার উপরের টেপ। এবার খুলতে চাইল কবজির টেপ।

তখনই মনে হলো দেয়ালের ভিতর দিয়ে বেরুল জোরালো আওয়াজ।

রানার চোখে চাইল তিশা, ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'এয়ারক্রাফট এলিভেটার...' নিচু স্বরে বলল রানা।

'উপরে গিয়েছিল লোকটা,' চাপা শ্বাস ফেলল তিশা। 'এখন ফিরছে। রানা, জলদি!'

দ্রুত চলছে রানার হাত, টেনে খুলছে আঠালো ডাক্ট টেপ। কিন্তু খুব শক্ত করে সেঁটে দিয়ে গেছে ডেভিল ডেভিডসন। সময় লাগছে অনেক বেশি।

পলের মঞ্চের মত উঁচু জায়গায় একগাদা ভাঙা কাঁচ। ধারালো কোনও টুকরো দিয়ে ডাক্ট টেপ কাটতে পারবে। উঠে দাঁড়িয়ে ওখানে চলে গেল রানা, উবু হয়ে খুঁজতে শুরু করেছে ভাল টুকরো। পেয়েও গেল, আর তখনই পিছন থেকে বলল তিশা, 'রানা!'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ওখানেই থমকে গেল। মস্ত কাঁধওয়ালা এক দানব এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে।

মাঝে বড়জোর তিন ফুট, ছায়ার ভিতর থেকে নিস্পৃহ চেহারায় ওকে দেখছে সে।

মোটেও নড়ছে না।

রানার মাথা থেকে পৌনে এক ফুট উপরে লোকটার মাথা। নীরবে চেয়ে আছে ঘোর লাগা চোখে।

এতই চমকে গেছে রানা, টের পেল না সে সামনে বাড়ছে।

'কুমিরের বাড়ি থেকে কখনও চুরি করে না শেয়াল, কথাটা কখনও শুনেছ?' ছায়ার ভিতর দাঁড়ানো লোকটা বলল।

ঠোঁট নড়তে দেখেনি রানা। আস্তে করে ঢোক গিলল ও।

'শেয়াল চুরি করতে যায় না, কারণ, ও জানে না কখন কুমির বাড়ি ফিরবে,' বলল লোকটা।

আগুনের আলোয় একপাশে সরল সে।

এবার ভয়ঙ্কর মুখটা দেখল রানা। বিকট, সারাজীবনে এমন কাউকে দেখেনি। বামগাল ও কপালে কালো উল্কি, যেন পাঁচটা আঙুল খুবলে তুলছে মাংস।

উচ্চতায় পৌনে সাত ফুট হবে লোকটা। দুই কাঁধ ও পা গাছের গুঁড়ির মত। পরনে কয়েদিদের নীল জিন্স শার্ট ও প্যান্ট। ছিঁড়ে নিয়েছে শার্টের কবজি। কালো দুই মণির ভিতর কোনও মানবিক অনুভূতি নেই। যেন কালো দুটো কূপ।

হাসতে শুরু করেছে ডেভিল ডেভিডসন, বেরিয়ে এল নোংরা হলদে বড় বড় দাঁত।

রানার মনে হলো ওকে সম্মোহন করা হচ্ছে। চট্ করে একবার তিশার দিকে চাইল। ওখানে রেখে এসেছে পি-৯০ রাইফেল। পরক্ষণে হোলস্টারে থাবা দিল, বের করে ফেলল দুই পিস্তল।

ও কী করবে, আগেই বুঝেছে দানবটা।

ঝট্ করে সামনে বেড়েই কেউটের মত ছোবল দিয়েছে। মস্ত দুই হাত নেমেছে রানার দুই কবজির উপর।

রানা কিছু করবার আগেই বুঝল, চাপ বাড়ছে ওর কবজির হাড়ে।

এমন ভীষণ ব্যথা আগে কখনও লাগেনি। রানা হঠাৎ বুঝল, বসে পড়েছে হাঁটু গেড়ে।

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে নিতে চাইছে। ওর দুই কবজি ঢুকে গেছে দানবের দুই মুঠোর ভিতর। বন্ধ হয়ে গেছে গোটা হাতের রক্ত চলাচল। টকটকে লাল হয়ে গেল আঙুলগুলো, মনে হচ্ছে, এবার ডগা ফেটে ফিনকি দিয়ে বেরুবে রক্ত।

হাত থেকে ঠং-ঠং শব্দে মেঝেতে পড়ল দুই পিস্তল। লাথি

দিয়ে ওগুলোকে সরিয়ে দিল দানব।

শত্রুর হাতে পিস্তল নেই, এবার একহাতে রানার গলা ধরল লোকটা, তুলে ফেলল শূন্যে, তারপর উড়িয়ে ফেলে দিল পলের ঘরের আরেক প্রান্তে।

ছেঁড়া কাপড়ের পুতুলের মত মঞ্চের আরেক দিকে গিয়ে নামল রানা, মেঝেতে ছেঁচড়ে চলেছে, নানাদিকে ছিটকে গেল খেলনাগুলো, তারপর মঞ্চ পেরিয়ে ধুপ করে পড়ল ও মেঝেতে।

মঞ্চ পাশ কাটিয়ে রানার দিকে রওনা হয়ে গেছে ডেভিল ডেভিডসন। প্রতি পদক্ষেপে মুড়মুড় করে ভাঙছে কাঁচ।

উপর থেকে মেঝেতে পড়ে গুড়িয়ে উঠেছে রানা, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে চাইল।

সেজন্য কষ্ট করতে হলো না ওকে।

বড় কয়েক পা ফেলে পৌঁছে গেছে ডেভিল ডেভিডসন।

কমব্যাট ওয়েবিং ধরে রানাকে টেনে তুলল সে, ওর চোয়ালে বসিয়ে দিল ভয়ঙ্কর এক ঘুষি। ঝটকা খেয়ে পিছিয়ে গেল রানার মাথা।

হতবাক হয়ে সব দেখছে তিশা। এখনও ডাক্ট টেপে বন্দি ওর দুই হাত। পাশেই রানার পি-৯০ রাইফেল।

নাকে-মুখে একের পর এক ঘুষি লাগতেই ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে অসহায় রানার মাথা।

একতরফা মার চলছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বিরতি নিল ডেভিল, দুই হাত সরিয়ে নিতেই ধুপ করে স্তূপের মত মেঝের উপর পড়ল রানা।

নতুন উদ্যমে সামনে বাড়ল লোকটা। টলমল করতে করতে উঠে দাঁড়াতে চাইল রানা।

ঠিক তখনই ওকে খপ করে ধরল দানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল লেভেল চারের মাঝের দরজা দিয়ে ওপাশে। মেঝেতে পড়ে পিছলে

চলে গেল রানা ডিকমপ্রেশন এরিয়ায়।

পিছু নিয়েছে দৈত্যটা।

তার বেদম এক লাথি খেয়ে গড়াতে শুরু করেছে রানা, দু'বার গড়িয়ে যাওয়ার পর পৌঁছে গেল মেঝের দরজার পাশে।

আর তখনই পাশের পানির পুল থেকে উঠে এল বিশাল এক সরীসৃপ, রানার মাথা গিলে নেয়ার জন্য মস্ত চোয়াল হাঁ করেছে!

গিজগিজে দাঁত দেখল রানা, স্রেফ পাগল হয়ে উঠল সরে যাওয়ার জন্য। ওর খাড়া নাক থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে খপাৎ করে বন্ধ হলো প্রকাণ্ড গিরগিটির চোয়াল।

সর্বনাশ! ভীষণ ভয় পেয়েছে রানা। শরীর গড়িয়ে সরে যেতে চাইল।

কমোডো ড্রাগনও ছাড়া পেয়েছে!

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গিরগিটি। সুযোগ পেলে মানুষ চিবিয়ে খায়। প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, এই বেসে এসব আছে। লেভেল পাঁচ-এ কোডিয়াক ভালুক আর কমোডো ড্রাগন রাখা হয়েছে ভাইরাসটা পরীক্ষা করবার জন্য।

জানোয়ারগুলোর খাঁচার দরজায় ইলেকট্রিক তালা ছিল। ফ্যাসিলিটির পাওয়ার ফেইল করতেই সব বেরিয়ে পড়েছে।

পুলের ভিতর কমোডো ড্রাগন দেখেই অশুভ হাসি হাসতে শুরু করেছে ডেভিল ডেভিডসন। মেঝে থেকে খপ্ করে রানাকে তুলল সে, উঁচু করে ধরল সরীসৃপ ভরা পুলের উপর।

কোলে তুলে নেয়া নাদান বাচ্চার মত প্রাণপণে পা ছুঁড়ছে রানা, কিন্তু ওর দুই হাত আছে দানবের ডান মুঠোর ভিতর, অন্য হাতে ধরেছে দুই উরু।

আঁধার পানির ভিতর কমপক্ষে দুটো কমোডো ড্রাগন দেখেছে রানা। একেকটা অ্যালিগেটারের সমান বা তারচেয়ে বড়!

ভাববার মাত্র এক সেকেণ্ড সময় পেল রানা, তারপর ওকে

পুলের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেভিল।

ঝপাস্ করে পানিতে পড়েছে রানা। চারপাশে ছিটকে গেল ফেনা ও জলকণা।

এক সেকেণ্ড পর মেঝের দরজার পাশে প্যানেলের সুইচ টিপে দিল খুনিটা। খটাস্ করে বন্ধ হয়ে গেল স্লাইডিং ডোর।

সিল করে দেয়া হয়েছে।

এখন লেভেল পাঁচ থেকে উঠতে পারবে না কেউ।

স্লাইডিং ডোরের নীচ থেকে ধুপধাপ আওয়াজ শুনে জোরে হেসে উঠল ডেভিল ডেভিড়সন।

নীচের ওই লোকটা বেরুতে চায়!

কিন্তু পারবে না!

ছল-ছলাৎ আওয়াজ হচ্ছে পুলের ভিতর। এবার ড্রাগনগুলো ছিঁড়ে খাবে গাধা লোকটাকে!

চওড়া হাসতে হাসতে আবারও তিশার পাশে পৌঁছে গেল ডেভিডসন।

ভীষণ ভয় নিয়ে ওকে দেখছে সুন্দরী মেয়েটা।

তাতে আরও ভাল লাগল ডেভিলের।

এদিকে তিশা ভাবছে: পিশাচটা নিশ্চয়ই রানাকে... না, এমন হওয়ার কথা নয়! ...না!

হাঁটুর উপর ঝুঁকে এসে তিশার চোখে চাইল ডেভিডসন। তার মুখ থেকে ভয়ঙ্কর বোটকা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। হয়তো মানুষের মাংস খায় বলেই!

কালো চুলগুলো নেড়ে দিল সে।

'কী লজ্জার কথা, কী বলো,' আদুরে সুরে বলল। 'রাজার চকচকে বর্ম পরা নাইট নিজেকে যতটা সাহসী মনে করেছিল, আসলে তা ছিল না। ...আর তারমানেই রয়ে গেলাম শুধু আমরা। এবার খুব কাছ থেকে চিনব তোমাকে। তোমার প্রতিটা রোম...'

'বোধহয় সম্ভব হবে না,' লোকটার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল বেসুরো সুরে।

চরকির মত ঘুরে গেল দানবটা।

ডিকমপ্রেশন এরিয়ার এ পাশে এসে থেমেছে পানিতে চুপচুপে মাসুদ রানা।

'ওই মেয়ের গায়ে টোকা দেয়ার আগে আমার সঙ্গে সামান্য আলাপ আছে তোমার।'

বিকট গর্জন ছাড়ল ডেভিডসন, খপ্ করে তুলে নিল রানার পি-৯০ রাইফেল, পরক্ষণে ব্রাশ ফায়ার করল শত্রুকে শেষ করতে।

অবশ্য আগেই দরজার ওপাশে বেরিয়ে গেছে রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে।

গুলির আওয়াজ চলল একটানা।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর রাইফেলের ম্যাগাযিনের গুলি ফুরিয়ে গেল, বিরক্ত হয়ে অস্ত্রটা ডিকমপ্রেশন এরিয়ার দিকে ছুঁড়ে দিল লোকটা।

ওখানে মেঝের দরজা পুরো খোলা। পানির ঢেউ লাগছে মেঝের নীচে। ঘুরছে কমোডো ড্রাগনগুলো।

অদ্ভুত কোনও কারণে রানাকে ধরতে আসেনি ওগুলো।

ডিকমপ্রেশন চেম্বারের কাছে পুলের পাশে রানাকে দেখল ডেভিল ডেভিডসন।

এতে ভীষণ রাগ হলো তার, তেড়ে গেল রানার দিকে। ডান হাত তুলেছে ঘুষি দেয়ার ভঙ্গিতে। এবং পৌঁছেও গেল শত্রুর কাছে।

আর ঠিক তখনই ঝট্ করে সরে গেল রানা, আগের চেয়ে অনেক শান্ত। শত্রুর নড়াচড়া খেয়াল করছে।

চরকির মত ঘুরল দানব, আবারও ঘুষি দিল শত্রুর বুক লক্ষ্য করে।

কিন্তু ততক্ষণে সরে গেছে রানা, এবার ওর ঘুষি ধুপ্ করে

নামল লোকটার মুখে।

ক্রচ্! আওয়াজ উঠল নীরবতার ভিতর।

ভচকে গেছে দানবের নাক।

ব্যথার চেয়ে বড় কথা, ভীষণ অবাক হলো লোকটা। হাত তুলে নাক ধরল, রক্ত দেখেই বিস্ময় ফুটল চেহারায়। যেন বুঝতে পারছে না, কীভাবে তাকে কেউ কষ্ট দিতে পারে!

রানার পরের ঘুষি নামল লোকটার চোয়ালের উপর। এবার সামান্য টলে গেল দানব।

রানার তৃতীয় ঘুষি নামল লোকটার ডান চোখের উপর। এক পা পিছিয়ে গেল ডেভিডসন।

রানার পরের ঘুষিটা ওর সারাজীবনের সেরা ঘুষি।

আরেক পা পিছাল দানব, পৌঁছে গেছে পুলের কিনারায়।

রানার পরবর্তী ঘুষি পড়ল ঠিক ওর ভাঙা নাকের উপর।

সামান্য কাত হয়ে গেল লোকটা, তখনই হড়কে গেল ডান পা। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল কমোডো ড্রাগন ভরা পুলের ভিতর!

চারপাশে ছিটকে উঠল পানি। নানাদিকে সরছে ফেনা। ওগুলো সরে যেতেই ব্যগ্র হয়ে ছুটে এল একপাল কমোডো ড্রাগন। কালো রঙের সরীসৃপগুলো কিলবিল করছে আঁধারে। নীচে কয়েকটা থাবা ও লেজ দেখল রানা।

সরীসৃপগুলো ব্যস্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডেভিল ডেভিডসনের উপর।

বারকয়েক কাতরে উঠল লোকটা। আগুনের আবছা আলোয় দেখা গেল লালচে হয়ে উঠেছে পানি। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার দুই পা। আরাম করে মাংস খেতে শুরু করেছে কমোডো ড্রাগন।

বোধহয় মাথা চিবিয়ে কেটে নিয়ে গেছে। দুই ভুরু কুঁচকে গেল রানার। লোকটা মস্ত পিশাচ ছিল, কিন্তু কারও এমন মৃত্যু কামনা করে না ও!

একপলক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর মেঝের দরজার পাশের সুইচ টিপে দিল। স্লাইডিং দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই ফিরে চলল তিশার কাছে।

১০:৫৯

একমিনিট পেরুবার আগেই তিশাকে মুক্ত করল রানা, এরপর খুলে দিল কর্নেল চাক কোসলোস্কির টেপ। লোকটা ভীষণ ভয়ে নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়েছে।

'আমার জন্মদিন সত্যিই কুফা,' হতাশ হয়ে বলল তিশা।

ওরা চলেছে ডিকমপ্রেশন এরিয়ার দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর তিশা বলল, 'ওখানে কী হলো? আমি ভেবেছিলাম...'

'কমোডো ড্রাগনের পুলের ভিতর ফেলে দিয়েছিল,' বলল রানা।

'তারপর ফিরলে কী করে?'

ম্যাগহুক বের করে দেখাল রানা। 'তখনই মনে পড়ল, পল বলেছিল সরীসৃপরা ম্যাগনেটিক ডিসচার্জ সহ্য করতে পারে না। টিপে দিয়েছিলাম ম্যাগনেটিক গ্র্যাপলিং হুকের বাটন। আর ডেভিডসনের কপাল মন্দ, ও যখন পুলের ভিতর গিয়ে পড়ল, ওই জিনিস ছিল না ওর কাছে।'

'বেঁচেছি,' বিড়বিড় করল তিশা। কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল, 'প্রেসিডেন্ট আর পল কোথায়?'

'নিরাপদেই আছে। কমপ্লেক্সের বাইরে।'

'আবারও ফিরলে কেন?'

ঘড়ির দিকে চাইল রানা।

সকাল ১১:০০

'দুটো কারণে,' বলল রানা। 'প্রথমত: পাঁচ মিনিটের ভিতর ফ্যাসিলিটির সেলফ-ডেস্ট্রাকশন মেকানিযম অ্যাক্টিভেট হবে। তার দশ মিনিট পর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে উড়ে যাবে সব।

ওটা যদি ঠেকাতে না পারি, আগেই আর্লিং এফ ব্রুকসকে সরিয়ে নিতে হবে।'

'এক সেকেণ্ড,' অবাক হয়ে বলল তিশা। 'ব্রুকসকে বাঁচাতে হবে?'

'হ্যাঁ, ওই লোক প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটারের মতই একটা বসিয়ে নিয়েছে নিজের হৃৎপিণ্ডে। ও যদি মরে, আমেরিকার চোদ্দটা শহরে ফাটবে পারমাণবিক বোমা।'

'সত্যিকারের কুকুর,' মন্তব্য করল তিশা। 'আর দ্বিতীয় কারণ?'

রানা ধীরে ধীরে বলল, 'তিশা নামের একটা মেয়ে...'

হাজার ওয়াটের বালবের মত জ্বলে উঠল তিশার মুখ। 'পরে না হয় শুনব,' চাপা স্বরে বলল। হঠাৎ ভীষণ লাল হয়ে গেছে ওর মুখ।

'আরেকদিন বেড়াতে যাব,' নিচু স্বরে বলল রানা। 'সেবার... তোমাকে কিছু কথা...'

শেষ করতে পারল না ও, পিছন থেকে আসছে কে যেন!

'ভাইরে! ছেড়ে যাবেন না আমাকে!' করুণ আর্তি জানাল চাক কোসলোস্কি। পিছন থেকে ধেয়ে আসছে।

'তুমি কিন্তু পরেরবার ঘরে পৌঁছে দেয়ার সময়...' থেমে গেল তিশা।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জানি, আপা বলেছেন।'

তেইশ

সকাল এগারোটা এক মিনিট।

দ্রুত গতিতে মিনি এলিভেটার নিয়ে উপরে চলেছে রানা ও

তিশা। ওদের কাছে অস্ত্র বলতে রানার দুই পিস্তল। তিশাকে দিয়েছে রানা এম৯ পিস্তল। নিজে রেখেছে ডেযার্ট ঈগল।

চাক কোসলোস্কিকে লেভেল ছয়-এ ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্টের দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছে রানা। লোকটা যখন অর্ধেক কাটা কর্নেল বার্নটন ডানকানের দেহ দেখল, আর আপত্তি তোলেনি, খুশি মনে পালাতে শুরু করেছে এয়ার বেস যিরো নাইন ছেড়ে।

'জানি না তুমি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট সিস্টেম থামাতে পারবে কি না,' বলল তিশা। 'এগারোটা পাঁচের আগেই লক ডাউন কোড ব্যবহার করতে হবে। অথচ কোডই জানি না আমরা।'

'আরেকজনকে এ কাজটা দিয়েছি,' বলল রানা। পকেট থেকে বের করল সেল ফোন, রিডায়াল করল।

এক মুহূর্ত পর শোনা গেল কেভিন কনলনের কণ্ঠ: 'বলুন?'

'মিস্টার কনলন, কী অবস্থা?'

'লকডাউন টার্মিনেশন কোড ১০৪১০১,' বলল যুবক। 'ওই সিস্টেম হ্যাক করে বের করতে হয়েছে সোর্স কোড। কমপিউটার বলছে ওটার সত্যিকারের মালিক ছিল কর্নেল বার্নটন ডানকান।'

'ওটা আর কাজে লাগবে না ওর,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, মিস্টার কনলন, বেঁচে ফিরতে পারলে আপনাকে ঠাণ্ডা বিয়ার খাওয়াব।'

'অপেক্ষায় রইলাম।'

ফোন রেখে তিশার দিকে চাইল রানা।

'এবার নিউক্লিয়ার বোমার কাউন্টডাউন থামাতে হবে। তারপর লাগবে জীবিত আর্লিং এফ ক্রুকসকে।'

অন্ধকার শাফট বেয়ে উঠে চলেছে ওরা।

উপরে হাঁ হয়ে আছে মস্ত খাদ।

লালচে আলো আসছে মশালের আগুন থেকে।

ডেভিল ডেভিডসন নামিয়ে নিয়ে গেছে লেভেল চার-এ মেইন

এলিভেটার। রানা ও তিশা যখন অবযার্ভেশন ল্যাব থেকে বেরিয়ে মিনি এলিভেটারে উঠল, পাশেই ছিল মস্ত প্ল্যাটফর্ম। ওটার বুকে পড়ে ছিল কমপক্ষে পনেরোটা লাশ। এরা পলাতক বন্দি, নাইন্থ স্কোয়াড্রন কমাণ্ডো, মেরিন যোদ্ধা ও হোয়াইট হাউসের স্টাফ। বোধহয় এসব লাশ বিকৃত করবার ইচ্ছা ছিল ডেভিডসনের।

এখন উপরে হাঁ হয়ে আছে মস্ত খাদ। দ্রুত গতি তুলে উঠছে রানা ও তিশার মিনি এলিভেটার। কয়েক সেকেণ্ড পর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তিশা, প্ল্যাটফর্মের নীচ থেকে বের করল কী যেন।

একটা ম্যাগহুক।

তিশা গতবার যখন ওঠে মিনি এলিভেটারে, প্ল্যাটফর্মের নীচে রেখেছিল যন্ত্রটা।

'তৈরি হয়ে নাও,' বলল রানা।

মেইন হ্যাঙারে উঠে আসছে ওদের প্ল্যাটফর্ম।

মনে হলো হ্যাঙারের গ্রাউণ্ড ফ্লোর আস্ত নরক।

চারপাশের মেঝেতে জ্বলন্ত মশাল। কমলা আগুনের আবছা আলো। চারপাশে ছিটিয়ে আছে লাশ।

নানা জায়গায় জঞ্জাল। বিধ্বস্ত হয়েছে কপ্টার ও তেলাপোকা, ছিটকে পড়েছে কোবরা ইউনিটের ব্যারিকেড, ভেঙে পড়েছে কাঁচের সব অফিস— যেন কিছুই আস্ত নেই।

হ্যাঙারের কণ্ট্রোল রুমের বেরিয়ে থাকা কাঁচের জানালা চুরচুর হয়ে খসে পড়েছে।

এমন কী উপরের ক্রেন সিস্টেমের মস্ত কাঠের এক ক্রেটের এক কোনা বিঁধেছে নাইটহক টু-র টেইল রোটরে।

কিন্তু সারা সকালে একটা জিনিস একদম নিখুঁত রয়ে গেছে— ওটা মেরিন ওয়ান। এয়ারক্রাফট এলিভেটার শাফট থেকে পশ্চিমে ওটার কিছুই হয়নি।

হ্যাঙারের মেঝেতে মিনি এলিভেটার থামতেই চারপাশ একবার দেখে নিল রানা ও তিশা।

ঘড়ি জানিয়ে চলেছে: ১১:০২

'সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট কমপিউটার কণ্ট্রোল রুমে,' বলল তিশা।

'আগে ওখানেই যাব,' বলল রানা।

রওনা হয়ে গেল ও নির্দিষ্ট দালানের দিকে।

'একমিনিট, দাঁড়াও,' বলল তিশা। ওর চোখ মেঝের উপর, কী যেন খুঁজছে।

'ওই একমিনিট আমাদের নেই,' তাড়া দিল রানা।

'তা হলে একা যাও,' বলল তিশা। 'বিপদ হলে ডেকে নিয়ো। একটা জিনিস খুঁজব।'

'ঠিক আছে।' কণ্ট্রোল দালানের দিকে ছুটতে শুরু করেছে রানা।

একবার ওকে দেখে নিয়ে মিনি এলিভেটারের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল তিশা, লাশ ও জঞ্জালের ভিতর কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে।

ওদিকে কণ্ট্রোল রুমের নীচতলায় পৌঁছে গেছে রানা, ডেযার্ট ঈগল পিস্তল বাগিয়ে ঝড়ের গতিতে উঠতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। সারা সকালে প্রথমবারের মত নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে হলো ওর। হাতে চলে এসেছে কোড— ১০৪১০১। এবার শুধু টাইপ করবে কমপিউটারে, ডিজআর্ম করবে নিউক্লিয়ার বোমা।

আর্লিং এফ ক্রুকসের কমাণ্ডোরা এখন ইতিহাস, এরপর সময়মত লোকটাকে খুঁজে নেবে ও। আত্মহত্যা করতে দেবে না, ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে বাইরে।

১১:০৩

কণ্ট্রোল রুমের দরজার সামনে পৌঁছে গেল রানা, দড়াম করে খুলল কবাট, সামনে বাড়িয়ে রেখেছে পিস্তল। কিন্তু ভীষণ অবাক

হতে হলো ওকে।

প্রায় বিধ্বস্ত কমাণ্ড রুমের ভিতর নিজের সুইভেল চেয়ারে বসে আছে আর্লিং এফ ক্রুকস। যেন অপেক্ষা করছিল রানার জন্যেই। ঠোঁটে চাওড়া হাসি।

'জানতাম তুমি ফিরবে,' বলল স্বাভাবিক কণ্ঠে।

তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই।

'মেজর, তুমি কি জানো তোমার মত দক্ষ, কৌশলী অফিসার খুব কমই হয়? আমাদের দেশে তো এমন প্রায় নেই-ই। তোমার আছে সত্যিকারের সাহস ও বুদ্ধি, তবে কোনও যুক্তি বোঝো না। বোধহয় ভাবছ আমাকে রক্ষা করবে। এটা তোমার মস্ত ভুল ধারণা।' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল সে। 'আর সেকারণে মরতে হবে তোমাকে।'

ঠিক তখনই রানার কানের পাশে ক্লিক আওয়াজ হলো। কক্ করা হয়েছে একটা পিস্তল।

ঝট্ করে ঘুরে চাইল রানা, ওখানেই থমকে গেল। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেজর জন স্কল্ট। রুপালি সিগ-সাওয়ার পিস্তলের নল খোঁচা দিল রানার কানের পাশে।

১১:০৪

'এসো, রানা,' নরম স্বরে বলল ক্রুকস। 'ভিতরে এসো।'

পিছন থেকে রানার পিস্তল কেড়ে নিল স্কল্ট। পিঠে ধাক্কা দিয়ে রানাকে সামনে বাড়াল সে।

ঘরের ভিতর ভেঙেচুরে পড়ে আছে নানা কিছু।

'এসো, রানা, নিজ চোখে দেখো কীভাবে মরবে বর্তমানের আমেরিকা,' পাশের জ্বলজ্বলে মনিটর দেখাল ক্রুকস।

বাইরের কন্ট্রোল টাওয়ারে এই একই শব্দগুলো পড়েছে রানা অন্য মনিটরে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফেইলসেফ সিস্টেম হিস্টরি

৮-২-৩৪৫৭০২২৪১

টাইম

কি অ্যাকশন

সিস্টেম রেসপন্স ‖ ০৬৬৭ অথোরাইযড লকডাউন প্রোটোকল ‖ ইনিশিয়েট কোড এন্টার্ড এনেবল ‖ ০৮০১ অথোরাইযড লকডাউন ‖ লকডাউন প্রোটোকল এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ‖ কন্টিনিউ ‖ ০৯০০ অথোরাইযড লকডাউন ‖ লকডাউন প্রোটোকল ‖ এক্সটেনশন কোড এন্টার্ড ‖ কন্টিনিউ ‖ ১০০৫ ‖ নো অথোরাইযড কোড ‖

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট এন্টার্ড

মেকানিযম আর্মর্ড ‖ ১০০৫

....

ওয়ার্নিংঃ ইমার্জেন্সি প্রোটোকল অ্যাকটিভেটেড়। ইফ ইউ ডু নট এন্টার অ্যান অথোরাইযড লকডাউন এক্সটেনশন অর টার্মিনেট কোড বাই ১১০৫ আওয়ার্স, ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স উইল বি অ্যাকটিভেট। সেলফ-ডেসট্রাক্ট সিকিউয়েন্স ডিউরেশনঃ ১০:০০ মিনিট্স্।

....

ওয়ার্নিং!

....

কমপিউটারের স্ক্রিনের নীচে টিকটিক করে চলছে ঘড়িঃ

১১:০৪:২৯

১১:০৪:৩০

১১:০৪:৩১

'টিক-টিক-টিক করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে,' আয়েস করে বলল ক্রুকস। 'তোমার নিশ্চয়ই খুব হতাশ লাগছে? এবার কোনও কৌশল তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। স্পেস শাটল নেই যে ভেগে যাবে। কোনও গোপন পথ নেই। একবার দশমিনিটের সেলফ-ডেসট্রাকশন সিকিউয়েন্স চালু হলে কেউ ঠেকাতে পারবে না ওটাকে। আমি মরব, তুমি মরবে, মরবে আমেরিকার বহু লোক।'

ঘড়ি চলছে নিজ নিয়ম মেনে।

কাভার দিয়ে রেখেছে জন স্কল্ট, অসহায় ভাবে ঘড়ির দিকে চেয়ে রইল রানা।

এগারোটা পাঁচ মিনিট হতে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড!

১১:০৪:৫৬

১১:০৪:৫৭

রাগ ও হতাশায় হাতের দুই মুঠো পাকিয়ে ফেলল রানা।

কোড় জানে ও। কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে না।

তিশা কোথায় গেল?

করছে কী ও?

১১:০৪:৫৮

১১:০৪:৫৯

১১:০৫:০০

'বুঝলে রানা, উড়ে গেল তোমার রকেট,' হাসল ক্রুকস।

মুখ কালো হয়ে গেছে রানার।

স্পিকারে টিঁটটিঁট আওয়াজ উঠল। নতুন লেখা উঠল স্ক্রিনে:

লকডাউন প্রোটোকল এস.এ. এয়ার বেস (আর) যিরো নাইন

ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন সিকিউয়েন্স অ্যাকটিভেটেড.

১০:০০ মিনিট্স্ টু ডেটোনেশন.

এবার স্ক্রিনে শুরু হলো দপদপ করা কাউন্টডাউন:

১০:০০.

৯:৫৯.

৯:৫৮.

ঠিক তখনই কমপ্লেক্সের ভিতর জ্বলে উঠল ব্যাটারি চালিত লাল বাতি। রক্তিম আলোয় অদ্ভুত লাগছে মেইন হ্যাঙার। এয়ারক্রাফট এলিভেটার খাদে ওই একই বাতি। জ্বলতে শুরু করেছে কন্ট্রোল রুমের ভিতরও।

ইমার্জেন্সি পিএ সিস্টেমে গমগম করে উঠেছে এক ইলেকট্রনিক কণ্ঠ:

'ওয়ার্নিং! টেন মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

লাল বাতির ভিতর ওরা যেন টকটকে রক্তে ভাসছে। ঠিক তখনই একপলকের জন্য জন স্কল্টকে চোখ সরিয়ে নিতে দেখল রানা।

সুযোগটা নিল ও। আমেরিকান মেজরকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল কমপিউটার কন্সোলের উপর।

ঝট্ করে পিস্তল ঘোরাল লোকটা, কিন্তু একইসময়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা, হাতটা ধরেই কন্সোলের উপর নামিয়ে আনল কবজি— পিস্তলটা স্কল্টের হাত থেকে মেঝের উপর খটাস্ করে পড়ল।

চেয়ারে আরাম করে বসে আছে ব্রুকস্, তৃপ্তি নিয়ে হাসছে। তাঁর সেরা কমাণ্ডোর সঙ্গে লড়তে চাইছে এক বাঙালি অফিসার।

লাল ইমার্জেন্সি বাতির ভিতর হাতাহাতি শুরু করেছে জন স্কল্ট ও মাসুদ রানা। আলাদা দুই দেশের এলিট ফোর্সের যোদ্ধা ওরা। প্রায় একই শিক্ষা পেয়েছে। প্রতিটা ঘুষি বা কারাতে চপ একই ধরনের।

কিন্তু আজ ভোর থেকে নানাদিকে ছুটতে হয়েছে রানাকে, হতক্লান্ত হয়ে উঠেছে। ওর তুলনায় জন স্কল্টের ঘুষিতে অনেক জোর।

রানার জোরালো একটা ঘুষি এড়িয়ে ভিতরে ঢুকে এল স্কল্ট, বামহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেই ট্যাকল করল। মেঝে থেকে তুলে ফেলেছে রানাকে, উড়িয়ে নিয়ে গেল ভাঙা জানালার দিকে।

কমাণ্ড রুমের ভাঙা জানালা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল রানা। যাচ্ছে পিছন দিকে। হঠাৎ করেই নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল। চোখ বুজে ফেলেছে, এবার তিরিশ ফুট উপর থেকে আছড়ে পড়বে মেঝের কংক্রিটের উপর।

পড়ল, কিন্তু তেমন ব্যথা লাগল না।

ধুপ! করে একটা আওয়াজ শুনল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল। বেশ দুলছে ও। নেমেছে একটা কাঠের মেঝের উপর।

মেইন হ্যাঙারের সিলিঙের রেল নেটওঅর্ক থেকে ঝুলন্ত ক্রেটের উপর পড়েছে।

মনে পড়ল ওর, এই ক্রেট ভাসছিল কণ্ট্রোল রুমের জানালা থেকে একটু বামে।

ছয় ফুট উপরের ওভারহেড রেল থেকে ঝুলছে পুরু তিনটে শিকল, ওগুলোই আটকে রেখেছে প্রকাণ্ড ক্রেট। শিকলগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে স্প্রিং দিয়ে তৈরি মেকানিযম। জিনিসটা নেকলেসের ল্যাচের মত।

রিঙের মেকানিযমের সঙ্গে রয়েছে চারকোনা কণ্ট্রোল ইউনিট, ওটার ভিতর তিনটে বড় বাটন। ওগুলো দিয়েই সামনে-পিছনে বা ডানে-বামে সরিয়ে নেয়া হয় ক্রেট।

হঠাৎ খুব দুলে উঠল ক্রেট। মুখ তুলে রানা দেখল কণ্ট্রোল রুমে থেকে লাফিয়ে নেমে এসেছে জন স্কল্ট।

ওদিকে হঠাৎ জোরালো আওয়াজ শুনেছে তিশা হ্যাঙারের মেঝে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্ করে উপরে চেয়েছে।

এইমাত্র জঞ্জালের ভিতর নিজের দরকারী জিনিসটা খুঁজে পেয়েছে। মুখ তুলেই দেখল কন্ট্রোল রুমের জানালা দিয়ে উড়ে বেরুলো রানা। ধুপ করে পড়ল কাঠের এক ক্রেটের উপর। ওটা আছে চব্বিশ ফুট উপরে।

মাত্র দু' সেকেণ্ড পর তিশা দেখল, জানালা দিয়ে নেমে এল জন স্কল্ট। সহজেই পৌঁছে গেল সে পড়ে থাকা রানার পাশে।

'হায় আল্লা!' শ্বাস আটকে ফেলল তিশা। ঝট্ করে পিস্তল বের করল, কিন্তু ঠিক তখনই ওর চারপাশের মেঝেতে এসে ফুলকি তুলল কমপক্ষে দশটা গুলি।

ডাইভ দিয়ে কয়েকটা লাশের আড়ালে সরে গেল তিশা। মুখ তুলে দেখল, ভাঙা জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর্লিং এফ ক্রুকস। হাতে পি-৯০ অ্যাসল্ট রাইফেল। গলা উঁচু করে বলল, 'না-না-না-না! সমানে সমানে লড়তে হবে!'

হ্যাঙারের স্পিকারগুলো ঘোষণা দিল: 'ওয়ার্নিং! নাইন মিনিট্‌স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

পড়ে থাকা রানার উপর চেপে বসেছে জন স্কল্ট। গায়ের জোরে ঘুষি মারল রানার চোয়ালে।

'আজ তুই অনেক জ্বালিয়েছিস!'

লাল আলোয় লোকটার রাগী মুখ দেখল রানা।

ওর ঠোঁটের পাশে লাগল আরেকটা জোরালো ঘুষি।

ক্রেটের উপর খটাস্ করে বাড়ি খেল রানার মাথার পিছন দিক। নাক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরুল রক্ত।

জোরেশোরে দুলতে শুরু করেছে ক্রেট। ঠং-ঠং আওয়াজ তুলছে মেকানিক্যাল গিয়ার। হ্যাঙার ধরে আরেক দিকে রওনা হয়ে গেল ক্রেট। ওদিকে এয়ারক্রাফট এলিভেটারের গভীর খাদ। ওই

এলিভেটার চলে পেট্রল দিয়ে, কাজেই কমপ্লেক্সের পাওয়ার ফুরিয়ে গেলেও কাজ চালাতে পারে।

হ্যাঙারের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ক্রেট। সেদিকে খেয়াল নেই স্কল্টের, মনের সুখে একের পর এক ঘুষি মারছে রানার মুখে।

'শালা! আমার মনে আছে...'

আরেকটা ঘুষি পড়ল রানার চোয়ালে।

'নেভির কমপিটিশনে তুই আরেকটু হলে আমার ইউনিটকে...'

রানার কপালে একটা ঘুষি পিছলে গেল।

'হারিয়ে দিতি! এবার দেখ্! খালি হাতে তোকে খুন করব! তুই শালা আবার নাকি অফিসার!'

আরেকটা ঘুষি পড়ল রানার ডান চোয়ালের উপর।

'শালার ভেতো বাঙালি! এবার...'

একের পর এক ঘুষির কারণে প্রায় চোখই খুলতে পারছে না রানা। ঠেকাতে পারছে না, ওকে খালি হাতে খুন করছে লোকটা!

ক্রেট চলে গেছে চার শ' ফুট গভীর এয়ারক্রাফট এলিভেটার খাদের উপর। কন্ট্রোল ইউনিটের বাটন টিপে দিল স্কল্ট। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল খাদের উপর থেমে গেল ক্রেট।

'ওয়ার্নিং! এইট মিনিট্‌স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

ক্রেটের পাশ থেকে নীচে চাইল রানা, বহু দূরে নেমে গেছে শাফটের কংক্রিট দেয়াল। দশ ফুট পর পর জ্বলছে লাল বাতি। ওই খাদ যেন অস্বাভাবিক খাড়া কোনও ক্লিফ।

'গুড বাই, মেজর রানা,' বলল স্কল্ট, খপ্ করে ধরেছে ওর কলার, টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করিয়ে দিল রানাকে, ঠেলে দিল কিনারার দিকে।

রক্তাক্ত, পরিশ্রান্ত, ফুরিয়ে যাওয়া রানা বাধা দিতে পারল না। ক্রেটের কিনারায় টলমল করছে। কয়েক শ' ফুট নীচে আবছা দেখা গেল ইস্পাতের প্ল্যাটফর্ম।

একবার ম্যাগহুকের কথা ভাবল রানা, কিন্তু হতাশ হয়ে গেল সিলিঙের দিকে চেয়ে। ওটা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি। ম্যাগহুকের ম্যাগনেট ওখানে আটকাবে না। হুক ব্যবহার করেও কোনও কাজ হবে না।

লড়বার শক্তিও শেষ হয়ে গেছে ওর।

কোনও অস্ত্র নেই ওর কাছে।

ম্যাগহুক কাজ করবে না।

কোনও ইজেকশন সিট নেই এবার।

এই মুহূর্তে ওর চেয়ে অনেক বেশি সক্ষম জন স্কল্ট।

লোকটা ওকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ করেই ক্রেটের কিনারা থেকে নীচে চোখ পড়ল ওর। ওই যে তিশা... লাল বাতি ও ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে, তারপর খাদের পুবে কয়েকটা লাশের আড়াল নিল।

এবার বিদায়, তিশা, মনে মনে বলল রানা।

পলকের জন্য ভাবল, হার মেনে নেব?

পরক্ষণে ঝট্ করে ঘুরল জন স্কল্টের দিকে।

ভীষণ চমকে গেছে আমেরিকান মেজর, তার দিকে চেয়ে হাসল রানা, হাত খুলে দেখাল। ওখানে সিক্রেট সার্ভিসের মাইক্রোফোন।

শত্রুর চোখে চাইল রানা, তারপর বলে উঠল: 'সিডনি হার্বার ব্রিজ, তিশা! তুমি দেবে নেগেটিভ চার্জ।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল জন স্কল্ট। 'কী বললে?'

ঠিক তখনই কোনও কথা না বলেই শেষ শক্তি ব্যবহার করল রানা। স্কল্টের কাঁধের উপর দিয়ে খুলে দিল স্প্রিং লোডেড রিং মেকানিযমের ল্যাচ। ওটাই ওভারহেড রেল থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল ভারী ক্রেট।

সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল মিলল।

লাল বাতির ভিতর প্রথমে ধীর গতি তুলে নীচের দিকে পড়তে লাগল ক্রেট। ওটার পিঠ থেকে খসে পড়ল জন স্কল্ট ও রানা।

রওনা হয়ে গেল ওরা চার শ' ফুট খাদে আছড়ে পড়তে।

বাতাস কেটে নীচে পড়ছে রানা। দুই সেকেণ্ড পর দেখল উঠে আসছে হ্যাণ্ডারের মেঝে। পরক্ষণে পৌঁছে গেল শাফটের উপরে, খাদের ভিতর পড়তে শুরু করেছে। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেল ওর, যেন সাঁই-সাঁই করে উপরে উঠছে ধূসর কংক্রিট দেয়াল! একবার উপরে চাইল রানা, দেখতে না দেখতে অনেক উপরে চলে যাচ্ছে খাদের মুখ।

পাশেই জন স্কল্ট। ভীষণ ভয় লোকটার চোখে-মুখে। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না মাসুদ রানা এমন কাজ করতে পারে।

উন্মাদ লোকটা খাদের ভিতর ক্রেট ফেলে দিয়েছে, ওকে নিয়ে চলেছে মরবার জন্য!

অবশ্য, রানা মনে মনে ভাবছে, তিশা কি শুনতে পেয়েছে আমার কথা?

লাল আলোর ভিতর দিয়ে পড়ছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায় পিঠ থেকে বের করে নিল ম্যাগহুক, ম্যাগনেট অন করে, বাটন টিপে ওটার পজিটিভ চার্জ চালু করল— একবার আশা নিয়ে চাইল উপরে।

তিশা কি শুনেছে ওর কথা?

রানার জানবার কথা নয়, খাদের সামনে শুয়ে কোমর পর্যন্ত বাইরে বের করে দিয়েছে তিশা, তাক করেছে ওর ম্যাগহুক— ওটা নেগেটিভ চার্জ করা— 'রানা!' রেডিয়ো মাইকে বলল। 'প্রথমে তুমি। পরে তাক করব আমি।'

নীচে পড়বার ফাঁকে ম্যাগহুক ফায়ার করল রানা। ছিটকে উপরে রওনা হয়ে গেল ম্যাগনেটিক বাল্‌ব্‌।

শাফটের ভিতর দিয়ে সোজা খাড়াভাবে রকেটের মত উপরে

উঠছে হুক। পিছনে ছুটছে ঘুরতে থাকা দড়ি।

রানার পাশেই পড়ছে জন স্কল্ট, শত্রু কী করছে বুঝতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল: 'না!'

'তিশা,' ফিসফিস করে বলল রানা।

ম্যাগহুকের নলের উপর দিয়ে নীচে চেয়ে আছে তিশা। চারপাশে লাল বাতি, ক্ল্যাক্সন বাজছে, খনখনে স্বরে ঘোষণা দিচ্ছে ইলেকট্রনিক সতর্ক-ধ্বনি— কিন্তু আগে কখনও এত মনোযোগী ছিল না ও। রানার উঠে আসা ম্যাগহুকের দিকে চেয়ে আছে তিশা। কালো খাদের ভিতর থেকে উঠে আসছে জ্বলজ্বলে ধাতব বালব।

'জীবনে কিছুই অসম্ভব নয়,' ফিসফিস করে নিজেকে জানাল তিশা। বরফের মত ঠাণ্ডা মগজে ম্যাগহুকের ট্রিগার টিপল।

লঞ্চারের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে বালবের মত ম্যাগনেটিক হেড। সোজা চলেছে খাদ চিরে। পিছনে রেখে যাচ্ছে দড়ি।

শাফটের ভিতর উপরে উঠছে রানার ম্যাগহুক।

তিশার ম্যাগহুক ছুটে চলেছে নীচের দিকে।

জন স্কল্ট, ক্রেট এবং রানা দ্রুত পড়ছে।

ম্যাগহুকের পুরো দড়ি ব্যবহার করেছে তিশা, বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'আল্লা, জীবনে আর কিছুই চাইব না, শুধু একবার রানাকে...'

পজিটিভ ও নেগেটিভ চার্জ কাছ দিয়ে গেলেও দুটো মিসাইলের মত পরস্পরকে আঘাত হানবে।

নীচে চেয়ে আছে তিশা।

এক সেকেণ্ড পর জোরালো ঠং! আওয়াজ পেল।

মাঝ খাদের ভিতর সংঘর্ষ হলো দুই ম্যাগহুকের।

পৃথিবীতে প্রথমবারের মত ম্যাগহুক দিয়ে তৈরি করা হলো

সিডনি হার্বার ব্রিজ!

পরস্পরকে শক্ত ভাবে ধরেছে দুই চুম্বক।

দেরি না করে বড় একটা ক্রেটের কোনায় লঞ্চারের দড়ি জড়িয়ে নিয়েছে তিশা।

দুই ম্যাগহুকের দড়ি মিলে তিন শ' ফুট।

তার মানেই প্রচণ্ড ঝাঁকি সহ্য করা।

রানা যখনই দেখেছে তিশার ম্যাগনেটিক হুক আটকে গেছে ওর হুকে, তখনই পড়বার ফাঁকে বুক ও কাঁধ ঘুরিয়ে এনেছে লঞ্চারের দড়ি। বুঝে ফেলেছে, এবার ভয়ঙ্কর ঝাঁকি আসছে।

প্রচণ্ড ব্যথা পেতে হবে।

এবং তাই হলো।

সপাং করে আওয়াজ হলো। টানটান হয়ে গেল দুই ম্যাগহুকের দড়ি। বাতাসে ঝটকা দিয়ে উপরে রওনা হয়ে গেল রানা। প্যারাশুট খুলবার পর এভাবে ঝাঁকি সহ্য করে স্কাইডাইভাররা। নীচে চাইল রানা। জন স্কল্ট ও ক্রেট দ্রুত নেমে চলেছে। কয়েক মুহূর্ত পর সব গিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের উপর।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে বিস্ফোরিত হলো ক্রেট, নানাদিকে ছিটকে গেল ভাঙা কাঠ।

একই পরিণতি হলো জন স্কল্টের।

ভীষণ চিৎকার করতে করতে নেমে গেছে লোকটা, গিয়ে পড়েছে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের এবড়োখেবড়ো ধাতুর ভিতর। কাঁধ দিয়ে ধারালো ডানার উপর পড়তেই ছিটকে আরেক দিকে রওনা হয়েছে কাটা মুণ্ডু। অবশিষ্ট দেহ ভয়ঙ্কর ভাবে আছড়ে পড়েছে, অনেক উপর থেকে পড়লে এমনই হয় পাকা টমেটোর।

এদিকে রানা উপরে ছিটকে উঠবার পর, দড়ি ওকে দুলিয়ে নিয়ে গেছে শাফটের দেয়ালের কাছে।

দেয়ালে ভীষণ জোরে বাড়ি খেয়েছে রানা। ধাক্কা খেয়ে

আবারও সরে এসেছে দূরে। কয়েক সেকেণ্ড পর দুলুনি কমে আসতে নীচে চেয়েছে। এয়ারক্রাফট এলিভেটার প্ল্যাটফর্ম থেকে আশি ফুট উপরে ঝুলছে ও। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। ভীষণ ঝাঁকি খেয়ে টনটন করছে দুই কাঁধ ও বাহু। তবে খুশি যে বেঁচে আছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর দুই ম্যাগহুকের রিলিং মেকানিযমের কারণে খাদ বেয়ে উঠতে লাগল রানা।

চারপাশে শুনতে পেল: 'ওয়ার্নিং! সিক্স মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন।'

চব্বিশ

মেইন হ্যাঙার।

সকাল এগারোটা নয় মিনিট।

এইমাত্র প্রকাণ্ড, গভীর খাদের ভিতর থেকে উঠে এসেছে রানা। শুকনো স্বরে বলল তিশা, 'আমি ভাবতাম হার্বার ব্রিজ করা অসম্ভব।'

'সত্যি যে অসম্ভব নয় জেনে খুশি লাগছে,' বলল রানা।

ওর শুষ্ক গলা শুনে হেসে ফেলল তিশা। 'এবার আমরা কী করব, রানা?'

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় চারপাশে এসে লাগল এক পশলা গুলি।

রক্তাক্ত হয়ে গেল তিশার ডান পা। ফুটো হয়ে গেছে গোড়ালি। এদিকে রানার বাম কাঁধে ঢুকেছে দুটো বুলেট। ওদের কানের পাশ

দিয়ে হুস্-হুস্ করে বেরিয়ে গেছে কমপক্ষে বিশটা গুলি।

দেরি না করে ধুপ্ করে মেঝের উপর পড়েছে রানা ও তিশা।

পরিত্যক্ত কন্ট্রোল দালান থেকে পি-৯০ রাইফেল কাঁধে ছুটে বেরিয়ে এসেছে আর্লিং এফ ক্রুকস। লাল আলোয় চকচক করছে লোকটা পাগলাটে দুই চোখের মণি।

রানা-তিশা আহত।

কিন্তু তিশার মত নয়, সরে যেতে পারবে রানা।

কোবরা ইউনিটের বিনষ্ট ব্যারিকেডের আড়ালে তিশাকে সরিয়ে নিল ও। দেরি না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল উল্টোদিকের ক্রেটগুলোর পিছনে। তিশার উপর থেকে লোকটার মনোযোগ সরাতে হবে। বেরেটা হাতে রক্তিম আলোয় ছুট দিল রানা। পারসোনেল এলিভেটার ও বিধ্বস্ত নাইটহক টু-র দিকে চলেছে। আশা করছে, ওর পিছু নেবে আর্লিং এফ ক্রুকস।

মেরিন কর্পসের বিশাল সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার রয়েছে রেগুলার এলিভেটারের দরজার সামনে— তুবড়ে গেছে ওটা, বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত ককপিট।

লাল বাতি দপদপ করছে হ্যাঙার জুড়ে। তারই ভিতর রানার গোড়ালির পিছনে, মেঝেতে লাগছে ক্রুকসের বুলেট। খেপে গেছে লোকটা, খেয়াল নেই লক্ষ্যভেদ হচ্ছে না। দূর দিয়ে যাচ্ছে বুলেট।

পক্ষিরাজের মত উড়ে চলেছে রানা, তবে কয়েক সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল সুপার স্ট্যালিয়নের পাশে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাঙাচোরা ককপিটের ভিতর। একপশলা গুলি এসে লাগল পাশের দেয়ালে।

'বেরিয়ে এসো, হিরো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুকস। 'ভয় কী? গুলি ছুঁড়তে শেখোনি? ভয় কীসের তোমার? অস্ত্র তুলে নাও! পারলে গুলি করো!'

শুয়োরটা জানে গুলি করতে পারবে না ও, ভাবল রানা।

নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে চোদ্দটা শহর উড়িয়ে দেয়ার দায়-

দায়িত্ব নেবে কে!

খুবই বাজে পরিস্থিতির ভিতর পড়ে গেছে রানা।

ওর দিকে অনায়াসে গুলি করছে লোকটা, কিন্তু পাল্টা গুলি করতে পারছে না ও!

কবজির মাইকে বলল রানা, 'তিশা! তুমি ঠিক আছ?'

ব্যথা-কাতর চাপা কণ্ঠ এল: 'হ্যাঁ, ঠিক...'

'ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ফ্যাসিলিটি থেকে,' বলল রানা। 'কোনও বুদ্ধি, তিশা?'

তিশার কণ্ঠ ঢাকা পড়ল কমপ্লেক্সের ইলেকট্রনিক কণ্ঠের নীচে:

'ওয়ার্নিং! ফাইভ মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশ...'

বিধ্বস্ত কপ্টারের ছোট এক জানালা দিয়ে চাইল রানা। একপাশ থেকে গুলি করতে করতে হেঁটে আসছে লোকটা।

'কী বুঝলে, হিরো?' বলল এয়ার ফোর্স জেনারেল, 'কেমন লাগছে এখন!'

ভাঙা ককপিট থরথর করে কাঁপছে ব্রুকসের গুলির তোড়ে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, শক্ত করে ধরেছে পিস্তলের বাঁট। কাঁধে বুলেটের দুই গর্ত ভীষণ জ্বলছে, সেই সঙ্গে বেদম ব্যথা। এতক্ষণে অতি ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ত, কিন্তু ওকে চালিয়ে নিচ্ছে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিন।

ফাটল ধরা ডোর-উইণ্ডোর ফাঁক দিয়ে ব্রুকসকে দেখল রানা। উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা, একের পর এক গুলি গেঁথে দিচ্ছে কপ্টারে। অস্ত্র বাগিয়ে হেঁটে আসছে ককপিটের দিকে।

বড়জোর কয়েক সেকেণ্ড, এরপর পৌঁছবে। তারপর...

হঠাৎ ইয়ারপিসে তিশার কণ্ঠ শুনল রানা:

'রানা! আমি দেখছি অন্য উপায় পাওয়া যায় কি না! তা যদি না পাই, গুলি করে মেরে ফেলো ওকে!'

'গুলি করা সম্ভব নয়, তিশা!' আফসোস ঝরল রানার কণ্ঠে।

'মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড দাও আমাকে...'

তিশা ক্রল করে সরে গেছে এলিভেটারি শাফটের পাশে, নতুন করে খুঁজে পেয়েছে যা চাইছিল। ওটা লেভেল টু-র অ্যাওয়্যাক্স বিমানের ব্ল্যাক বক্স। নব্বুই মিনিট আগে মিনি এলিভেটার থেকে ওটাকে সরিয়ে দিয়েছিল লাথি দিয়ে।

হ্যাঙারের দপদপে লাল বাতির ভিতর বায়োহ্যাযার্ড সুটের থাই পকেট থেকে ছোট এক লাল ইউনিট বের করেছে তিশা। ওটার মাথার উপরে মোটা অ্যান্টেনা।

ওই ইউনিট ক্রকসের ইনিশিয়েট/টার্মিনেট রিমোট-কন্ট্রোল। ওটার ভিতর দুটো বাটন, অন-অফ করা যায়।

ওই দুই সুইচ কীসের এইমাত্র বুঝেছে তিশা।

এই ইউনিট শুধু প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটার অন বা অফ করে না, এই একই জিনিস চালু এবং বন্ধ করে ক্রকসের হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটার।

বিধ্বস্ত ককপিটের কাছে পৌঁছে গেছে ক্রকস, কাঁধে তুলেছে পি-৯০ রাইফেল।

আর মাত্র তিন সেকেণ্ড, তারপর ঝাঁঝরা করে দেবে রানাকে।

কড়কড় করে উঠল ক্রকসের কণ্ঠ: 'আমি পৌঁছে গেছি, মাসুদ রানা!'

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই সুপার স্ট্যালিয়নের মেঝেতে বসে পড়েছে রানা, কোথাও যাওয়ার নেই ওর। এবার...

'তিশা, বিদায়, আর কখনও দেখা হবে না,' নিচু স্বরে বলল রানা।

দরদর করে ঘামছে তিশা। দপদপ করছে লাল বাতি। ভীষণ ব্যথা লাগছে ফুটো হয়ে যাওয়া গোড়ালিতে। কিন্তু পুরো মনোযোগ দিল ও।

'ওয়ার্নিং! ফোর মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাকশন...'

ব্ল্যাক বক্সের ছোট এলসিডি স্ক্রিনের স্পাইক দেখছে তিশা, এবার চালু করল আই/টি ইউনিট।

এখন শুধু দুটো প্রশ্ন বুকে বাজছে ওর— কোনটা প্রেসিডেন্টের ট্র্যান্সমিটার, আর কোনটা ব্রুকসের— এক নম্বর সুইচ, না দুই নম্বর সুইচ?

মন থেকে সব দ্বিধা সরিয়ে দিল তিশা।

আর্লিং এফ ব্রুকস সবসময় নিজেকে এক নম্বর মনে করবে।

এবার...

ব্ল্যাক বক্সের স্পাইক শেষে শুরু হয়েছে রেকারিং সার্চ ও রিটার্ন সিগনাল— ইনিশিয়েট/টারমিনেট ইউনিটের এক নম্বর সুইচ অফ করে দিল তিশা।

ব্রুকসের মাইক্রোওয়েভ সিগনাল থেমে যাওয়ার কথা।

ওই একই সময়ে টিপে দিয়েছে ব্ল্যাক বক্সের সুইচ, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাওয়্যাক্স বিমানের কালো বাক্স নকল করতে শুরু করেছে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যালকে।

ওর যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, মহাশূন্যে স্যাটালাইট টেরও পায়নি নতুন সিগনাল পাঠানো হচ্ছে তাকে।

ব্ল্যাক বক্সের বুকে জ্বলতে শুরু করেছে খুদে সবুজ বাতি।

আর এক সেকেণ্ডও দেরি করল না তিশা, বলে উঠল, 'রানা! রেডিয়ো সিগনালের ব্যবস্থা হয়েছে! এবার গুলি করো কুকুরটাকে!'

ওই একইসময়ে রানাকে দেখল ব্রুকস। হাসতে শুরু করেছে সে, ককপিটের মেঝেতে পড়ে আছে তার অসহায় শিকার, তাক করে রেখেছে অস্ত্র, কিন্তু গুলি করতে পারবে না!

আঙুল তুলে রানার বুক দেখাল সে। 'না-না-না-না, মেজর, তোমার মনে রাখতে হবে, ব্রুকস আঙ্কেলকে গুলি করা যায় না।'

'তাই?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'বেশ,' হতাশ হয়ে বলল রানা। পরক্ষণে গুলি চালাল লোকটার বুকে।

ব্রুকসের বুক থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত।

'গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!'

চার গুলির আঘাতে এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেছে ব্রুকস, ভীষণ বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল রানার দিকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হাত থেকে পড়ে গেল পি-৯০, তারপর পা পিছলে ধুপ করে চিত হয়ে পড়ল ওটার উপর।

উঠে দাঁড়াল রানা, কপ্টার থেকে নেমে পড়ল, চলে গেল লোকটার পাশে। লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল জেনারেলের হাতের কাছ থেকে রাইফেল।

লোকটা এখনও বেঁচে আছে।

জানোয়ারটার ঠোঁটের কোণে জমছে তাজা রক্ত।

অসহায় মনে হলো লোকটাকে। এখন আর ক্ষমতাশালী কোনও জেনারেল নয় সে।

'কী... কী... করে?' রক্তে ভরা গলা থেকে বেরুল কথাটা। 'তুমি... তুমি... আমাকে মারতে পারো না!'

'পারি, ভালভাবেই পারি,' বলল রানা। 'এবার পড়ে থাকো এখানে।'

দেরি না করে ঘুরেই দৌড় দিল রানা, পৌঁছতে হবে তিশার পাশে। যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে!

'ওয়ার্নিং! থ্রি মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

তিশাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েই এক ছুটে ডিটাচেবল মিনি এলিভেটারে উঠে পড়ল রানা।

তিশা একেবারেই হাঁটতে পারবে না। কিন্তু কাজে বিরাম নেই ওর, সহায়তা করছে রানাকে।

ওকে বুকে তুলে নিয়েছে রানা, কিন্তু সবচেয়ে জরুরি জিনিস ওই ব্ল্যাক বক্স দুই হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে তিশা।

এখন ওদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার সরিয়ে নেয়া। ওরা জানে, এই ব্ল্যাক্স বক্সের সিগনাল থেমে গেলেই ফাটবে আমেরিকার চোদ্দটা শহরের নিউক্লিয়ার বোমা!

এসব শহরকে রক্ষা করতে হলে বাঁচতে হবে ওদেরকে।

কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব?

'এবার, রানা?' ব্যথা চেপে ক্লান্ত হাসল তিশা। 'নিউক্লিয়ার গ্রেনেড থেকে বাঁচি কী করে, বলো?'

মিনি-এলিভেটারের মেঝের প্যানেলে সুইচ টিপে দিল রানা। দ্রুত নামতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্ম।

রানা চট্ করে একবার দেখে নিল ঘড়িঃ

১১:১২:৩০

১১:১২:৩১

'উপরের দরজা দিয়ে বেরুতে পারব না,' বলল রানা। 'ব্রুকস কোড পাল্টে দিয়েছে। ডিআইএ-র লোকটার দশ মিনিট লেগেছে বোমার কোড বের করতে। সময় মত বেরুতে পারব না ইইভি দিয়েও। ওই ভেন্ট বেয়ে নেমে আসতে খবির আর আমার লেগেছে পুরো একমিনিট। এখন দশমিনিটেও উঠতে পারব না। ততক্ষণে বাষ্প হয়ে যাবে এস্কেপ ভেন্ট।'

'তা হলে আমরা এখানেই...' চুপ হয়ে গেল তিশা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'নিজের জন্য খারাপ লাগছে না, কিন্তু... তুমি যদি কোনওভাবে বেরিয়ে যেতে পারতে!' নিখাদ ভালবাসা ঝরল মেয়েটির কণ্ঠ থেকে।

চমকে গেছে রানা। কী যেন পাকিয়ে উঠছে বুকের ভিতর, এমন ভালবাসা পেয়েছে খুব কমই। ঢোক গিলে বলল ও, 'এখনও

মরিনি তো আমরা, হতাশ হচ্ছ কেন?'

চুপ হয়ে গেছে তিশা।

'একটা উপায় আছে,' বলল রানা। 'হয়তো ঠিক সময়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব।'

১১:১২:৪৯

১১:১২:৫০

লেভেল টু-র হ্যাঙারে মিনি এলিভেটার থামাল রানা, বুকে তিশাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছে গেল হ্যাঙারের আরেক পাশে।

'ওয়ার্নিং! টু মিনিট্স্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশান...'

মাত্র আধ মিনিটে স্টেয়ারওয়েলে পৌঁছে গেছে রানা।

১১:১৩:২০

দরজা খুলেই তিন ধাপ করে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল।

ওর বুকের উপর দুলছে তিশা। বলল, 'গতি অনেক কমে যাচ্ছে তোমার, আমাকে রেখে যাও, রানা।'

'চুপ করো তো, মেয়ে!' ধমক দিল রানা। ভিজে গেছে চোখের কোণ।

পেরিয়ে গেল ওরা লেভেল থ্রি-র লিভিং কোয়ার্টার।

১১:১৩:৩২

লেভেল চার, দুঃস্বপ্নের মত এক এলাকা।

১১:১৩:৪১

লেভেল পাঁচ, ওই তলা ডুবে গেছে বন্যার পানিতে।

১১:১৩:৫০

লাথি দিয়ে লেভেল সিক্স-র সিঁড়ি-ঘরের দরজা খুলল রানা।

'ওয়ার্নিং! ওয়ান মিনিট টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

সামনেই এস্কেপ ভেহিকেল দেখতে পেল রানা।

স্টেয়ারওয়েল দরজার পাশেই ওটা।

ওই ট্র্যাক গেছে লেক পাওয়েলে।

সারাদিন ধরে পড়ে আছে খুদে ট্রেন।

এই মেইনটেন্যান্স রেলকার সম্পর্কে বিজ্ঞানী কার্টিস বলেছিল: এটা অন্য এক্স-রেল ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক ছোট, গতিও বেশি, বহন করতে পারে মাত্র দু'জন যাত্রী।

'ওয়ার্নিং! ফোরটি-ফাইভ সেকেণ্ডস্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

তিশাকে নিয়ে ছোট্ট ড্রাইভিং কেবিনে ঢুকে পড়ল রানা।

'ওয়ার্নিং! থার্টি সেকেণ্ডস্ টু ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেসট্রাকশন...'

তিশাকে কাঁধে তুলে নিয়েই ড্রাইভিং কন্সোলে কালো স্টার্ট বাটন টিপে দিল রানা।

মৃদু গুঞ্জন করে উঠল ইঞ্জিন।

'টোয়েন্টি সেকেণ্ডস্.... নাইনটিন... এইটিন...'

সামনের ট্র্যাকে চোখ রাখল রানা। অনেক দূরে হারিয়ে গেছে পথ, নির্দিষ্ট দূরত্বে জ্বলছে লাল বাতি। বেশ দূরে চারটে সমান্তরাল ট্র্যাক।

'রানা!' নেমে পড়তে চাইছে তিশা।

সেদিকে খেয়াল নেই রানার, হাঁটু দিয়ে সামনে ঠেলে দিল থ্রটল।

'ফিফটিন...'

প্রায় ছিটকে সামনে বাড়ল এক্স-রেল পড। দেখতে না দেখতে পিছনে পড়ল সাবওয়ে স্টেশন। সামনের ট্র্যাকে একটু দূরে দূরে লাল বাতি।

'ফোরটিন...'

প্রচণ্ড গতির কারণে বাধ্য হয়ে সিটে বসে পড়ল রানা।

পড চলেছে পঞ্চাশ মাইল বেগে।

'থার্টিন...'

বিপুল গতি তুলছে এক্স-রেল পড।

কাঁচের ওপাশে হুস-হুস করে পিছিয়ে চলেছে ট্র্যাক।

স্পিডোমিটার দেখল রানা: ১০০ এমপিএইচ।

'টুয়েল্‌ভ্‌... ইলেভেন...'

চারটে সমান্তরাল ট্র্যাকের একটা বেছে নিয়েছে পড, জোর একটা ঝটকা দিয়েই ঢুকে পড়েছে লেক পাওয়েলের টানেলে। পিছনে ফেলছে এয়ার বেস যিরো নাইন।

গতি ১৫০ মাইল।

'টেন...'

পডের গতি উঠল আড়াই শ' মাইলে। তার মানে প্রতি সেকেণ্ডে এক শ' দশ গজ পেরুবে। দশ সেকেণ্ডে এয়ার বেস যিরো নাইনকে পিছনে ফেলবে এক মাইল মত।

'নাইন... এইট...'

রানা ধারণা করছে, একমাইল পেরুতে পারলে ওরা নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছতে পারবে।

পাশের সিটে তিশাকে নামিয়ে দিল রানা।

'সেভেন... সিক্স...'

চট্‌ করে একবার তিশাকে দেখল রানা। পরক্ষণে চুমু দিল ওর ঠোঁটে।

দু'জনের চোখ চেয়ে আছে পরস্পরের চোখে।

'ফাইভ... ফোর...'

এক ফোঁটা জল বেরিয়েছে তিশার ডান চোখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দিয়ে ওটা মুছে ফেলল রানা।

'থ্রি... টু...'

সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলে ছুটে চলেছে মেইনটেন্যান্স পড। পিছনে ফেলছে এয়ার বেস যিরো নাইনকে।

'ওয়ান...'

'...ফ্যাসিলিটি সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট্ অ্যাকটিভেটেড!'
পরক্ষণে ফাটল পারমাণবিক বোমা!

পঁচিশ

ওই ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ অন্য কোনও শব্দের সঙ্গে মিলবে না। এয়ার বেস যিরো নাইনের ভিতর ফেটে পড়েছে নিউক্লিয়ার বোমা। যেন গর্জে উঠেছে কয়েক শ' কোটি দানব।

কোল্ড ওয়ারের সময় সরাসরি নিউক্লিয়ার বোমার আঘাত সইবার জন্য তৈরি করা হয়েছে ওই ফ্যাসিলিটি। নিজস্ব সুপার নিউক্লিয়ার বোমা যথেষ্ট ভালভাবে হজম করল ওটা।

ডাব্লিউ-৮৮ সেলফ-ডেস্ট্রাক্ট ওয়ারহেড ছিল পাতাল ওই ফ্যাসিলিটির মাঝে, লেভেল টু-র দেয়ালের ভিতর। ওটা ফাটতেই গোটা ভূ-গর্ভস্থ ফ্যাসিলিটি হয়ে উঠল সাদা বাতির একটা অতি উজ্জ্বল বালবের মত। রকেটের মত নানাদিকে ছিটকে গেল সাদা এনার্জি, ফ্যাসিলিটির দেয়াল-মেঝে বা ছাত তা ঠেকাতে পারল না।

ন্যানো সেকেণ্ডে ফ্যাসিলিটির সব বাষ্পায়িত হলো। বিমান, টেস্ট চেম্বার, এলিভেটার শাফট— সবই। এমন কী ভুস্ করে বাতাসে মিলিয়ে গেল লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকস!

মেইন হ্যাঙারের মেঝের উপর পড়ে থেকে শেষবার হঠাৎ করেই সে দেখল ভীষণ আলো। তারপর ভয়ঙ্কর তাপ লাগল। আগে কখনও এমন গরম লাগেনি তার, আর কিছু ভাবতে হলো না তাকে।

কমপ্লেক্সের চারপাশের দুই ফুট পুরু টাইটেনিয়াম দেয়াল আটকে রাখল ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণকে।

নানাদিকে রওনা হলো কংকাশন ওয়েভ। টাইটেনিয়ামের দেয়ালের বাইরে শুরু হলো ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। ওটা ছড়িয়ে পড়ল কয়েক মাইল জুড়ে। যেন পুকুরে ঢিল দিয়েছে কেউ, আর বলকে উঠেছে পানি।

প্রথমেই উধাও হলো ইমার্জেন্সি একসিট ভেন্ট।

প্রচণ্ড শক্তি এসে চুরচুর করে দিল কংক্রিটের দেয়ালগুলোকে। পাউডার হয়ে উড়ে গেল সব। ওটার ভিতর রানা ও তিশা থাকলে এতক্ষণে মিশে যেন ধুলো-বালির ভিতর।

এবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

মস্ত ওই ফ্যাসিলিটি ফাঁপা হয়ে গেছে নিউক্লিয়ার বোমার আঘাতে, চারপাশ থেকে নেমে এল পাহাড়ের গ্র্যানাইট পাথরের পুরু দেয়াল, বুজে দিল গর্তটাকে।

আকাশে বিমান থেকে কেউ চাইলে দেখবে, গোল এক জ্বালামুখের মত কী যেন তৈরি হয়েছে নীচে। আঠারো শ' গজ বৃত্তের বালি-মাটি ও গ্র্যানাইট কবর দিয়েছে ওই ফ্যাসিলিটিকে।

এখন আর নেই কোনও দালান, মেইন হ্যাঙার, এয়ারফিল্ড টাওয়ার বা সাধারণ হ্যাঙারগুলো। সব গিলে নিয়েছে পৃথিবী। মরুভূমির ভিতর পড়ে রইল আধ মাইল গভীর এক গহ্বর!

মাত্র দশমিনিট আগে মেরিন কর্পসের সুপার স্ট্যালিয়ন সরিয়ে নিয়ে গেছে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টকে।

তাঁর পাশে ঠাঁই পেয়েছে হোসেন আরাফাত খবির, জেসিকা গোল্ডিং ও পল ছেলেটা। অবাক হয়ে আকাশ থেকে দেখছে ওরা কোথায় গেল এয়ার বেস যিরো নাইন!

কিন্তু এক্স-রেল টানেলে তার ভয়ঙ্কর দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

দানব নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড।

পারমাণবিক বোমা ফেটেছে, কিন্তু বুলেটের গতি তুলে সোজা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটে গেছে রানাদের পড।

বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ওরা।

থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে জমিন।

তারপর রিয়ার উইণ্ডো দিয়ে পিছনে চেয়েছে রানা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেছে। বিড়বিড় করে বলেছে, 'সর্বনাশ!'

পিছন ছাত থেকে পড়তে শুরু করেছে মস্ত সব পাথর। আর ওই পাথরের পতন ছুটে আসছে ওদের দিকেই!

ধসে পড়ছে ছাত!

তার ভিতর ছুটে আসছে কংকাশন ওয়েভ!

বলকে উঠছে যেন পিছনের সব!

মস্ত এক দানব যেন ধেয়ে আসছে এয়ার বেস যিরো নাইন থেকে!

ভয়ের কথা, ওই দানব ধরে ফেলছে ওদেরকে!

দুই শ' ষাট মাইল বেগে ছুটছে এক্স-রেল পড। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গতি তুলে মস্ত হাঁ করে আসছে এক দানব!

সুড়ঙ্গের ভিতর খসে পড়ছে মস্ত সব পাথর।

যেন পিছন থেকে চিবাতে আসছে ভয়ঙ্কর কোনও প্রাণী!

ধুম!

বেস বল আকৃতির কংক্রিটের টুকরো পড়তে শুরু করেছে পডের ছাতে।

একবার চট্ করে ছাতের দিকে চাইল রানা।

ধুম! ধুম! ধুম! ধুম! ধুম! আওয়াজ শুরু হয়েছে ছাতে!

না! মনে মনে বলল রানা। এত কাছে মুক্তি, এখন মরতে চাই না! তিশাকে নিয়ে বাঁচতে চাই!

ভূমিধস্ ছুঁয়ে দিল এক্স-রেল পডকে। চারপাশের দেয়াল ও

ছাত ধসে পড়ছে।

বিকট আওয়াজ তুলে ফুটবলের মত মস্ত সব পাথর খণ্ড পড়ছে। ঝরঝর করে ভেঙে পড়ল উইণ্ডশিল্ড। ককপিটের ভিতর ঢুকছে ক্রিকেট বলের মত পাথর। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে পড। এবার চাপা পড়বে ভূমিধসের নীচে...

ঠিক তখন হঠাৎ করেই থামল পাথর-বৃষ্টি। আর কাঁপছে না পড। উড়ে চলেছে গন্তব্যের দিকে। পিছনে থেমে গেছে টানেল ধস্। যেন ধাওয়া বন্ধ করেছে ভয়ঙ্কর কোনও সাপ।

মিলিয়ে গেছে নানা দিকে ছড়িয়ে যাওয়া কংকাশন ওয়েভ।

সিটে বসে আছে তিশা, ওর দিকে ঘুরে চাইল রানা।

ওরা পিছনে ফেলে এসেছে ভয়ঙ্কর বিপদ!

সুড়ঙ্গের ভিতর তুমুল গতি তুলেছে এক্স-রেল পড।

তিশার দিকে ঝুঁকে গেল রানা, পরক্ষণে চুমু দিল প্রেমিকার ঠোঁটে।

পাল্টা যে চুমু এল, তা আরও অনেক উষ্ণ!

ছাব্বিশ

একটু আগে লেক পাওয়েলের এক্স-রেল লোডিং ডকের কাছ থেকে রানা ও তিশাকে তুলে নিয়েছে মেরিনদের একটা সিএইচ-৫৩ই কপ্টার। এরই ভিতর রওনা হয়ে গেছে ওরা, একটু পর আকাশ থেকে দেখল, এয়ার বেস যিরো নাইনের চারপাশে পৌঁছে গেছে আর্মি ও মেরিন কর্পসের হাজারখানেক অফিসার ও সৈনিক। তারা যেন খুদে সব পিঁপড়ে, পিলপিল করছে চিনির দলার উপর।

অবশ্য, রেডিয়েশনের ভয়ে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে।

নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রেসিডেন্টকে, কমপক্ষে পাঁচটা সুপার স্ট্যালিয়ন কপ্টার ঘিরে রেখেছিল ওই মেরিন কপ্টারকে। প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ড থেকে ট্র্যান্সমিটার সরিয়ে নেয়া পর্যন্ত তাঁকে পাহারা দেবে মেরিনরা।

এয়ার বেস যিরো নাইনের রানওয়ে থেকে প্রেসিডেন্টকে তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার দিয়েছেন তিনিঃ ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার এয়ার ফোর্স আপাতত তাদের বিমান বা কপ্টার আকাশে তুলতে পারবে না।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইক্রোওয়েভ ট্র্যান্সমিটার ওরফে ব্ল্যাক বক্স নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হলো রানা ও তিশার এয়ার বেস যিরো এইটে। তাঁর পাশেই অপেক্ষা করছে নাম্বার টু খবির, এজেন্ট জেসিকা ও অদ্ভুত সেই ছেলে পল। এর বিশ মিনিট আগে প্রেসিডেন্টকে ঘিরে ফেলেছে দুটো মেরিন রিকন ইউনিট।

তারা ঝড়ের গতিতে ঢুকেছে বেসের ভিতর, এবং একটু পর ফিরেও এসেছে। এয়ার ফোর্সের জীবিত কোনও লোক নেই বেসে। অবশ্য, পাওয়া গেছে ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইযার হফসন নিরোকে। প্রেসিডেন্টের কাছে গজগজ করে নালিশ শুরু করেছিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ভীষণ কড়া ধমক খেয়ে থেমে গেছে।

রানা ও তিশা পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্ট্রেচারে তুলে নেয়া হয়েছে তিশাকে, কর্পসের লোক সরিয়ে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। যেতে হয়েছে রানাকেও, আপাতত ওর কাঁধের বুলেটের ক্ষত গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার। এখন গলা থেকে স্লিং, সেটা থেকে ঝুলছে ওর আহত হাত। ওদের জন্য এক ডোজ করে কোডিন দেয়া হয়েছে। অনেক কমে গেছে ব্যথা।

চুপ করে অন্যদের পাশে বসে ছিল রানা, এমন সময় দেখল কাছে চলে এসেছে বিজ্ঞানী জুলিয়ো কার্টিস।

'কী খবর আপনার, মিস্টার রানা?' সামনে এসে জিজ্ঞেস করল সে।

'আগে আপনার খবর বলুন,' বলল রানা। 'হঠাৎ কোথা থেকে এলেন?' ভেবেছিল, বোট বিস্ফোরণে মারা গেছে লোকটা।

'স্পিডবোট নষ্ট হতে সাঁতরে তীরে উঠেছি,' বলল কার্টিস। 'তারপর পাহাড় বেয়ে চূড়ায়। অনেকক্ষণ পর এল মেরিনদের কপ্টার। ওটায় চেপে হাজির হয়েছি এই বেসে। ...গুলি খেলেন কীভাবে?'

রানা বা বিজ্ঞানী নতুন কিছু বলবার আগেই সামনে এসে থামলেন প্রেসিডেন্ট, বললেন, 'খুবই খুশি হলাম পৌঁচেছেন, মিস্টার রানা। ...ব্রুকস বোধহয় ফিরতে পারেনি?'

'তা পারেনি,' বলল রানা। সুস্থ হাতে ব্ল্যাক বক্স তুলে ধরল। টিপটিপ করছে সবুজ বাতি। 'কিন্তু ওর আত্মা এটার ভেতর।'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'যেসব মেরিন এই বেসের চারপাশ খুঁজেছে, তাদের কয়েকজন বাইরে কিছু পেয়েছে।'

ভদ্রলোকের চোখে চাইল রানা। 'সেটা কী?'

'জিনিস নয়, এই অমূল্য রত্ন, আমাকে,' প্রেসিডেন্টের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নিশাত সুলতানা, লুকিয়ে ছিল।

এ কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত চওড়া হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আপা! কীভাবে...'

শেষবার রানা দেখেছে নিশাতকে নিয়ে ডিগবাজি দিতে শুরু করেছে দ্রুতগতির তেলাপোকা।

'আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার লোকই নই,' নিজের অবশিষ্ট পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছে নিশাত। 'মিসাইল যখন লাগল, বুঝলাম তেলাপোকা শেষ। এরপর ব্রুকস বা তার লোক এসে ছাড়বে না আমাকে। তবে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়বার সময় তৈরি করেছি অনেক ধুলোবালির মেঘ। তারই ভিঁতর আছড়ে পড়ল তেলাপোকা।

ওটার পেট-থেকে বেরিয়ে এলাম, বালি খুঁড়ে ঢুকে পড়লাম বাম্পারের নীচে। নকল পা খুলে শুয়ে থাকলাম। যে-কেউ ভাববে, করুণভাবে মরেছি। তারপর একটু পর চলে গেল ব্রুকসের কপ্টারগুলো।'

'নকল পা খুলে ভান করেছেন, আপা?' হেসে ফেলল রানা। 'ভাল বুদ্ধি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছিল,' বলল নিশাত। থুতনি উঁচু করল। 'স্যর, এবার বলুন আপনার কী হয়েছিল। শেষবার দেখলাম প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উড়ে যাচ্ছেন মহাশূন্যের দিকে!'

'তারপরই তো গোটা আমেরিকাকে রক্ষা করলেন মিস্টার রানা,' গম্ভীর ভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট।

এরপর হঠাৎ করেই যেন সবার সব কথা শেষ হয়ে গেল।

নীরবতা নামল।

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তি শেষে নীরবতা ভাঙল রানা, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি বলেছিলেন প্রতিটি দেশের সরকারের হাতে অ্যান্টিডোট তুলে দেবেন, এ কাজে ক'দিন লাগতে পারে?'

কথাটা শুনে কী যেন ভাবতে শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'বড়জোর একমাস লাগবে সবার হাতে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দিতে। অবশ্য, কংগ্রেস থেকে আমার ওপর ভীষণ চাপ তৈরি হবে।'

তাঁর মানে তিনি পুরো নিশ্চিত নন যে অ্যান্টিডোট দিতে পারবেন, চাপা শ্বাস ফেলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, 'প্রতি ঘণ্টায় ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেমের কারণে এখন কী ভাবছে আমেরিকার মানুষ?'

মৃদু হাসলেন প্রেসিডেন্ট। 'আপনি তো চলে গেলেন, তখন কমপ্লেক্সের পাওয়ারের ইতিহাস দেখতে শুরু করলাম আমরা। এটা দেখুন, নিজেই বুঝবেন।'

এয়ার বেস যিরো নাইনের একটা প্রিন্টআউট পকেট থেকে বের করলেন তিনি। একটা এণ্ট্রি দেখালেন।

০৭:৩৭:৫৬ ওয়ার্নিং: অগযিলারি সিস্টেম। ম্যালফাংশান লোকেটেড। অ্যাট পাওয়ার ম্যালফাংশান টারমিনাল ১-এ২। রিসিভিং নো রেসপন্স ফ্রম সিস্টেম: ট্র্যাক্স; অগয সিস-১; র‍্যাড কম-স্ফিয়ার; এমবিএন; একসিট ফ্যান

'মনে পড়ে, আপনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন আণ্ডারগ্রাউণ্ড হ্যাঙারের জাংশান বক্স?' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তখন সময় ছিল সকাল সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিট।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রানা। প্রায় সবই বুঝে ফেলেছে। ওই জাংশান বক্স গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হতো। বেসের অগযিলারি পাওয়ার সিস্টেম এবং রেডিয়োস্ফিয়ার নিয়ন্ত্রণ করত ওটা।

'ওই বক্সের আরেকটা কাজ ছিল এমবিএন সিস্টেম চালু রাখা,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এমবিএন মানে মিলিটারি ব্রডকাস্ট নেটওঅর্ক। পরে নাম হয়েছিল ইমার্জেন্সি ব্রড়কাস্ট সিস্টেম। ওই এমবিএন-র ট্র্যান্সমিশন কেবল পুড়ে গিয়েছিল মিসাইলের আঘাতে। সকালে এলবিজে প্রোটোকল কাজ করেনি। ক্রুকসের ট্র্যান্সমিশন পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্য পিছিয়ে দিয়েছিল ইমার্জেন্সি ব্রডকাস্ট সিস্টেম।'

'ওই সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় সাতটা সাঁইত্রিশ মিনিটে,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'আপনি বোধহয় বুঝেছেন,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ক্রুকস বক্তৃতা দিয়েছে ডিজিটাল ক্যামেরার সামনে, কিন্তু জানত না ট্র্যান্সমিট হচ্ছে না কিছুই। লোকটা বকবক করেছে শুধু এয়ার বেস যিরো নাইনের সবার উদ্দেশে। আসলে দেশের কেউ জানে না

কিছু।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'অবশ্য সারা সকাল অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তারা। হলিউডের দামি এক নায়িকা এবং তার প্রেমিক গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সেই ভাঙা গাড়ি ও দুই সেলিব্রেটিকে দশমিনিট পর পর দেখিয়েছে সিএনএন।'

রানা এবং প্রেসিডেন্টের আলাপের ছয় ঘণ্টা পর এয়ার বেস যিরো এইট থেকে ৭৪৭ বিমানের পিঠে বসে মহাশূন্যে রওনা হলো দ্বিতীয় এক্স ৩৭ শাটল।

ওটার মিশন: দক্ষিণ ইউটার মহাশূন্যে এক এয়ার ফোর্স রিকনিসেন্স স্যাটালাইট ধ্বংস করা।

শাটলের পাইলট একটু পর বুঝল, ওই স্যাটালাইট অদ্ভুত সিগনাল ধরছে ইউটা মরুভূমি থেকে।

পাইলট এসব নিয়ে ভাবতে গেল না, নির্দেশ মত উড়িয়ে দিল স্যাটালাইট।

এবং স্যাটালাইট আকাশ থেকে উধাও হতে চারপাশের এয়ারপোর্টের টাইপ ২৪০ প্লাজমা ওয়ারহেড বিকল হয়ে গেল। মাত্র দশ মিনিটের ভিতর সরিয়ে নেয়া হলো বোমাগুলোর সেন্সার।

পরের এক ঘণ্টার ভিতর ডিযআর্ম করা হলো প্রতিটি বোমা।

বাকি রয়ে গেল প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডের ট্র্যান্সমিটার।

সেদিনই জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি হসপিটালের বিখ্যাত এক সিভিলিয়ন হার্ট স্পেশালিস্ট সার্জেন অপারেশন করলেন প্রেসিডেন্টের হৃৎপিণ্ডে। উপস্থিত থাকলেন চারজন কার্ডিয়াক সার্জেন, সবাইকে পাহারা দিল দশজন মেরিন অফিসার, সৈনিক এবং সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা।

আগে কখনও কোনও সার্জেন এত সতর্ক এবং নার্ভাস ছিলেন না অপারেশন করতে গিয়ে।

সামান্য অ্যানেসথেশিয়া ব্যবহার করা হলো। সাধারণ মানুষ

কিছুই জানল না, কিন্তু আটাশ মিনিটের জন্য ইউনাইটেড স্টেটসের কর্তা ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তখনই তিনি এয়ার বেস যিরো নাইন এবং এয়ার ফোর্স বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাঁকে সিক্রেট সার্ভিস থেকে ধারণা দেয়া হয়েছেঃ অন্তত আশিজন উচ্চপদস্থ অফিসার ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ ছাড়া বিচারের মুখে পড়তে পারে কয়েক শ' জুনিয়ার অফিসার এবং সৈনিক।

প্রায় চার লক্ষ পার্সোনেলের বাহিনীতে দুই-আড়াই শ' জনের বিচার, জেল-জরিমানা বা মৃত্যুদণ্ড মস্ত কোনও ক্ষতি নয়।

ঠিক করা হলোঃ এবার গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হবে এয়ার ফোর্সের ব্রাদারহুডকে।

একইদিনে ওয়াশিংটন শহরে ফিরেই রানা এজেন্সির অফিসে ফোন দিল মাসুদ রানা।

তার একঘণ্টা পর পৌঁছে গেল ওই শাখায়।

প্রায় কারও সঙ্গে কথা না বলেই সোজা শাখা-প্রধান কাজী সাখাওয়াত হোসেনের অফিসে ঢুকে পড়ল রানা।

চেয়ারে বসে বেচারার নাকের কাছে টেবিলের উপর তুলে দিল পা।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সাখাওয়াত।

শেষে পাগল হয়ে গেল ওদের এত প্রিয় মাসুদ ভাই?

দ্রুত হাতে বুটের সোলের স্লট খুলছে রানা, কথার ফাঁকে নিরাপদ কফিন থেকে বের করল একের পর এক ভাইরাসের অ্যাম্পুল, অ্যান্টিডোট অ্যাম্পুল, পেন-ড্রাইভ এবং মাইক্রোফিল্ম।

রানার কথা শেষে সব সরিয়ে নিল সাখাওয়াত, রেখে দিল বিশেষ একটা সেফের ভিতর।

বুটের সোল ঠিক করে নেয়ার ফাঁকে এনক্রিপটেড ফোন থেকে বিসিআই-এ যোগাযোগ করল রানা।

দেরি না করেই রানার ফোনের লাইন দিল ইলোরা বৃদ্ধকে।

রানা জানিয়ে দিল, প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই পাওয়া গেছে।

ঢাকা থেকে জবাবে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান বললেন, 'জরুরি কাজ অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। আজই রাত বারোটার সময় বিমানে উঠবে। আর্মি অফিসার নিশাত সুলতানা আর সার্জেন্ট হোসেন আরাফাত খবিরকে তোমার সঙ্গেই ফিরতে হবে। আর হ্যাঁ, রানা, ভেরি গুড জব!'

শুনে মস্ত বড় হয়ে গেল রানার বুকটা।

মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান রিসিভার রাখবার পর এবার ফোন করল ও চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সে, বন্ধু লিউ ফু-চুঙের কাছে।

চায়নিজ সুপার এজেন্ট 'হ্যালো, দোস্ত!' বলবার পর ওকে থামিয়ে দিল রানা, সংক্ষেপে পাঁচ মিনিটের ভিতর পরিস্থিতি খুলে বলল।

'আমরাও এমনই আঁচ করছিলাম,' রানার বক্তব্য শেষে বলল ফু-চুং। 'বিশেষ করে আমাদের আর্মির শাটল উড়ে যাওয়ার পর কাজে নেমে পড়ি। আগেই বেশকিছু তথ্য ছিল, তার উপর তোদের রত্ন কয়েকজন তরুণ এজেন্ট বেশ কিছু জরুরি তথ্য জোগাড় করে দেয়। এরপর দেরি করলে ভুল হতো। প্রধান আটজন জেনারেল মিলে কু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সব গুছিয়ে নেয়ার আগেই তাদেরকে গ্রেফতার করেছি আমরা।' বিরতি নিল ফু-চুং, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আরও ভাল হতো যদি ওই অ্যান্টিডোট আমরা হাতে পেতাম।'

'পাবি,' বলল রানা। 'আমার চিফের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে, আমরা সমস্ত বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে অ্যান্টিডোট পৌঁছে দেব।'

'সত্যি, কৃতজ্ঞ হবে চিনের মানুষ,' বলল ফু-চুং।

আরও দু'চার কথা শেষে ফোন রেখে দিল দুই বন্ধু।

বিদায় নেবে বলে চেয়ার ছাড়ল রানা।

কিন্তু ওর তাড়া দেখে বলল সাখাওয়াত, 'আজ এসেই চলে যাবেন, মাসুদ ভাই? সবাই ভেবেছে অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে বসে ডিনার সারবে।'

'পরে কখনও আসব,' বলল রানা। 'আজ তাড়া আছে।'

সত্যিই রানা অফিস থেকে বেরিয়ে লিফটে উঠতে ভীষণ হতাশ হলো রানা এজেন্সির সবাই।

নীচে নেমে এসে ঝড়ের গতি তুলল রানা নতুন ক্যাডিলাকে। সোজা ফিরল হোয়াইট হাউসে। ওখানে নিয়ে আসা হয়েছে তিশাকেও।

আজ নিজের ঘরে না গিয়ে প্রথমেই তিশার ঘরে ঢুকল রানা।

ইযি চেয়ারে বসে আছে তিশা, ওকে দেখে মুখ তুলে চাইল। কী যেন আঁচ করছে ওর দুই কালো চোখ।

'আমাকে আজই ফিরতে হবে,' স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা।

'আমি সঙ্গে যাব না?'

'না গেলেও পারো। আপা আর খবির আমার সঙ্গে ফিরবে। তোমাকে তো ছুটি দিয়েছে আর্মি থেকে।'

'একা ভাল লাগবে না,' বলল তিশা। 'একসঙ্গে ফিরলে গল্প করতে পারব তোমাদের সঙ্গে।'

ঠিক তখনই ঘরে এসে ঢুকল নিশাত সুলতানা।

ওর পিছন পিছন খবির।

এবার ঘরে ঢুকল পাঁচজন বেয়ারা। হাতের ট্রেতে একের পর এক খাবারের ডিশ। ঘর ভরে উঠল দারুণ সুবাসে।

বেয়ারাদের একজন পরিষ্কার করে ফেলল মস্ত টেবিল। সাজিয়ে দিল ডিনারের প্লেট ও ডিশ।

'আপা, হঠাৎ এসব কী?' অবাক হয়েছে রানা।

'হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট,' বলল নিশাত। 'খাবার মাত্র আনতে শুরু করেছে এরা। ভদ্রলোক দুনিয়ার যত দামি খাবার অর্ডার করেছেন আমাদের জন্যে।'

'তবে আপা আর আমি ডাইনিং রুমে বসব,' বলল খবির।

'তা তো বটেই,' বলল নিশাত। চলে গেল ডেক-সেটের সামনে, ওটার ড্রাইভের ভিতর পুরে দিল ডিভিডি ডিস্ক। রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে, হাতের ইশারায় নিয়ে গেল খবিরকে।

পাশের চেয়ারে বসল রানা, আস্তে করে স্পর্শ করল তিশার গাল।

আর তখনই বেজে উঠল চিত্রা সিং-এর ব্যর্থ-প্রেমের একটি বিখ্যাত গান: আকাশ মেঘে ঢাকা/ শাওন ধারা ঝরে...

রানার হাত তুলে নিয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করল তিশা, চাপা স্বরে বলল, 'কখনও বাঁধতে চাইব না, যত কষ্ট হোক...'

কোথায় যেন ভীষণ হুতাশ রানার বুকে, মুচড়ে উঠছে অন্তর। নিজেকে খুঁজে পেল না কোথাও। তখনই ওর মনে হলো, তিশাকে হারাতে চায় না ও কোনও কিছুর বিনিময়েই।

(সমাপ্ত)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মোঃ আরজু আহাম্মেদ, মো: ০১৭৬৫৪৩৪৩১৮

দক্ষিণ ভবানীপুর, পো: মধুপুর, কুষ্টিয়া-৭০১০।

না কাজীদা, আর পারলাম না! এত ভাল লাগা কি নিজের ভিতর চেপে রাখা যায়? তাই তো আপনার এবং সেবা'র সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আসলে কাজীদা, আপনি এটা কী করেছেন বলতে পারেন? 'আগুন নিয়ে খেলা'টা আমার মতে মাসুদ রানার অন্যতম সেরা কাহিনি। এবার বই মেলা থেকে কিনেছিলাম অনেকগুলো বই। এবং তখনই মনে হলো 'আগুন নিয়ে খেলা'র ভিতর নিশ্চয়ই 'আগুন' আছে। বইটা শেষ করার পর বুঝলাম আসলে আগুন আর কী, তার চেয়েও বেশি কিছু আছে এটার মধ্যে। দ্বিতীয় খণ্ড অর্ধেক হবার পর উত্তেজনায় একটুর জন্যে পেটটা ব্লাস্ট হয় নাই। এমন বই-ই তো আমরা চাই, কাজীদা। এবং সাথে কিছুদিন না দেখা সোহানা এবং গিল্টি মিয়াকে। সূর্য-সৈনিক, সর্বনাশের দূত, হ্যাকার, স্নাইপার, কুরুক্ষেত্র বইগুলোও খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে হ্যাকার। আচ্ছা, কাজীদা, বলতে পারেন, 'বিপজ্জনক' এবং 'কুউউ'-এর কাহিনি একই কেন? ভুলবশত? পরিশেষে মাসুদ রানার কাছ থেকে সামান্য কিছু আয়ু আপনাকে ধার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

✱ না, ভাই, ওর কাছ থেকে একটি মিনিটও ধার করতে চাই না। আমার আয়ু থেকে বছরের পর বছর ধার দিয়ে ওকে সৃষ্টি করেছি— তার একটি সেকেণ্ডও আমি ফেরত চাই না। ...কী বলছেন, বিপজ্জনক আর কুউউ-র কাহিনি একই মনে হয়েছে আপনার কাছে? এর কারণ আমি না, আপনিই বলতে পারবেন। ...শুভেচ্ছা।

শাওন হোসেন রাজু,

বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মোবা: ০১৮১৩৫৩৪১৮২

এক সঙ্গে দুটি বই আমার হাতে এসে পড়েছে। একটি হচ্ছে মাসুদ রানা সিরিজের কড়কড়ে (সদ্য ছাপা হওয়া প্রেসের সুবাস মিশ্রিত) নতুন বই 'ডেথ ট্র্যাপ-', অন্যটি হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অনুবাদ গ্রন্থ 'হিউ হিউ অর দ্য মনস্টার'।

ঈদের এখনও বেশ বাকি। কিন্তু নিজের মাঝে ঈদের আনন্দ অনুভব করছি বই দুটি পেয়ে! আর এই আনন্দের মাঝেই চিন্তায় পড়ে গেছি।

কোন্ বইটা আগে পড়ব?

ডেথ ট্র্যাপ-১?

নাকি, হিউ হিউ?

আপনার মাসুদ রানা আমার অতি প্রিয়। মরহুম হেনরির লেখাও চুম্বকের মত টানে, এখন কী করি? দুই বইয়ের চিপায় পড়ে স্যাণ্ডউইচ আমি শেষ পর্যন্ত ফাঁক গলে ঝুপ করে বেরিয়ে পড়লাম। মায়াবী চোখের বাঙালি যুবকের টান অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। পরম বন্ধুর মত আমাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল ও। বরফমোড়া অ্যান্টার্কটিকার উইলকক্স আইস স্টেশনে তিমির মুখের ভেতর মাসুদ রানা। দুরু দুরু করে উঠল বুক। কেন জানি না গলার মধ্যে দলা পাকানো কিছু আটকে যাওয়ার অনুভূতি পেয়ে বসল আমাকে। ওকে এবার ভেজা কণ্ঠে বলতে হবে: রানা, বিদায়!

না, তা পারব না।

তিমির মুখ থেকে বেরিয়ে এল রানা, আমার দেহে ফিরে এল জান। শালা রানা, যমদূতকে ফাঁকি দেয়ার অভ্যাসটা আজও অটুট রেখেছে!

এখনও গল্পের অর্ধেক বাকি। সামনে আরও কঠিন লড়াই। দেখা যাবে তখন, তোর যমদূতকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল কতটা ধারাল! শুভ-কামনা রইল, বন্ধু।

✱ আপনার বন্ধু শেষ পর্যন্ত কেমন দেখাল দ্বিতীয় খণ্ডে?

অনিক রায় শুভ, মোবা: ০১৮১১-৫৪৫৪১৯

ডিপার্টমেন্ট অব ফার্মেসী, ইউ এস টি সি, চট্টগ্রাম।

অনেক দিন পর চিঠি লিখলাম বলে এই নয় যে, 'মাসুদ রানা'র সাথে ছিলাম না। 'মাসুদ রানা'র সেই প্রথম বই থেকে আছি এবং মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত 'মাসুদ রানা'র সাথেই থাকব।

কাজীদা, 'ডেথ ট্র্যাপ-২'-তে 'আলোচনা বিভাগে সবার শেষে আমার একটি চিঠি ছাপানো হয়েছিল। ওই চিঠিতে আমি 'মাসুদ রানা' সিরিজে আমার প্রিয় ৫ টি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং এ-ও বলেছিলাম যে এই সিরিজের সব বই-ই আমার প্রিয়। কিন্তু অনেক পাঠক আমাকে ফোন করে বিভিন্ন বইয়ের কথা বলছেন, এবং জানতে চাইছেন, আমার সেরা ৫-এর তালিকায় অমুক অমুক বইগুলো নেই কেন? আমি তাঁদের আবারও বলব যে; 'রানা'র সব বই-ই আমার খুব প্রিয় এবং তাঁরা যেন প্রকাশিত চিঠিটি একটু ভাল করে পড়েন।

কাজী'দা, আমি সব সময় যে কোন অনুষ্ঠানে গেলে উপহার তালিকায় সবার প্রথমে রাখি 'মাসুদ-রানা' সিরিজ, তারপর অন্য উপহার। 'অগ্নিপুরুষ' বইটি আমি যে কতবার পড়েছি এবং কতবার উপহার দিয়েছে তার কোন হিসেব আমার জানা নেই।

সর্বশেষ, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ইতি টানলাম। ভাল থাকবেন।

✱ আপনিও স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবেন। নইলে আমার সঙ্গে আরও ৭৭ বছর টিকবেন কী করে?

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে অবশিষ্ট টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

০৮/১০/১৩ মরণডাক (ওয়েস্টার্ন) **ইসমাইল আরমান সম্পাদিত**

বিষয়: পাঠক, বুনো পশ্চিমের আগুনঝরা দিনগুলোয় আবারও আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। গোটা একটি উপন্যাস, সেইসঙ্গে ছোট-বড় আরও আটটি গল্প নিয়ে এবারের এই সংকলন। লেখক তালিকায় আছেন বাংলায় ওয়েস্টার্ন কাহিনির জনক প্রয়াত কাজি মাহবুব হোসেন, রওশন জামিল, খসরু চৌধুরী, গোলাম মাওলা নঈম, কাজী মায়মুর হোসেন ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ-সহ আরও অনেকে। একেকটি কাহিনি একেক স্বাদের, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিটিতে রয়েছে পশ্চিমা জীবনের কঠোর রুক্ষতা, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, নীচতা, মহত্ত্ব, সাহস, সংঘর্ষ, আত্মপ্রতিষ্ঠা... এবং প্রেম। নিশ্চিত থাকুন, আপনার ভালো লাগবে।

আরও আসছে

২৭/১০/১৩ রহস্যপত্রিকা **(৩০ বর্ষ ১ সংখ্যা)** **নভেম্বর, ২০১৩**

মাসুদ রানা

কিলার ভাইরাস

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেদম তাড়া খেয়ে দলবলসহ পালাচ্ছে মাসুদ রানা। যেমন করে হোক ফাটবার আগেই নিষ্ক্রিয় করতে হবে চোদ্দটা নিউক্লিয়ার বোমা। আরও খারাপ খবর: কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্টের স্টিলের ব্রিফকেস খুলে সঠিক সময়ে তাঁর হাত পাম অ্যানালাইযারে না রাখলে শুরু হবে দুনিয়া জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

কিন্তু প্রেসিডেন্ট আছেন কোথায়?

ওদিকে চিনের তৈরি ডুম্স ডে ভাইরাস ঠেকাতে পারে যে ছেলেটা, তাকে কিডন্যাপ করেছে দক্ষিণ-আফ্রিকার একদল বর্ণবাদী কমাণ্ডো। অবস্থা এমন হয়েছে, মাথা-খারাপ অবস্থা রানার। আমেরিকান এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর্লিং এফ ব্রুকসের সঙ্গে রয়েছে দুনিয়াসেরা কমাণ্ডো দল! রানার সঙ্গে শুধু সাধারণ ক'জন অফিসার ও সৈনিক! লড়তে গিয়ে ও বুঝে গেল, এবার মৃত্যু অনিবার্য! কিন্তু তার পরেও উল্টো তাড়া করে গিয়ে উঠল রানা আমেরিকান এক অ্যাটাক শাটলের ভিতর! জমে উঠল এক জটিল নাটক!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০